টেন লিট্‌ল ইন্ডিয়ানস

মূল : আগাথা ক্রিস্টি

অনুবাদ : খুররম মমতাজ

আগাথা ক্রিস্টি। রহস্যের রাণী বলা হয় তাঁকে। নিজের লেখাগুলোর মধ্যে তাঁর পছন্দের শীর্ষে ছিল 'টেন লিট্‌ল ইন্ডিয়ানস' নামের এই রহস্য গল্পটি। দশজন মানুষ। দশটি রুশ পুতুল। নার্সারিতে পড়া ছড়ার মতো ওরা হারাধনের দশটি ছেলে– 'টেন লিট্‌ল ইন্ডিয়ানস'। এক নির্জন দ্বীপে এলো ওরা। সেই দ্বীপে আর কোনো মানুষ নেই। ওরা দশজন অতিথি ছাড়া। অতিথিদের প্রত্যেকের জীবনে আছে একটি ক'রে গোপন ঘটনা; গোপন পাপ। এই দ্বীপে এক উন্মাদ [illegible] তারা বন্দী। এখানে তাদের [illegible] বিচারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু কোথা[illegible]? সে লা-পাত্তা। অথচ তার দেওয়া দণ্ড [illegible] হলো। একে একে মারা গেল তিনজন অতিথি। তিনটি রুশ পুতুলও গায়েব হয়ে গেল। বাকি থাকলো হারাধনের সাতটি ছেলে। তখন পরিষ্কার বোঝা গেল এই সাতজনের মধ্যেই লুকিয়ে আছে দণ্ডদাতা। এদের মধ্যেই একজন খুনী। কিন্তু কে? বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ, ক্যাপ্টেন লমবার্ড, ডাক্তার আর্মস্ট্রং নাকি এক্স পুলিশ অফিসার উইলিয়াম ব্লোর? সন্দেহের তালিকায় দুজন নারীও আছে। ভেরা এবং এমিলি। এদের মধ্যে কে সেই উন্মাদ খুনী? কে??

প্রথমা
TAKA
200.00

টেন লিট্‌ল ইন্ডিয়ানস

মূল : আগাথা ক্রিস্টি

অনুবাদ : খুররম মমতাজ

শরীফ মোহাম্মদ
ব্যক্তিগত সংগ্রহ নং.....০৪৪.....
লাইব্রেরি

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ

চরিত্র পরিচিতি

লরেন্স ওয়ারগ্রেভ	:	বৃদ্ধ বিচারপতি। সরীসৃপের মতো পিচ্ছিল, তেল চকচকে চেহারা। সবাই তাকে ডাকে 'ফাঁসুড়ে বিচারপতি'। কতজনকে যে তিনি ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়েছেন, তার কোনো হিসেব নেই। তাদের মধ্যে কতজন নির্দোষ কে জানে...
তেরা ক্রেথর্ন	:	বড়লোকের বাড়িতে গভর্নেসের চাকরি করতো। সেই বাড়ির ছোট ছেলের মৃত্যুর ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে তদন্ত হয়েছিল। তদন্তে সে নির্দোষ প্রমাণিত হয়। এমনকি ছেলেটির মা-ও তাকে দোষী মনে করেনি...
ক্যাপ্টেন ফিলিপ লমবার্ড	:	পেশায় সৈনিক। তার অতীত রেকর্ড খুব স্বচ্ছ নয়। সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যে ইন্ডিয়ান দ্বীপে যাওয়ার সময় একটা পিস্তল সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল...
এমিলি ব্রেন্ট	:	পঁয়ষট্টি বছর বয়সি অবিবাহিতা আইবুড়ি। তার ডায়েরী থেকে জানা যায় তার অস্থির জটিল মনের পরিচয়। হয়ত বিপজ্জনকও...
জেনারেল জন ম্যাকআর্থার	:	বিশ্বযুদ্ধের সময় ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে কেটেছে তার জীবন। "ইন্ডিয়ান দ্বীপেই আমার কবর হবে।" এই ছিল তার প্রিয় উক্তি...
ডক্টর এডওয়ার্ড আর্মস্ট্রং	:	ইন্ডিয়ান দ্বীপে কারো শরীর খারাপ হলে ডাক্তারই ওষুধ দিত। মৃত্যুর কারণও সে-ই শনাক্ত করতো। পরে সবার খেয়াল হলো– আরে! ডাক্তারই তো একমাত্র ব্যক্তি যার ব্যাগে আছে হরেক রকম বিষাক্ত ওষুধ...
অ্যান্থনি মার্সটন	:	সুঠাম দেহের যুবক। স্বাস্থ্যবান প্রাণোচ্ছল এই যুবককে দেখে মনে হতো মৃত্যু তার কাছে ঘেঁষতে পারবে না। কিন্তু যখন সময় হলো...
উইলিয়াম ব্লোর	:	প্রাক্তন সিআইডি অফিসার। দেখতে বিশালদেহী। ভালুকের মতো। তার ছদ্মনাম ডেভিস, নিজেকে সে ডেভিস নামে পরিচয় দেয়। মৃত্যু যখন হানা দিল ইন্ডিয়ান দ্বীপে, ব্লোর তখন গোয়েন্দার ভূমিকা নিল।

হত্যার পিছে কার কি মোটিভ থাকতে পারে সেটা বিশ্লেষণ করার দায়িত্ব নিল সে...

থমাস ও ইথেল রজার্স	:	স্বামী-স্ত্রী। ইথেল রাঁধুনি, থমাস পরিচারক। ইন্ডিয়ান দ্বীপের অতিথিদের সেবায় তারা সদা নিয়োজিত ছিল...
স্যার থমাস লেগি	:	সহকারী কমিশনার– স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। মৃত্যুর ঘটনা, ডায়েরী এবং একটি রিপোর্ট পেশ করা হয় তার কাছে। সবকিছু পর্যালোচনা করে তিনি শনাক্ত করবেন হত্যাকারী কে...
ইন্সপেক্টর মেইন	:	স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। রিপোর্ট প্রস্তুতকারী। অনেক কষ্ট ক'রে সে রিপোর্টটা তৈরি করে। কিন্তু শেষমেষ সে-ও তার উর্দ্ধতন কর্মকর্তার সঙ্গে একমত হয় যে ইন্ডিয়ান দ্বীপের হত্যাকান্ড গভীর রহস্যে ঘেরা...

প্রথম পরিচ্ছদ

১

ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরার এক কোণায় বসে আছেন বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ। কিছুদিন আগে তিনি অবসর নিয়েছেন। তাঁর ঠোঁটে সিগার, হাতে টাইমস পত্রিকা। রাজনীতির পাতায় একবার চোখ বুলিয়ে পত্রিকাটি রেখে দিলেন তিনি। দৃষ্টি মেলে দিলেন বাইরের দিকে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরের দৃশ্য। ছুটছে ট্রেন, পার হচ্ছে সমারসেট। হাতঘড়িতে সময় দেখলেন বিচারপতি। আরও দু'ঘন্টা বাকি।

ইন্ডিয়ান দ্বীপ! ইন্ডিয়ান দ্বীপের কথা ভাবলেন তিনি মনে মনে। পত্রিকায় একসময় অনেক কথা লিখেছিল এই দ্বীপ নিয়ে। কে এক অ্যামেরিকান কোটিপতি দ্বীপটা কিনে নিয়েছিল প্রথমে। একটা বিলাসবহুল বাড়িও নাকি বানিয়েছিল লোকটা সেই দ্বীপে। ইয়টে করে সমুদ্রে ঘোরাঘুরি আর সদ্য বিয়ে করা বউ নিয়ে ভালই কাটছিল তার সময়। কিন্তু বউটি ছিল ইয়ট চালনায় বেজায় আনাড়ি। শেষে কোটিপতি বেচারা কাগজে বিজ্ঞাপন দিল– তার এত সাধের ইন্ডিয়ান দ্বীপ সে বিক্রি করে দিতে চায়। প্রধান প্রধান সব কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় অর্ধেকটা জুড়ে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল। বেশ কয়েকদিন ধরে। তারপর হঠাৎই খবর বেরোল– মিস্টার ওয়েন নামে এক ভদ্রলোক দ্বীপটি কিনে নিয়েছেন। এরপর শুরু হলো গুজব। এক পত্রিকা লিখলো হলিউডের তারকা মিস গ্যাব্রিয়েলের কাছে হাতবদল হয়েছে দ্বীপ। মিডিয়ার হাত এড়াতে কয়েক মাস তিনি নির্জনে অজ্ঞাতবাস করবেন এই দ্বীপে। আরেক পত্রিকা লিখলো রাজপরিবার দ্বীপটি কিনে নিয়েছে। কারণ তরুণ রাজকুমার এতদিনে প্রজাপতির কাছে ধরা দিয়েছেন। নবদম্পতি এই দ্বীপে হানিমুন করবে। অন্য এক পত্রিকা ইঙ্গিত দিল– দ্বীপ এখন নৌবাহিনীর ঘাঁটি। ওখানে গোপন সামরিক গবেষণাগার তৈরি হচ্ছে। গুজবের পর গুজব ছড়াতে লাগলো।

পকেট হাতড়ে একটা চিঠি বের করলেন বিচারপতি। হাতের লেখা প্রায় পড়াই যায় না, তবে মাঝে মাঝে শব্দগুলো বোঝা যায়। *প্রিয় লরেন্স... কতদিন হয়ে গেল তোমার কোনো খবর নেই... ইন্ডিয়ান দ্বীপে এসো... দারুণ জায়গা... অনেক কথা আছে... পুরোনো দিনের স্মৃতি... প্রকৃতির কাছেও থাকা হবে... প্রাণ ভরে*

রৌদ্রস্নান... প্যাডিংটন থেকে ১২:৪০ মিনিটে ট্রেন ছাড়বে... ওকব্রীজে আমার লোক থাকবে...। চিঠিটা শেষ হয়েছে– *ইতি তোমার কনস্ট্যান্স কালমিংটন।*

বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ স্মরণ করতে চেষ্টা করলেন– কবে লেডী কনস্ট্যান্স কালমিংটনের সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা হয়েছিল? সাত... না, আট বছর আগে? খুব অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় ছিলেন মহিলা। সেবার তিনি ইতালি যাচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য– রৌদ্রস্নান এবং প্রকৃতির কোলে বিশ্রাম। পরে বিচারপতি খবর পেয়েছেন ইতালি থেকে সিরিয়ায় গেছেন মহিলা। এবারে উদ্দেশ্য আরও প্রখর রৌদ্রে সূর্যস্নান এবং বেদুঈনদের সঙ্গে তাঁবুতে বসবাস।

হ্যাঁ... ঠিক... কনস্ট্যান্স কালমিংটনের মতো ধনী খেয়ালী মহিলার পক্ষেই সম্ভব ইন্ডিয়ান দ্বীপ কিনে নেয়া এবং এরকম রহস্যময় চিঠি দিয়ে বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানানো। হ্যাঁ, ঠিক... মনে মনে যুক্তি সাজিয়ে মাথা নাড়লেন বিচারপতি। ভাবতে ভাবতে মাথাটা একটু নুয়ে এলো তাঁর... ট্রেনের দোলায় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন...

২

তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুঁজলো ভেরা ক্লেথর্ন। উহ! কি গরম। সমুদ্রের ধারে, ইন্ডিয়ান দ্বীপে বেড়াতে যাচ্ছি, ভাবলো ভেরা। ভালোই হলো, ভাগ্যিস চাকরিটা পেয়েছি। হোক পার্ট টাইম, তবু ভালো। চাকরি পাওয়া কি আজকাল সহজ কথা? বড় জোর বাচ্চাকাচ্চা সামলানোর চাকরি পাওয়া যায়, তা-ও কপাল ভালো হলে। কিন্তু সেক্রেটারির চাকরি? নেহাত বরাত জোর, নইলে...। যে এজেন্সিতে ও চাকরির জন্যে নাম লিখিয়েছিল তারাও প্রথমটায় আশা দিতে পারেনি। এমন সময় হঠাৎ করেই যেন ছাপ্পড় ফুঁড়ে এই চিঠিটা এলো :

> 'মহিলা এজেন্সি' থেকে আমি আপনার কথা জানতে পেরেছি। তারা আপনার নাম সুপারিশ করেছে। এজেন্সির কর্তৃপক্ষ আপনার সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করে। অগাস্টের আট তারিখ থেকে আপনি কি যোগদান করতে পারবেন? আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, বেতন আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ীই দেওয়া হবে। ১২:৪০ মিনিটে ট্রেন ছাড়বে প্যাডিংটন স্টেশন থেকে। ওকব্রীজে আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবে আমার লোক। পথ খরচের জন্য পাঁচ পাউন্ডের একটি নোট পাঠালাম।
>
> আপনার একান্ত,
> উনা ন্যান্সি ওয়েন

চিঠির উপরে গোটা গোটা অক্ষরে ঠিকানা লেখাঃ *ইন্ডিয়ান আইল্যান্ড, স্টিকলহেভেন, ডেভোন...*

ইন্ডিয়ান আইল্যান্ড? নামটা মনে করতে চেষ্টা করলো ভেরা... হ্যাঁ, খবরের কাগজে পড়েছে। ইদানিং তেমন কিছুই শোনা যাচ্ছে না দ্বীপটির বিষয়ে। কিছুদিন আগে কি হৈচৈ না হলো! বেশির ভাগই অবশ্য গুজব। তবে সব পত্রিকাই বাড়িটার

কথা লিখেছে। বাড়িটা নাকি রাজপ্রাসাদের মতো বিরাট, জমকালো আর বিলাসবহুল। কে জানে এর কতটা সত্য আর কতটা গুজব।

নিজের জীবনের কথা ভাবলো ভেরা। থার্ড ক্লাস একটা স্কুলের গেম টিচার সে... ভালো একটা স্কুলেও যদি চান্স পেত! এটুকু ভেবেই ও থমকে গেল। থার্ড ক্লাস চাকরিটাও যে আছে, সেটাও কম ভাগ্য নয়। বিশেষ করে তার জন্য, যার বিরুদ্ধে পুলিশি তদন্তের রেকর্ড আছে। অবশ্য তদন্তে কিছুই পাওয়া যায়নি। বিচারক তাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন...

তার বুদ্ধি আর সাহসের প্রশংসাও করেছেন বিচারক। এর চেয়ে ভালো রায় আর কি হতে পারতো? এমনকি সিরিলের মা, মিসেস হ্যামিলটনও তাকে নির্দোষ মনে করেন। খুব সদয় আচরণ করেছেন মহিলা তার প্রতি। শুধু হুগো... যাক হুগোর কথা সে আর ভাববে না।

... সেই দৃশ্যটা মনে করে এই গরমের মধ্যেও কেঁপে উঠলো ভেরা। স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে সিরিল, পাথরটার দিকে। ওর মাথাটা একবার ভেসে উঠছে পানির উপর, আবার পরক্ষণেই ডুবে যাচ্ছে... ভাসছে... ডুবছে... ভাসছে...। আর সে নিজে দক্ষ হাতে পানি কেটে এগিয়ে যাচ্ছে সিরিলের দিকে। দক্ষ হাতে, তবে ধীরে সুস্থে। যেন, তেমন কোনো তাড়া নেই। তখনই ভেরা বুঝে গিয়েছিল হবে না, সময় নেই। সময়মতো সে পৌঁছতে পারবে না ডুবন্ত সিরিলের কাছে...

সমুদ্র... সবুজ জলরাশি... সৈকতে সারাবেলা সূর্যস্নান...হুগো... হুগো বলেছিল ও আমাকে ভালোবাসে... আহ্! থাক, হুগোর চিন্তা এখন বাদ দিতে হবে, মন থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে...

চোখ মেলে তাকালো ভেরা। দেখলো রোদে পোড়া বাদামি মুখের এক যুবক তার দিকে তাকিয়ে আছে। যুবকের চোখ দুটো উজ্জ্বল, ঠোঁটজোড়া চাপা। প্রায় নিষ্ঠুর একটা উদ্ধত ভঙ্গি আছে তার ঠোঁটের কোণায়। এই লোক নিশ্চয়ই পৃথিবীর অনেক দেশ দেখেছে, প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে এর, ভাবলো ভেরা মনে মনে।

৩

ফিলিপ লমবার্ড। সামনে বসা মেয়েটিকে একপলক দেখে নিল। বেশ আকর্ষণীয় চেহারা, ভাবলো সে। অবশ্য চেহারায় একটু টিচার টিচার ভাব আছে। তাতে কি, দেখতে তো ভালো। ব্যক্তিত্বও আছে বেশ, বোঝা যায়। নরম-সরম টাইপ না। শক্ত টাইপ। আলাপ জমালে কেমন হয়? নাহ থাক, ওসব এখন না। কাজে যাচ্ছে সে। সিরিয়াস কাজ।

মরিস নামের সেই রহস্যময় লোকটার কথা মনে পড়লো তার। বড় ঢাক ঢাক গুড় গুড় করছিল সে। চাকরিটা নিলে নাও, না নিলে না নাও– এরকম বলেছিল লোকটা।

উত্তরে ফিলিপ বলেছিল, 'একশো গিনি। তাই না?' এমনভাবে সে কথাটা বলেছিল, যেন একশো গিনি তার কাছে কিছুই না। অথচ পকেটে তখন তার ফুটো

পয়সাও নেই। একশো গিনি তখন তার কাছে সাত রাজার ধন। প্রথমে সে ভেবেছিল মরিস ভুল বলছে, পরে ভেবে দেখলো– নাহ্ এই লোক টাকাপয়সার ব্যাপারে ভুল বলবে না। অমন পাত্রই নয় সে, ঠিকই বলছে। তবু মনের ভাব গোপন রেখে সে প্রশ্ন করেছিল, 'আর কোনো তথ্য দিতে পারেন এই ব্যাপারে?'

'না, ক্যাপ্টেন লমবার্ড।' টাক মাথা দুলিয়ে বলেছিল আইজ্যাক মরিস, 'এর বেশি আমি কিছুই জানি না। আমার ক্লায়েন্ট আপনার সুনাম শুনেছেন। আপনি যদি কাজটা করতে রাজি থাকেন, তাহলে ক্লায়েন্টের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে এখনই একশো গিনি দেব। আপনি ওকব্রীজ যাবেন। ওখানে ক্লায়েন্টের লোক থাকবে। সে আপনাকে স্টিকলহেভেনে নিয়ে যাবে। সেখান থেকে স্পীড বোটে করে আপনাকে ইন্ডিয়ান আইল্যান্ডে যেতে হবে। ওখানে আমার ক্লায়েন্টের হয়ে আপনি কাজ করবেন।'

'কতদিন?'

'এই ধরুন সপ্তাহ দুয়েক।'

গোঁফে তা দিয়ে ক্যাপ্টেন লমবার্ড বললো, 'একটা কথা... কাজটা অবৈধ হলে কিন্তু...।' কথাটা বলে মরিসের দিকে তাকালো ক্যাপ্টেন। দেখলো আইজ্যাক মরিসের ঠোঁটে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। 'যদি অবৈধ হয়,' সিরিয়াসভাবে বললো মরিস, 'আপনি সাথে সাথে চলে আসবেন। সে স্বাধীনতা আপনার অবশ্যই থাকবে।'

লোকটা চালাক, ভারি ধূর্ত, ভাবলো ক্যাপ্টেন। বৈধ-অবৈধর কথা শুনে হাসি ফুটে উঠেছিল ওর ঠোঁটে। হাসিটা যেন বলছিল, 'বৈধ অবৈধ নিয়ে তোমার কত মাথাব্যথা সে আমি ভালোই জানি ক্যাপ্টেন লমবার্ড...।'

এবার লমবার্ডের মুখেও হাসি ফুটলো। সত্যিই তো ওসব নিয়ে কে মাথা ঘামায়। সারাজীবন বৈধ অবৈধ সবরকম কাজই সে করেছে। একবার তো আরেকটু হলেই হাজতবাস হয়ে যেত। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে। সময়মতো সামলে নিয়েছে সেবার। না... বৈধ অবৈধ কোনো ব্যাপার না ক্যাপ্টেন লমবার্ডের কাছে। কাজটা সে নেবে। আশা করা যায় ইন্ডিয়ান আইল্যান্ডে সময়টা তার ভালোই কাটবে।

৪

'ধূমপান নিষেধ' লেখা কামরায় মেরুদন্ড টানটান করে বসে আছেন মিস এমিলি ব্রেন্ট। তার বয়স পঁয়ষট্টি। এভাবেই তিনি সবসময় বসে থাকেন। লোকজনের ভীড় তার সহ্য হয়না। তার বাবা ছিলেন জাঁদরেল লোক, সেনাবাহিনীর কর্নেল। একটু সেকেলে ধরণের। মেয়েকে তিনি কঠোর আদব-কায়দা আর নৈতিকতার মধ্যে দিয়ে বড় করেছেন। আজকালকার ছেলেমেয়েরা আদব-কায়দার কি জানে? কিছুই না। নৈতিকতা বলতেও কিছু নেই ওদের মধ্যে...

নিজের তৈরি নীতি-নৈতিকতার অদৃশ্য খোলস মুড়ে ভিড়ে ঠাসা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় চুপচাপ বসে আছেন মিস ব্রেন্ট। ভীড় অস্বস্তি গরম– এসব

কোনো কিছুই তাকে তেমন কাবু করতে পারছে না। আজকাল কি যে হয়েছে সব! মনে মনে গজগজ করছে বুড়ি। সামান্য একটা দাঁত তুলতেও নাকি অ্যানেসথেসিয়া করতে হয়। ঘুম না আসলে লোকে ঘুমের বড়ি খায়। ইজিচেয়ার ছাড়া বসতেই পারে না। এসব কি? যত্তোসব। আর ছুঁড়িগুলোও হয়েছে যেমন...ন্যাংটো হয়ে শুয়ে থাকে সমুদ্রের ধারে। ছিঃ!

গত বছরের সামার হলিডের কথা ভাবতে লাগলেন তিনি। এবার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। ইন্ডিয়ান আইল্যান্ড... মনে মনে সেই চিঠিটা আরো একবার পড়ে নিলেন তিনি।

ডিয়ার মিস ব্রেন্ট,

আশা করি আমাকে ভুলে যাওনি। বছর কয়েক আগে বেলহেভেন গেস্টহাউসে আমাদের পরিচয় হয়েছিল। চমৎকার সময় কেটেছিল সেবার। মনে আছে?

ইন্ডিয়ান আইল্যান্ডে আমি একটা গেস্টহাউস চালু করেছি। তোমার মতো সম্ভ্রান্ত মহিলাদের থাকার জন্য আদর্শ জায়গা হিসেবে আমি এটাকে গড়ে তুলেছি। পরিবেশটা শান্ত আর নিরিবিলি। রাতভর হৈচৈ গানবাজনা ছোঁড়া-ছুঁড়ির বেলেল্লাপনা– এসব এখানে নেই। এবার গ্রীষ্মের ছুটিটা আমার অতিথি হয়ে এখানেই কাটিয়ে যাও। অগাস্টের প্রথম দিকে আসতে পারবে? এই ধরো ৮ তারিখে?

ইতি তোমার
ইউ.এন. –

হাতের লেখাটা এমন! নামটা ঠিক পড়া যায় না। আজকাল লোকে এমনভাবে নাম সই করে যে কি বলবো। নামটা যেন কি? স্মৃতি হাতড়াতে লাগলেন মিস ব্রেন্ট...

বেলহেভেনে তিনি পরপর দুটো সামার কাটিয়েছেন। মাঝবয়সী সেই মহিলা, বেশ অমায়িক, কি যেন নাম? মিসেস... মিসেস... নামটা যেন কি? তার বাবা ছিলেন একজন নাইট। হ্যাঁ মনে পড়েছে– মিসেস ওলটন... নাকি ওরম্যান? না, না... অলিভার... হ্যাঁ, অলিভার।

ইন্ডিয়ান আইল্যান্ড! পেপারে দ্বীপটা নিয়ে বেশ লেখালেখি হয়েছিল, তাই না? এক ফিল্মস্টার, নাকি এক অ্যামেরিকান কোটিপতি, কে যেন...? অবশ্য এইসব দ্বীপ-টিপ অনেকসময় খুব শস্তায় পাওয়া যায়। লোকে ভাবে ভারি রোমান্টিক ব্যাপার। কয়েকদিন বাস করলেই টের পায়– সভ্যতা থেকে দূরে, হাজারো সমস্যা...। তখন বলে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। তখন বেচতে পারলে বাঁচে।

এমিলি ব্রেন্ট ভাবে– যাই হোক অতিথি হয়ে যাচ্ছি, খরচটাও বেঁচে গেল। সেটা কম কথা নয়। বিশেষ করে আজকালকার দিনে। টাকাপয়সার একটু টানাটানিও যাচ্ছে ইদানিং। কিন্তু কিছুই যে মনে পড়ছে না– মিসেস... নাকি... মিস অলিভারের কথা!

৫

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন জেনারেল ম্যাকআর্থার। ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে যাচ্ছে ট্রেন। ভারি বিরক্তিকর ব্যাপার। পরের স্টেশন এক্সেটার। ওখানে ট্রেন বদল করতে হবে। ঝামেলা আর কাকে বলে! অথচ এমন কিছু দূর নয় এই দ্বীপটা... ইন্ডিয়ান আইল্যান্ড।

কিন্তু ওয়েন লোকটা কে? চিঠি থেকে বোঝাই যাচ্ছে স্পুফ লেগার্ড আর জনি ডায়ারের বন্ধু সে। চিঠিতে লেখা ছিলঃ *–দু'চারজন পুরোনো দিনের বন্ধু-বান্ধবও আসবে– পুরোনো দিনের স্মৃতিচারণ হবে...*

হ্যাঁ, পুরোনো দিনের স্মৃতি নাড়াচাড়া করতে তার ভালোই লাগে। ইদানিং মনে হচ্ছিল পুরোনো বন্ধু-বান্ধবরা তাকে যেন একটু এড়িয়ে চলছে। নাকি তার মনের ভুল? যদি ভুল না হয়, তাহলে বলতে হবে সেই গুজবটাই এর জন্য দায়ী। মাই গড! কি কঠিন সময়টাই না গেছে। সে কি আজকের কথা? নাই নাই করেও তিরিশটা বছর পার হয়ে গেল। এ নিশ্চয়ই ঐ ছোঁড়াটার কাজ। ইডিয়েটটাই মুখ খুলেছে, গুজব ছড়িয়েছে। অবশ্য আমার ভুলও হতে পারে। বন্ধুরা হয়ত আগের মতোই আছে। আমি নিজেই উল্টোপাল্টা ভাবছি।

ইন্ডিয়ান আইল্যান্ড... হুম্... নিশ্চয়ই ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার হবে। দ্বীপটা নিয়েও প্রচুর গুজব ছড়ানো হয়েছে। এখন শোনা যাচ্ছে নৌবাহিনী না সেনাবাহিনী সেখানে ঘাঁটি বানিয়েছে। এটা অবশ্য গুজব না-ও হতে পারে...

সেই অল্পবয়সী কোটিপতি– এলমার রবসন নাকি সত্যিই একটা বাড়ি বানিয়েছিল সেখানে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকাও নাকি ঢেলেছিল বাড়িটার পেছনে। হতেও পারে। কতরকম মানুষ যে আছে এই সংসারে, আর কতরকম বিলাসিতা...

এক্সেটার আর কতদূর? এক ঘন্টা! আরও এ-ক ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে? অসহ্য...

৬

ডক্টর আর্মস্ট্রং তার ছোট্ট মরিস মাইনর গাড়িটা চালাচ্ছেন। স্যালিসবেরীর খোলা প্রান্তর পার হচ্ছেন তিনি। টায়ার্ড লাগছে... সফলতার জন্য কিছু না কিছু মূল্য তো দিতেই হয়। ডাক্তারি জীবনের প্রথম দিনগুলির কথা তার মনে পড়লো। হার্লি স্ট্রীটের সেই ছোট্ট চেম্বার। দামি দামি যন্ত্রপাতি, জমকালো আসবাব, পেশেন্টদের জন্যে সোফা, টিভি... সবকিছু দিয়ে নিখুঁতভাবে সাজানো। তারপর... সাদা গাউন পরে অপেক্ষা... পেশেন্টদের জন্য... দিনের পর দিন... অধীর আগ্রহে অপেক্ষা। শূন্য দিনগুলি পার হয়েছে সফলতার আশায় আর ব্যর্থতার ভয়ে।

ব্যর্থ তিনি হননি। সফল হয়েছেন। ভাগ্য ছিল তার সহায়। দক্ষতাও ছিল। দক্ষতা তো থাকতেই হবে। তবে, শুধু দক্ষতা দিয়ে হয়না– সোনার হরিণ ধরা যায় না। তার জন্য ভাগ্য লাগে। ভাগ্য তাকে বিমুখ করেনি। উজাড় করে দিয়েছে। শুরুতে দু'একটা সঠিক ডায়াগনোসিস... দু'চারজন ধনী কৃতজ্ঞ পেশেন্ট,

যাদের অর্থ আছে, বিত্ত আছে, সমাজে মর্যাদা আছে... তাদের মুখের কথা। "ডক্টর আর্মস্ট্রংকে দেখান– অল্পবয়সী ডাক্তার, কিন্তু ভালো– খুব ভালো। ...সময় নিয়ে দেখে... তার মুখের কথাতেই রোগী অর্ধেক ভালো হয়ে যায়। এইতো আমার ভাবির জায়ের বোন– প্যাম। কতজনকে দেখালো, কিছুই হয়না। শেষে গেল ডক্টর আর্মস্ট্রং-এর কাছে। ব্যস, দু'সপ্তাহও লাগেনি। এখন পুরো সুস্থ।" এভাবেই সুনাম বাড়তে শুরু করলো।

আর আজ! সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌঁছে গেছেন তিনি। দিনগুলো তার ব্যস্ততায় ভরা। সকাল-সন্ধ্যা লাগাতার ব্যস্ততা। ছুটি নেই, বিশ্রাম নেই... শুধু ক্লিনিক, চেম্বার, রোগী আর রোগী। আজকে অগাস্টের এই সুন্দর সকালে মনটা তার বেজায় খুশি। কারণ ব্যস্ততায় ভরা লন্ডন শহর থেকে দূরে যাচ্ছেন তিনি, অনেক দূরে– ইন্ডিয়ান আইল্যান্ডে। ছুটি কাটাতে। অবশ্য পুরোপুরি ছুটি বলা যায় না একে। তাছাড়া চিঠিতেও কেমন একটু অস্পষ্টতা আর ধোঁয়াটে ভাব আছে। অবশ্য চিঠির সাথে যে চেকটা এসেছে তাতে কোনো ধোঁয়াশা নেই। ডক্টর আর্মস্ট্রং-এর নামে অগ্রিম বড় অংকের চেক। ওয়েন লোকটা বেশ শাঁসালো মক্কেল বলতেই হবে। আর... চিঠি থেকে যা বোঝা গেল– স্বামী বেচারা তার স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে বেজায় উদ্বিগ্ন। আর্মস্ট্রংয়ের কাজ হবে– স্ত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা। তবে কাজটা করতে হবে এমনভাবে যেন মহিলা কিছু বুঝতে না পারেন। কেননা ডাক্তার কবিরাজের নামই শুনতে পারেন না মহিলা। রেগে যান। মহিলা নাকি খুব মুডি...

মুডি! ডাক্তার মুচকি হাসলেন কথাটা ভেবে। মেয়েদের মুড! বহু কেস আসে তার কাছে। মুডি, অস্থিরচিত্ততা, নার্ভাসনেস... এইসব। ধনী পরিবার থেকেই আসে কেসগুলো। আসলে কিছুই না। বসে বসে অলস অকর্মণ্য জীবন যাপনের কুফল। কিন্তু ধনবতী মহিলাদের তো সরাসরি একথা বলা যায় না– 'আপনি একেবারে অলসের ডিম, তাই...।' কিছু একটা খুঁজে বের করতে হয়। বলতে হয়, 'ও কিছু না... আপনার ইয়ে হয়েছে (লম্বা একটা ডাক্তারি নাম), খুব সামান্য ব্যাপার। ওষুধ দিচ্ছি। দু'দিনেই সেরে যাবেন। আর... আমার সপ্তাহে একবার দেখিয়ে যাবেন, কেমন?'

এইসব রোগীদের ভোলানো সহজ। সারিয়েও তোলা যায় সহজেই। দুটো মুখের কথা, অক্ষতিকর দু'একটা ওষুধ– ব্যস, সব ঠিক।

তবে ঝামেলা বেধেছিল সেই কেসটায়। বহুদিন আগে– কতদিন হলো? দশ? না... পনেরো। হ্যাঁ, বছর পনেরো আগে। বাপরে বাপ। আরেকটু হলেই ফেঁসেছিলাম। বড় বাঁচা বেঁচে গেছি। আরেকটু হলেই আমার ডাক্তারির দফা-রফা হতো। হয়ত শ্রীঘরেও যেতে হতো। বিরাট একটা ফাঁড়া গেছে সেবার...

গাড়ি চালাতে চালাতে অতীত রোমন্থন করছিলেন ডাক্তার। তাকে চমকে দিয়ে বিকট শব্দে একটা স্পোর্টস কার চলে গেল পাশ দিয়ে সাঁ করে। কমপক্ষে আশি মাইল বেগে। চমকে আরেকটু হলে নিজের গাড়ি উল্টে ফেলেছিল ডাক্তার। গাধা! মনে মনে গাল দিলেন তিনি– নিশ্চয়ই কোনো ছোকড়া গর্দভের কাজ এটা। আরেকটু হলেই উল্টাতাম। গর্দভের দল।

৭

টনি মার্সটন, স্পোর্টস কারের চালক ভাবছে ঐ গাড়িটা চলছে একেবারে শামুকের মতো। মুশকিল হলো এরকম শামুক গতির গাড়ির সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আর চলেও ওগুলো ঠিক রাস্তার মাঝখান দিয়ে। অন্যের পথ আটকে। ইংল্যান্ডের রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে আর মজা নেই। অথচ ফ্রান্সে? আহ্! রকেটের গতিতে ছুটে চলো, কোনো বাধা নেই।

সামনে একটু থামলে হতো। এক পেগ জিন মেরে দিলে মন্দ হয় না। ঠান্ডা জিন আর জিনজার বিয়ার। যা গরম পড়েছে! সময়ও আছে হাতে যথেষ্ট। আর মাত্র শ'খানেক মাইল যেতে হবে।

আবহাওয়া ভালো থাকলে দ্বীপে বেশ মজা করা যাবে। কিন্তু এই ওয়েন চিজটা কে? ধনী তো বোঝাই যাচ্ছে। হেভী ধনী। আর ব্যাজার ব্যাটা পারেও বটে। কোত্থেকে যেন ধনীদেরই খুঁজে খুঁজে বের করে। না পেরেই বা ওর উপায় কি। নিজের তো ফুটোকড়িও নেই...

দ্বীপে ওরা ড্রিংক-ট্রিংক ঠিকমতো দেবে তো। নাকি? ধনীরা আবার অনেক সময় কিপ্পুস হয়। বিশেষ করে নব্য ধনীরা। সেই ফিল্মস্টার মেয়েটা দ্বীপ কিনলে ভালোই হতো। ফিল্মি দুনিয়ার মজাটা একটু লোটা যেত। ইন্ডিয়ান আইল্যান্ডে মেয়ে-টেয়ে থাকবে তো, নাকি ড্রাই যাবে?

...গলাটা একটু ভিজিয়ে বেশ চনমনে লাগছে। হোটেল থেকে বেরিয়ে ও আড়মোড়া ভাঙলো, হাই তুলে আকাশের দিকে তাকালো, তারপর আবার ওর স্পোর্টস কারে চড়ে বসলো। দু'তিনটি মেয়ে একটু দূর থেকে দেখছিল ছ'ফুট লম্বা, কালো চুল, বাদামি মুখ আর নীল চোখের হ্যান্ডসাম এই যুবকটিকে।

গর্জন ক'রে লাফিয়ে উঠে ছুটলো স্পোর্টস কার। এক বুড়ো আর দুই বালক তাড়াতাড়ি সরে গেল পথ ছেড়ে। বালক দু'জন মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকলো স্পোর্টস কারের দিকে।

ঝড়ের গতিতে গাড়ি ছোটালো টনি মার্সটন।

৮

মিস্টার ব্লোর আসছেন প্লাইমাউথ থেকে। লোকাল ট্রেনে। কামরায় তিনি ছাড়া আর মাত্র একজন যাত্রী। বয়স্ক ভদ্রলোক। দেখে মনে হয় নাবিক, জাহাজে চাকরি করে। ঢুলু ঢুলু চোখে কিছুক্ষণ ঝিমানোর পর সে এখন পুরোপুরি তন্দ্রাচ্ছন্ন। মিস্টার ব্লোর একটা কাগজে কিছু লিখছেন।

'তাহলে এই হলো পুরো তালিকা,' বিড়বিড় করলেন তিনি। 'এমিলি ব্রেন্ট, ভেরা ক্লেথর্ন, ডক্টর আমস্ট্রং, টনি মার্সটন, বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ, ক্যাপ্টেন লমবার্ড, জেনারেল ম্যাকআর্থার, পরিচারক ও কুক– টমাস আর ইথেল।'

নোটবুক বন্ধ ক'রে তন্দ্রাচ্ছন্ন সহযাত্রীর দিকে তাকালেন ব্লোর। দু'এক পেগ বেশি হয়ে গেছে লোকটার ভাবলেন তিনি।

পুরো ব্যাপারটা আগাগোড়া আবার ভালোভাবে চিন্তা করে দেখলেন ব্লোর। 'নাহ্ কাজটা তেমন কঠিন হবে না,' আপনমনে বিড়বিড় করলেন তিনি। 'কোথাও কোনো ভুল নেই– নিখুঁত। আচ্ছা... আমাকে ঠিকঠাক দেখাচ্ছে তো?'

উঠে আয়নার সামনে দাঁড়ালেন ব্লোর। মিলিটারি ধাঁচের গোঁফওয়ালা একটা মুখ, ভাবলেশহীন ধূসর একজোড়া চোখ। 'মেজর বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে,' বিড়বিড় করলেন ব্লোর। 'না, না ভুল হচ্ছে'। অতিথিদের মধ্যে একজন ক্যাপ্টেন আছে। সে হয়ত ধরে ফেলবে। তার চেয়ে বরং নিজেকে সাউথ আফ্রিকান বলে চালিয়ে দেব। অতিথিদের মধ্যে সাউথ আফ্রিকান কেউ নেই। তাছাড়া সাউথ আফ্রিকার উপরে লেখা বইটাও কেবলি শেষ করেছি। তথ্যগুলো মনে আছে। কথা বলতে কোনো অসুবিধে হবে না।' হ্যাঁ, একজন ধনী সাউথ আফ্রিকান পরিচয়ে সহজেই সবার সঙ্গে মিশে যেতে পারবো, ভাবলেন মিস্টার ব্লোর।

ইন্ডিয়ান আইল্যান্ড... দ্বীপটা তার ভালোই চেনা আছে। ছেলেবেলায় অনেকবার গিয়েছেন নৌকা নিয়ে। ছোট-বড় পাথুরে পাহাড় আর গাঙচিলে ভরা সুন্দর একটা দ্বীপ। সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টাকে দেখায় রেড ইন্ডিয়ান মানুষের মাথার মতো। এজন্যই দ্বীপটার নাম হয়েছে ইন্ডিয়ান দ্বীপ। কিন্তু তাই বলে এরকম নির্জন দ্বীপে বাড়ি বানানো? সত্যি, কোটিপতিদের কতরকম খেয়ালই যে থাকে!

তন্দ্রাচ্ছন্ন লোকটার তন্দ্রা কেটে গেছে। জেগে উঠে সে বললো, 'সাগর বড় অদ্ভুত জিনিস বুঝলে ভায়া? বড়ই অদ্ভুত।'

'ঠিকই বলেছেন।' ব্লোর সায় দিল।

বুড়োর হঠাৎ হেঁচকি উঠলো। হেঁচকি তুলতে তুলতে সে বললো, 'ঝড় আসছে... ঝড়!'

'ঝড়! কোথায়?' অবাক হলো ব্লোর, 'না, না চমৎকার আবহাওয়া আজকে।'

'আমি বলছি ঝড় আসছে।' রেগে গেল লোকটা। 'ঝড়ের আভাস টের পাই আমি। গন্ধ পাই ঝড়ের। ঝড় আসছে।'

'আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে।' বুড়োকে শান্ত করার জন্য বললো ব্লোর।

স্টেশনে থামলো ট্রেন। টলমল পায়ে উঠে দাঁড়ালো বুড়ো। 'এখানে নামবো আমি। হ্যাঁ, এখানেই।' দরজা খুলতে চেষ্টা করছে সে। ব্লোর তাকে সাহায্য করলো।

নামবার আগে ফিরে তাকালো বুড়ো। হাত তুললো ধীরে ধীরে, যেন বিদায় জানাচ্ছে। ঢুলু ঢুলু চোখে বললো, 'প্রার্থনা করো... প্রার্থনা। কেয়ামত আসছে... রেডি হও।'

বলতে বলতেই দরজা দিয়ে হুড়মুড়িয়ে প্ল্যাটফর্মের উপর পড়লো বুড়ো। পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে হয়ত, অথচ কি আশ্চর্য সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। মুখ তুলে গম্ভীর বজ্রের মতো গলায় আবারো বললো, 'ইয়ংম্যান শোনো। তোমাকে বলছি। রেডি হও। মরণ আসছে, মরণ!'

ট্রেন আবার চলতে শুরু করেছে। সীটে বসতে বসতে ব্লোর ভাবলো মরণের জন্য বুড়োরই আগে রেডি হওয়া দরকার, আমার এখনো দেরি আছে।

হিসেবে ব্লোরের একটু ভুল হলো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

ওকব্রীজ স্টেশন। স্টেশনের বাইরে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের সামনে জনকয়েক যাত্রীর ছোট্ট একটা দল। তাদের পেছনে কুলিরা। কুলিদের হাতে ও মাথায় যাত্রীদের স্যুটকেস, বাক্স-প্যাটরা। কুলিদের মধ্যে থেকে একজন ডাকলো, 'জিম!' জিম নামের ট্যাক্সি ড্রাইভার এগিয়ে এলো। জিজ্ঞাসু চোখে সে প্রশ্ন করলো, 'আপনারাই তো ইন্ডিয়ান দ্বীপের যাত্রী?' চারজন যাত্রীই একসঙ্গে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। দ্রুত তাদের মধ্যে একবার চোখাচোখিও হলো।

বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ দলের মধ্যে সবচেয়ে বয়স্ক। তাকে লক্ষ্য করে ড্রাইভার বললো, 'দু'টো ট্যাক্সি আছে স্যার। এর মধ্যে একটাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। এক্সেটার থেকে যে ট্রেনটা আসছে ওতে একজন যাত্রী আসছেন। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই এসে যাবে ট্রেনটা। আপনাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন যদি তার জন্যে একটু অপেক্ষা করেন তাহলে ভালো হয়। সবাই আরামে যেতে পারবেন।'

ভেরা ক্লেথর্ন দ্রুত তার সেক্রেটারি ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। 'আমি অপেক্ষা করছি।' এগিয়ে এসে বললো সে, 'আপনারা সবাই রওনা দিন, প্লিজ।'

'ধন্যবাদ।' মিস ব্রেন্ট বললেন। প্রথম ট্যাক্সিটায় উঠে বসলেন তিনি। তার পিছন পিছন উঠলেন বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ।

ক্যাপ্টেন লমবার্ড বললো, 'আমিও বরং থেকে যাই। কি বলেন মিস–?'

'ক্লেথর্ন।' উত্তর দিল ভেরা।

'আমার নাম লমবার্ড। ফিলিপ লমবার্ড।'

ট্যাক্সিতে মালপত্র তোলা হচ্ছে। বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ সতর্কতার সাথে সংলাপ শুরু করলেন, 'আবহাওয়া দেখছি মন্দ নয় এখানে।'

'হ্যাঁ, ভালোই।' সাবধানে উত্তর দিলেন মিস ব্রেন্ট।

অভিজাত, সম্ভ্রান্ত একজন ভদ্রলোক– মনে মনে ভাবলেন মিস ব্রেন্ট। এরকম সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদের এরকম গেস্টহাউসে বড় একটা দেখা যায় না। মিস (অথবা মিসেস) অলিভারের বেশ ভালো কানেকশন আছে বলতে হয়।

'এদিকটায় কি আগে এসেছেন কখনো?' বিচারপতি জানতে চাইলেন।

'কর্নওয়ালে এসেছি, টরকোয়েতেও এসেছি একবার। কিন্তু ডেভোনের এদিকটায় আসা হয়নি কখনো।'

'আমিও আসিনি। এই প্রথম।'

প্রথম ট্যাক্সিটা রওনা দিল। দ্বিতীয় ট্যাক্সির ড্রাইভার অপেক্ষমাণ যাত্রীদের জিজ্ঞেস করলো, 'আপনারা কি ট্যাক্সির ভেতরে বসে অপেক্ষা করবেন?'

'না, না, বাইরেই ভালো।' ভেরা উত্তর দিল।

ক্যাপ্টেন লমবার্ড হেসে বললো, 'তাহলে চলুন, ওদিকটাতে হেঁটে আসি। অবশ্য আপনার যদি আপত্তি না থাকে।'

'না, না, আপত্তি কি, চলুন। ট্রেনের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে হাতে-পায়ে খিল ধরে গেছে।'

'সত্যি, এত লম্বা জার্নি।' ক্যাপ্টেন লমবার্ড সায় দিল।

ভেরা বললো, 'এখন আবহাওয়াটা ভালো থাকলে হয়।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলো। কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করলো 'এদিকটাতে এসেছেন নাকি আগে।'

'না,' বললো ভেরা। তারপর যোগ করলো, 'আমার চাকরিদাতার সাথে দেখাও হয়নি এখনো।'

'চাকরিদাতা?'

'হ্যাঁ। মিসেস ওয়েন আমাকে তার সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন।'

'তাই নাকি?' লমবার্ড বললো, 'সেক্রেটারি! একটু অবাক লাগছে।'

'না, না, অবাক হওয়ার কিছু নেই।' হাসলো ভেরা, 'তার সেক্রেটারি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাই কাজ চালিয়ে নেয়ার জন্য মহিলা আমার জব এজেন্সিতে খোঁজ নিয়েছিলেন। এজেন্সি আমাকে পাঠিয়েছে।'

'ও, তাই বলুন। কিন্তু, ওখানে গিয়ে চাকরিটা যদি আপনার ভালো না লাগে?'

আবার হাসলো ভেরা। 'এটা আমার সামার জব। পার্ট টাইম চাকরি। গেম টিচার হিসেবে আমার স্থায়ী চাকরি আছে। মেয়েদের স্কুলে। আসলে কি জানেন, ইন্ডিয়ান দ্বীপ দেখার জন্য আমার তর সইছে না। কাগজে কত কি পড়েছি দ্বীপটা সম্পর্কে। আচ্ছা, দ্বীপটা আসলে কেমন?'

'কি ক'রে বলবো? এখনো তো দেখিইনি।'

'তাই? ওয়েনদের বোধহয় দ্বীপটা খুব পছন্দ। আচ্ছা, ওয়েনরা কেমন লোক জানেন নাকি?'

কি মুসকিল, আমি জানবো কিভাবে? মনে মনে ভাবলো লমবার্ড। তাড়াতাড়ি বললো, 'আপনার হাতে একটা পিঁপড়া উঠেছে। নড়বেন না, দাঁড়ান।' ছোট্ট একটা চড়ে পিঁপড়েটাকে মারলো ক্যাপ্টেন। 'ব্যস, পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'ধন্যবাদ। এত পিঁপড়ে এলো কোত্থেকে?'

'বোধহয় গরমে তিষ্টোতে না পেরে বেরিয়েছে। যে লোকটার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি, তাকে চেনেন নাকি? কে সে?'

'নো আইডিয়া।' ভেরা বললো।

এমন সময় ট্রেন আসার শব্দ শোনা গেল। প্রবল শব্দে স্টেশনে ঢুকছে ট্রেন। লমবার্ড বললো, 'ঐ যে ট্রেন এসে গেছে।'

২

দীর্ঘদেহী, আর্মি কাট, ধূসর চুল, সাদা গোঁফওয়ালা বয়স্ক এক লোক বেরিয়ে এলো স্টেশন থেকে। কুলির পিছে পিছে। কুলির মাথার স্যুটকেসটা বেশ ভারি বোঝা যাচ্ছে। ডান হাতে সেটা সামলে ধরে বাঁ হাত দিয়ে সে ভেরা আর লমবার্ডের দিকে দেখালো।

ভেরা চটপট এগিয়ে গিয়ে বললো, 'আমি মিসেস ওয়েনের সেক্রেটারি। আসুন... আপনার জন্য ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে।' তারপর পরিচয় করিয়ে দিল। 'ইনি মিস্টার লমবার্ড।'

দীর্ঘদেহীর অভিজ্ঞ নীল চোখ এক মুহূর্তে লমবার্ডকে আগাগোড়া দেখে নিল। তারপর সিদ্ধান্ত নিল, দেখতে ভালোই। তবে লোকটার মধ্যে ঘাপলা আছে।

তিনজনে ট্যাক্সিতে চড়ে বসলো। ওকব্রীজ টাউনের নির্জন রাস্তা পার হয়ে প্লাইমাউথের দিকে মাইল খানেক যাওয়ার পর খাড়া সরু পাহাড়ি পথ ধরলো ট্যাক্সি।

জেনারেল ম্যাকআর্থার বললেন, 'আমি ডেভোনের লোক। ওরসেট বর্ডারের দিকে আমার বাড়ি। এদিকটা আমার একেবারেই অপরিচিত।'

'জায়গাটা কিন্তু সুন্দর,' ভেরা বললো। 'উঁচু-নিচু পাহাড়, লাল মাটির রাস্তা। আর কি সবুজ চারপাশ!'

ফিলিপ লমবার্ড আপত্তি জানালো, 'আমার ভালো লাগে খোলা সমতল প্রান্তর। দৃষ্টি কোথাও বাধা পাবে না... এরকম খোলামেলা জায়গা।'

জেনারেল ম্যাকআর্থার প্রশ্ন করলেন, 'আপনি বোধহয় অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন?'

'তেমন কিছু নয় স্যার... এই দু'চারটে।' বিনয়ের সাথে বললো লমবার্ড। তারপর ভাবলো বুড়ো এখন জানতে চাইবে আমার বয়স কত, যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম কিনা, এইসব হাবিজাবি...।

কিন্তু জেনারেল ম্যাকআর্থার সেসব কিছুই জানতে চাইলেন না।

৩

পাহাড় টপকে আঁকাবাঁকা সর্পিল পথ পার হয়ে ট্যাক্সি পৌঁছে গেল স্টিকলহেভেনে। জায়গাটা কটেজ দিয়ে সাজানো সাগর পারের শান্ত এক পল্লী। সৈকতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দু'একটা ডিঙি। তীরে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ দিকে তাকালে চোখে পড়ে সাগরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ইন্ডিয়ান দ্বীপ।

ভেরা একটু অবাক হয়ে বললো, 'দ্বীপটা অনেক দূরে মনে হচ্ছে।' মনে মনে সে ইন্ডিয়ান দ্বীপের একটা ছবি এঁকে রেখেছিল। সেই ছবিতে দ্বীপটা ছিল তীরের কাছাকাছি। অত দূরে নয়। ভেবেছিল এখান থেকেই সাদা ঝকঝকে বাড়িটা দেখতে পাবে। কিন্তু বাড়ির চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। শুধু অতিকায় রেড ইন্ডিয়ানের ন্যাড়া মাথার মতো কালো বিশাল একটা পাথরের পাহাড় উঁচু হয়ে আছে। দূর থেকে কেমন যেন ভয়ংকর দেখাচ্ছে ওটাকে। ভয়ের একটা শিরশিরে অনুভূতি হলো ভেরার শরীরে।

ছোট্ট সেভেন স্টার হোটেলটার বাইরে তিনজন লোক বসে আছে। তাদের মধ্যে বৃদ্ধ বিচারপতিকে দেখা যাচ্ছে। কুঁজো হয়ে বসে আছেন তিনি। তাঁর পাশে টানটান মেরুদন্ডের মিস ব্রেন্ট। তৃতীয় ব্যক্তিটি ভালুকের মতো বিশালদেহী। এগিয়ে এসে সে নিজের পরিচয় দিল, 'আমার নাম ডেভিস। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসছি। দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাটাল শহরে আমার বাস। আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছি আমরা। স্পীডবোটে চড়ার আগে কেউ কি কিছু খেয়ে নিতে চান? অথবা ড্রিংক?' কারো কিছু লাগবে না জেনে ডেভিস আবার বললো, 'তাহলে রওনা দেওয়া যাক। আমাদের হোস্ট হয়ত অপেক্ষা করছেন।' হোস্টের কথা শুনেই অতিথিদের মধ্যে কেমন একধরণের অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এলো।

দূরে দেয়ালের কাছে একটা লোক দাঁড়িয়েছিল। আঙুলের ইশারায় ডেভিস তাকে ডাকলো। কাছে এসে আঞ্চলিক টানে লোকটা বললো, 'স্পীডবোট রেডি। আমরা এখন রওনা দিতে পারি, যদি আপনারা বলেন। দু'জন অতিথি গাড়ি ক'রে আসছেন। তারা কখন পৌছাবেন ঠিক নাই। তাই মিস্টার ওয়েন ব'লে দিয়েছেন তাদের জন্য অপেক্ষা করার দরকার নাই।'

জেটির দিকে এগিয়ে গেল লোকটা। জেটির পাশে ছোট্ট একটা স্পীডবোট। এই লোক স্পীডবোটের চালক। তার পিছে পিছে চললো অতিথিদের পুরো দলটা। এমিলি ব্রেন্ট বলে উঠলেন, 'এ তো দেখি খুব ছোট্ট বোট।'

চালক বললো, 'এটা খুব চমৎকার একটা বোট ম্যাডাম। চোখের পলকে আপনাকে গন্তব্যে পৌছে দেবে।'

বিচারপতি একটু কড়াভাবে বললেন, 'কিন্তু আমরা তো সংখ্যায় অনেক।'

'এর দ্বিগুণ যাত্রীও এই বোটে এঁটে যাবে স্যার।'

ফিলিপ লমবার্ড সবাইকে তাড়া দিল, 'চলুন, চলুন, উঠে পড়া যাক।'

মিস ব্রেন্ট উঠলেন সবার আগে। অন্যেরা তাকে অনুসরণ করলো। পুরো দলটার মধ্যে এখনো আলাপ পরিচয় তেমন হয়নি। সবাই একটু ছাড়াছাড়া ভাবে চুপচাপ বসলো।

স্পীডবোট রওনা দেবে এমন সময় দূরে দেখা গেল ঢালু রাস্তা দিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে একটা গাড়ি। কি তার গতি! আর... কি সুন্দর গাড়ি! বাতাসে চালকের চুলগুলো পিছন দিকে উড়ছে। টনি মার্সটনকে দেখাচ্ছে ফিল্মের হিরোর মতো। কাছাকাছি এসে জোরে হর্ন বাজালো টনি। হর্নের শব্দ পাথরে পাথরে প্রতিধ্বনি তুলে ছড়িয়ে পড়লো চারপাশে।

৪

চালক ফ্রেড ন্যারাকট হাল ধরে বসেছে ইঞ্জিনের কাছে। যাত্রীদের দিকে তাকালো সে। এরকম সাদামাটা একদল যাত্রী সে আশা করেনি। কোটিপতি এলমারের ব্যাপার-স্যাপার ছিল অন্যরকম। তার অতিথিরা ছিল সব হাই-ফাই টাইপ। মিস্টার ওয়েনের অতিথিরা যেন একটু বেশি সাদাসিদা... একটু বেশি সাধারণ টাইপ।

মিস্টার ওয়েন লোকটা কেমন তাইবা কে জানে। এই যে সে অতিথিদের আনা-নেওয়া করছে, অথচ ওয়েন লোকটাকে সে আজ পর্যন্ত চোখেই দেখেনি। তার স্ত্রী মিসেস ওয়েনকেও না। সত্যি অদ্ভুত। মিস্টার মরিস নামে এক ভদ্রলোকের মাধ্যমে সে নির্দেশ পাচ্ছে। টাকাপয়সাও পাচ্ছে নিয়মিত। তবু কোথায় যেন একটা খটকা আছে...। কাগজেও ওয়েন সম্পর্কে নানারকম কথাবার্তা লিখেছে। বেশ রহস্যজনক কথাবার্তা। কে জানে সেসব সত্যি কিনা। হতেও পারে।

কাগজে একবার লিখেছিল ফিল্মস্টার মিস গ্যব্রিয়েল দ্বীপটা কিনেছেন। এটা নিশ্চয়ই ঠিক না। যাত্রীদের সে ভালোভাবে আবার একনজর দেখে নিল। ফিল্মি দুনিয়ার লোকজন এরকম নিরামিষ ম্যাড়ম্যাড়ে টাইপের হতো না।

ঐ যে বুড়ি। সারাক্ষণ এটা ওটা সেটা নিয়ে খুঁতখুঁত করছে। বোট ছোট, বেঞ্চে ধুলো, হেনো তেনো– কিছুই তার মনমতো নয়। এইসব বুড়িদের ফ্রেড ভালোভাবেই চেনে। এরা হচ্ছে শুচিবাই টাইপ। তবে, ঐ মিলিটারি চেহারার বুড়ো লোকটা শরিফ আদমি, সন্দেহ নাই। আর স্কুল-টিচারের মতো দেখতে অল্পবয়সি মেয়েটাও বেশ চমৎকার– সাদাসিদা, হলিউড টাইপ না। বাকি দু'জন ভদ্রলোক, তবে কেউকেটা কিছু নয় বলেই মনে হচ্ছে।

তবে হ্যাঁ, একজন যাত্রীকে ফ্রেডের পছন্দ হয়েছে। শেষে এলো যে যুবকটি। গাড়ি হাঁকিয়ে। গাড়িটাও দেখার মতো। এই অজ পাড়াগাঁয়ে ওরকম গাড়ি আর আসেনি কখনো। কত দাম গাড়িটার কে জানে! দেখেই বোঝা যায় ছেলেটা ধনীর দুলাল। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে। অন্য যাত্রীরাও যদি ওর মতো হতো তাহলে বুঝতাম হ্যাঁ... পার্টি একখান হচ্ছে, জব্বর পার্টি...! কিন্তু তা না, এইসব হেজিপেঁজি লোকজন... অদ্ভুত ব্যাপার... কে জানে কি হচ্ছে... সত্যি অদ্ভুত...!

৫

বিরাট একটা চক্কর দিয়ে দ্বীপের দক্ষিণ দিকে চলে এলো স্পীডবোট। দ্বীপের দক্ষিণে উঁচু-নিচু পাহাড় নেই। এদিকটা ঢালু হয়ে ক্রমশ ধীরে ধীরে সাগরে মিশে গেছে। এদিক থেকে বাড়িটা এবার দেখা যাচ্ছে। সাউথ ফেসিং দোতলা বাড়ি। আধুনিক চেহারার চমৎকার চৌকো আর্কিটেকচার বাড়িটার। বড় বড় গোল গোল জানালা। সাদা ঝকঝকে বাড়িটাকে দেখেই মন ভরে যায়।

চালক ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। পানি কেটে ধীরে ধীরে তীরের দিকে এগিয়ে গেল স্পীডবোট। ফিলিপ লমবার্ড বললো, 'আবহাওয়া খারাপ হলে এখানে নামা সহজ হতো না।'

ফ্রেড সায় দিল। 'কালবৈশাখি যখন ওঠে, কার সাধ্যি স্পীডবোট তীরে ভেড়ায়! অনেক সময় এমনও হয় সাগর উত্তাল, সপ্তাহের পর সপ্তাহ সভ্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে ইন্ডিয়ান দ্বীপ।'

ভেরা ভাবলো তাহলে তো মুশকিল। খাবার-দাবার আসবে কিভাবে? দ্বীপে থাকার এই হচ্ছে অসুবিধা। সারাক্ষণ তটস্থ থাকতে হবে– এই বুঝি ভাঁড়ারে টান পড়লো।

তীরে ভিড়লো স্পীডবোট। লাফিয়ে নেমে পাথরে বসানো আংটার সাথে রশি বেঁধে দিল চালক। লমবার্ড ও সে দু'জনে মিলে সবাইকে নামতে সাহায্য করলো। সবশেষে অতিথিদের পথ দেখিয়ে বাড়ির দিকে নিয়ে চললো ফ্রেড।

সভ্যতা থেকে বহু দূরে জনমানবহীন এই দ্বীপ। চারপাশে কেমন একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। অস্বস্তিটুকু কাটিয়ে ওঠার জন্য জেনারেল ম্যাকআর্থার বলে উঠলেন, 'বাহ্ চমৎকার জায়গা তো!' অন্যেরা কেউ কোনো মন্তব্য করলো না। নীরবে পথ চলতে লাগলো।

তবে বাড়ির সামনে এসে অস্বস্তিটুকু কেটে গেল। অতিথিদের অভ্যর্থনা করার জন্য সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে আছে নিখুঁত পোশাক পরা এক পরিচারক। তাছাড়া বাড়িটাও দেখার মতো। মন ভালো করে দেয় এমন অপূর্ব তার রূপ। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চোখ মেলে দিলে অপরূপ একটা ভিউ দেখা যায়। পাহাড়, বৃক্ষ, দূরের সমুদ্র– কি দারুণ দৃশ্য!

পরিচারক এগিয়ে এসে একটু ঝুঁকে অতিথিদের অভিবাদন জানালো। ধূসর চুলের দীর্ঘদেহী লোকটা সবিনয়ে বললো, 'আসুন, এদিক দিয়ে প্লীজ।'

বিশাল হলঘরের মাঝখানে সাজানো টেবিল। টেবিলের উপর সার সার বোতল। টনি মার্সটন এতক্ষণ মনমরা হয়ে ছিল। মনে মনে সে তার বন্ধু ব্যাজারের গুষ্টি উদ্ধার করছিল। এমন নিরামিষ একটা দলে তাকে ভেড়ানোর জন্য। সার সার বোতলগুলো দেখে এবার সে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। যাক, অন্তত গলা ভেজাবার ব্যবস্থাটা আছে, বরফ-টরফও দেখা যাচ্ছে প্রচুর।

পরিচারক জানালো মিস্টার ওয়েনের আসতে একটু বিলম্ব হবে, এজন্য ক্ষমা চেয়েছেন তিনি সবার কাছে, আগামিকাল পৌঁছে যাবেন। তবে তাঁর নির্দেশ আছে– অতিথিদের প্রয়োজনের দিকে যেন সার্বক্ষণিক নজর রাখা হয়। ড্রিংকসের পর অতিথিরা কি বিশ্রাম নেবেন যার যার ঘরে গিয়ে? ডিনার রাত আটটায় সার্ভ করা হবে।

৬

রাঁধুনি ইথেলের পিছে পিছে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলো ভেরা। করিডোরের শেষ মাথায় একটা ঘরের দরজা খুলে দিল ইথেল। বিশাল ঘর, প্রশস্ত জানালা দিয়ে সমুদ্র দেখা যায়। পূব দিকেও আরেকটা জানালা। ডবল বেডের বিছানা। ধবধবে পরিষ্কার চাদর পাতা। একনজরে ঘরটা দেখেই খুশির একটা শব্দ করলো ভেরা।

ইথেল প্রশ্ন করলো, 'আর কিছু কি লাগবে আপনার মিস্?'

ভেরা দেখলো ওর স্যুটকেস রাখা আছে একপাশে। ছোট্ট খোলা দরজা দিয়ে ঝকঝকে বাথরুমের নীল টাইলসের মেঝে দেখা যাচ্ছে। ও বললো, 'না, ধন্যবাদ।'

'যদি লাগে বেল বাজাবেন।' ইথেলের গলার স্বরটা যেন কেমন। যান্ত্রিক আর একঘেঁয়ে। ভালো ক'রে ওর দিকে তাকিয়ে দেখলো ভেরা। রক্তশূন্য সাদা একটা মুখ। এত সাদা আর ফ্যাকাসে সেই মুখ যে মনে হয় মুখোশ পরে আছে– ভুতুড়ে সাদা একটা মুখোশ। পরনে কালো পোশাক ইথেলের। চোখদুটো সারাক্ষণ অস্থির, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। যেন খুব ভয়ের মধ্যে আছে মহিলা সারাক্ষণ। ব্যাপার কি– এত ভীত কেন সে? একটু অস্বস্তি হলো ভেরার। পরিবেশটাকে সহজ করার জন্য সে বললো, 'আমি মিসেস ওয়েনের সেক্রেটারি। তুমি বোধহয় জানো?'

'না, মিস্।' ইথেল উত্তর দিল, 'আমরা কিছুই জানি না। আমাদের শুধু বলা হয়েছে অতিথি আসবে, তাদের দেখাশোনা করতে হবে।'

'মিসেস ওয়েন তোমাকে আমার কথা বলেননি?' জানতে চায় ভেরা।

'মিসেস ওয়েনকে আমি এখনো দেখিইনি।' একটু ইতস্তত ক'রে উত্তর দিল ইথেল, 'আমরা মাত্র দু'দিন হলো এখানে এসেছি। আমি আর আমার স্বামী টমাস।'

ভেরা একটু অবাক হলো। কিন্তু সেটা প্রকাশ না ক'রে জানতে চাইলো, 'এখানে ক'জন স্টাফ আছে?'

'মাত্র দু'জন– আমি আর টমাস।'

আটজন অতিথি এখন এই বাড়িতে। গৃহকর্তা আর গৃহকর্ত্রীকে নিয়ে হবে দশজন। এতগুলো মানুষ। মাত্র দু'জন পরিচারক সবদিক সামলাবে কিভাবে?

ইথেল আবার বললো, 'আমি রান্নাবান্নার দিকটা দেখি। টমাস বাড়িঘর সামলায়। তবে এত অতিথি আসবে, তা অবশ্য আমাদের জানানো হয়নি।'

'কিন্তু... তোমরা দু'জনে সামলাতে পারবে তো?'

'পারবো মিস।'

ইথেল চলে গেল। নিঃশব্দে চলাফেরা করে মহিলা, অনেকটা অশরীরীর মতো। ভেরা গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়ালো। সবকিছুই বড় অদ্ভুত। অতিথিরা

হাজির অথচ গৃহকর্তা-কর্ত্রীর দেখা নেই। এদিকে পরিচারিকার আতংকিত চেহারা, কথা-বার্তায় কেমন একটা ভয়-ভয় ভাব। আর অতিথিরাও যেন পাঁচমিশেলি জগাখিচুড়ি একটা দল।

চিন্তিত মুখে ঘরের মধ্যে হাঁটতে লাগলো ভেরা। ঘরটা সত্যি চমৎকার, সাজানোর মধ্যেও আধুনিকতার ছোঁয়া আছে। মেঝেতে অফ-হোয়াইট কার্পেট পাতা। চকচকে দেয়াল, মেঝে, এক কোণায় ড্রেসিং টেবিল। তাকের উপর সাদা মার্বেল পাথরের ভাস্কর্য, পাশেই সুন্দর কারুকাজ করা বিশাল ঘড়ি। ফায়ারপ্লেসের ঠিক উপরে দেয়ালে টাঙানো একটা পার্চমেন্ট কাগজ। তাতে দীর্ঘ কবিতার মতো কি যেন লেখা। ভেরা এগিয়ে গেল। আরে! এ যে নার্সারিতে পড়া সেই বিখ্যাত ছড়া– 'হারাধনের দশটি ছেলে' :

হারাধনের দশটি ছেলে বেড়ায় পাড়াময়,
একটি ম'লো বিষম খেয়ে রইলো বাকি নয়।
হারাধনের নয়টি ছেলে গেল নদীর ঘাট,
একটি ভোরে জাগলো না আর রইলো বাকি আট।
হারাধনের আটটি ছেলে দ্বীপে কাটায় রাত,
একটি গেল সাগর পাড়ে রইলো বাকি সাত।
হারাধনের সাতটি ছেলে বোকা তারা নয়,
একটি ম'লো কুঠার-ঘায়ে রইলো বাকি ছয়।
হারাধনের ছয়টি ছেলে দেখে মাছির নাচ,
একটি ম'লো হুলের বিষে রইলো বাকি পাঁচ।
হারাধনের পাঁচটি ছেলে সবাই চায় বিচার,
একটি গেল কোর্ট-কাচারি রইলো বাকি চার।
হারাধনের চারটি ছেলে নাচে তা ধিন ধিন,
একটি ম'লো জলে ডুবে রইলো বাকি তিন।
হারাধনের তিনটি ছেলে ধরে বোয়াল রুই,
একটি ম'লো পাথর চাপায় রইলো বাকি দুই।
হারাধনের দুইটি ছেলে ঝগড়া করে দ্যাখ্,
একটি ম'লো গুলি খেয়ে রইলো বাকি এক।
হারাধনের একটি ছেলে কাঁদে ভেউ ভেউ,
সেই ছেলেটার গলায় দড়ি রইলো না আর কেউ।

হাসলো ভেরা। আবার গিয়ে দাঁড়ালো জানালার সামনে। দূরে শান্ত সমুদ্র। কি শান্ত আজ! অথচ সেদিন? ...কি নিষ্ঠুর এই সমুদ্র– মানুষকে টেনে নিচে নিয়ে যায়। ডুবে যায় মানুষ... ডুবে যায়... ডুবে যায় সিরিল... না, ওসব কথা ভাববে না ভেরা। ওসব অতীত। ভুলে যাওয়া অতীত... বিস্মৃত মৃত অতীত।

৭

সূর্যাস্তের সময় ডক্টর আর্মস্ট্রং এসে পৌছালেন ইন্ডিয়ান দ্বীপে। পথে তিনি স্পীডবোটের চালকের সাথে গল্প করতে করতে এসেছেন। ইন্ডিয়ান দ্বীপের মালিকের বিষয়ে তথ্য জানার ইচ্ছে ছিল তার। কিন্তু চালক লোকটা বেশি কিছু জানে না। অথবা জানলেও বলতে চায় না।

ডাক্তার অবশ্য খুব ক্লান্ত ছিলেন। এতদূর গাড়ি চালিয়ে এসেছেন তিনি। সারাটা পথ তাকে পশ্চিম দিকে আসতে হয়েছে, ফলে সূর্যের আলো সরাসরি তার চোখে পড়েছে প্রায় সারাটা সময়। চোখটা এখন রীতিমতো খচখচ করছে। তার বিশ্রাম দরকার। শান্ত সমুদ্রের ধারে লম্বা টানা বিশ্রাম। কিন্তু লম্বা টানা বিশ্রাম কি তার কপালে আছে? নেই– তাকে ফিরে যেতে হবে তাড়াতাড়ি। নইলে পেশেন্ট ছুটে যাবে। একজন দু'জন করে সবাই চলে যাবে অন্য ডাক্তারের কাছে। যাই হোক... আজকের সন্ধ্যাটাকে অন্তত উপভোগ করা যাক। ভাবা যাক আমি দীর্ঘদিন থাকবো এখানে, এই সমুদ্রের ধারে– নির্জন শান্ত দ্বীপে। আর কখনোই ফিরে যাবো না লন্ডনে– আমার হার্লি স্ট্রীটের ছোট্ট চেম্বারে।

পাথরের ধাপগুলো পার হয়ে সাদা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালো ডাক্তার। বাড়ির বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক। তাকে চেনা চেনা মনে হলো ডাক্তারের। ব্যাঙের মতো থলথলে মুখ লোকটার, কচ্ছপের চামড়ার মতো খসখসে ঘাড়। কুঁজো হয়ে বসে আছে লোকটা। এগিয়ে গেল ডাক্তার। হ্যাঁ, চেনা চেনা মনে হচ্ছে– কোথায় যেন দেখেছে... কুঁতকুঁতে ক্রুর একজোড়া চোখ... কোথায় যেন? ও হ্যাঁ, বুড়ো ওয়ারগ্রেভ। বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ। ডাক্তার একবার এই বিচারকের আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছিল। বুড়োকে দেখে অনেক সময় বোঝাই যায় না জেগে আছে না ঘুমিয়ে আছে লোকটা। আসলে ঘাপটি মেরে নিমিলিত চোখে সবকিছু দেখে আর শোনে লোকটা। ঘুঘু আদমি। আইনও জানে– তুখোড় আইনজ্ঞ। তবে– এত বেশি ফাঁসির আদেশ দিয়েছে যে লোকে বলে 'ফাঁসুড়ে জাজ'।

এখানে কি করছে এই লোক?

৮

বিচারপতিও ভাবছেন– আর্মস্ট্রং...? সে এখানে কেন? সাক্ষির কাঠগড়ায় একবার দেখেছিলাম তাকে। বহুদিন আগে। খুব সাবধানি লোক– ঘোড়েল আদমি। ডাক্তাররা অবশ্য সবাই ঘোড়েল। ঘোড়েল আবার বোকাও। হার্লি স্ট্রীটের ডাক্তাররা হচ্ছে বোকাদের শিরোমনি। কিছুদিন আগে এদের একজনের সঙ্গে তার বেশ ভালোরকম তিক্ততা হয়েছে।

বিচারপতি জোরে জোরে বললেন, 'হলরুমে ড্রিংক্সের ব্যবস্থা আছে।'

'আগে গৃহকর্তার সঙ্গে দেখা করে আসি'। ডাক্তার বললো।

চোখ বুঁজে বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ বললেন, 'সেটা সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'গৃহকর্তা গৃহকর্ত্রী কেউই এখানে নেই। বিচিত্র ব্যাপার।' ডাক্তার আর্মস্ট্রং অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। তার মনে হলো বুড়ো বোধহয় আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। 'কনস্ট্যান্স কালমিংটনকে চেনো?' হঠাৎ প্রশ্ন করলেন বিচারপতি।

'এই নামে কাউকে তো ঠিক... মনে পড়ছে না।'

'আচ্ছা, বাদ দাও। খুব অদ্ভুত মহিলা। হাতের লেখা পড়াই যায় না। ভাবছিলাম– ভুল জায়গায় চলে এলাম কিনা।'

ডাক্তার বাড়ির ভিতরে চলে গেল। বিচারপতি সেই মহিলার কথা ভাবতে লাগলেন যার হাতের লেখা পড়াই যায় না। আসলে সব মহিলাই ওরকম– ঐ হাতের লেখার মতো। তাদের পড়াও যায় না, বোঝাও যায় না... ভারি রহস্যময়। এই বাড়িতে এখন দু'জন মহিলা... না, দু'জন নয় তিনজন... অবশ্য ভূতের মতো সাদা ইথেলকে যদি মহিলা ধরা হয়।

পরিচারক টমাসকে দেখা গেল। বিচারপতি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওহে! মিসেস কন্সট্যান্স কালমিংটন কখন আসবেন বলতে পার?'

'না স্যার। আমার জানা নেই।'

জানা নেই? আজব জায়গা এই ইন্ডিয়ান দ্বীপ... নির্ঘাৎ কোনো ঘাপলা আছে এখানে...। আপনমনে মাথা নেড়ে বিড়বিড় করতে লাগলেন বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ।

৯

টনি মার্সটন আয়েশ ক'রে শুয়ে আছে বাথটাবে। গাড়ি চালাতে চালাতে তার হাত-পা ব্যথা হয়ে গেছে। এখন ঈষদুষ্ণ পানিতে হাত-পা ছড়িয়ে আরাম ক'রে চোখ বুঁজে শুয়ে আছে টনি। কোনোকিছু ভাবছে না সে। ভাবনা-চিন্তা তার ভালো লাগে না। খাও দাও ফূর্তি করো– এই হলো তার ফিলসফি। এত ভাবাভাবির কি আছে?

ঈষদুষ্ণ পানি – ক্লান্ত শরীর – আহ্ কি আরাম! অবশ্য শেভটা করতে হবে, ভাবলো টনি। তারপর ককটেল – ডিনার – তারপর? সে দেখা যাবে...।

১০

মিস্টার ব্লোর টাই বাঁধছেন। টাই বাঁধাটা তার কাছে বেশ ঝামেলার কাজ। তাকে কি ঠিকঠাক দেখাচ্ছে? কে জানে। তার সঙ্গে তো কেউ ভালোভাবে কথাই বললো না। ব্যাপারটা কি? ...সবাই কেমন সন্দিগ্ধ চোখে তাকাচ্ছিল আমার দিকে। গোপন কথা জেনে ফেললো নাকি? না... তা কি ক'রে হয়?

ঠিকঠাক মতো কাজ চালিয়ে যেতে হবে। দেয়ালের গায়ে ছড়াটার দিকে তাকালো সে। হারাধনের দশটি ছেলে। ঘর সাজাবার জন্য চমৎকার জিনিস... হা – হা – হা...

ছেলেবেলায় এই দ্বীপে এসেছি। তখন কি জানতাম অনেকদিন পরে আবার এরকম একটা কাজ নিয়ে এখানে আসতে হবে? সত্যি, জীবন বড় বিচিত্র...

১১

গম্ভীর মুখে বসে আছেন জেনারেল ম্যাকআর্থার। এখানে তার এক মুহূর্তও ভালো লাগছে না। যে কোনো একটা অজুহাত দেখিয়ে ফিরে যেতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু... স্পীডবোট তো চলে গেছে। এখন ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।

লমবার্ডকে তার মোটেও ভালো ঠেকছে না। কেমন যেন অন্যরকম... কিছু একটা ঘাপলা আছে ওর মধ্যে।

১২

ডিনারের ঘন্টা বাজছে। ফিলিপ লমবার্ড ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। নিঃশব্দে চলে লোকটা। শিকারী চিতার মতো– নিঃশব্দে এবং ক্ষিপ্র গতিতে।

আপন মনে হাসছে সে। দু'টো সপ্তাহ– অ্যাঁ? মাত্র দু'টো সপ্তাহ? এই দু'টো সপ্তাহ এখানে থাকাটা সে প্রাণ ভরে উপভোগ করবে– প্রাণ ভরে...

১৩

ডিনারের জন্য কালো সিল্কের পোশাক পরেছেন মিস এমিলি ব্রেন্ট। তার হাতে একটা বাইবেল। বাইবেল পড়ছেন তিনি। তাঁর ঠোঁট নড়ছে :

"বিধর্মীরা তাদের নিজ হাতে তৈরি গর্তে পড়ে গেল। নিজের ফাঁদে নিজেরাই পড়লো তারা। ঈশ্বরের সূক্ষ্ম সুবিচার। নিজেদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করলো তারা। এভাবেই সাজা হবে দুষ্ট লোকদের। নরকের আগুনে পুড়বে তারা...।"

বাইবেল বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন মিস ব্রেন্ট। ডিনারের সময় হয়ে গেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

ডিনার প্রায় শেষ। খাদ্য পানীয় সবই ছিল অঢেল এবং উপাদেয়। চমৎকার ওয়াইন সার্ভ করেছে টমাস।

ভালো ভালো খাবার এবং পানীয় গ্রহণ ক'রে অতিথিদের মন-মেজাজও বেশ ভালো হয়ে গেছে। উৎফুল্লভাবে তারা একে অন্যের সঙ্গে আলাপ করছেন। সবাই বেশ হালকা মেজাজে আছেন। বিচারপতি কথা বলছেন। ডক্টর আর্মস্ট্রং আর টনি মার্সটন শুনছে। ওদিকে জেনারেল ম্যাকআর্থারের সঙ্গে আলাপ করছেন মিস ব্রেন্ট। তাদের দু'জনের কিছু কমন ফ্রেন্ড বের হয়েছে। ভেরা মিস্টার ব্লোরের কাছে জানতে চাচ্ছে সাউথ আফ্রিকা সম্পর্কে। ব্লোর হাত-পা নেড়ে কথা বলছেন। ক্যাপ্টেন ফিলিপ লমবার্ড চুপচাপ শুনছে। ব্লোরের কোনো কোনো কথা শুনে ক্যাপ্টেনের ভুরু হঠাৎ হঠাৎ কুঁচকে উঠছে। সরু চোখে সে তাকাচ্ছে ব্লোরের দিকে। একটু পরপর তার চোখ ঘুরে আসছে সারা ঘরটায়।

হঠাৎ টনি মার্সটন বলে উঠলো, 'এটা কি– পুতুল না?' একপাশের একটা তাকে বেশ বড়সড় রঙিন একটা পুতুল সাজানো আছে। কাঠের পুতুল। চমৎকার কারুকাজ করা।

ভেরা পুতুলটা হাতে নিয়ে বললো, 'এটা রাশান পুতুল। এর নাম মাতুশকা।' পুতুলের দু'দিক ধরে টান দিল ভেরা। খুলে গেল পুতুলটা। দেখা গেল বড় পুতুলের পেটের ভেতর হুবহু একইরকম কিন্তু আকারে ছোট আরেকটা পুতুল। এক পুতুলের ভেতরে আরেক পুতুল, এভাবে খুলতে খুলতে অনেকগুলো পুতুল বেরিয়ে এলো। ভেরা ওগুলোকে সাইজ অনুযায়ী পাশাপাশি সাজিয়ে রাখলো, বড় থেকে ছোট। বাঁদিকের পুতুলটা সবচেয়ে বড়, তার পাশেরটা একটু ছোট... এভাবে সবচেয়ে ডানদিকেরটা সবচেয়ে ছোট– এইটুকুন। গুনে দেখা গেল দশটা পুতুল।

ভেরা অবাক হয়ে বললো, 'এখানে দশটা পুতুল। আর ওদিকে আমার ঘরের দেয়ালে টাঙানো ছড়া– হারাধনের দশটি ছেলে। অদ্ভুত তো!'

লমবার্ড বললো, 'আমার ঘরেও টাঙানো আছে ছড়াটা।'

'আমারও!'

'আমারও!'

দেখা গেল সব ঘরেই ছড়া টাঙানো আছে। সবাই খুব অবাক হলো। সবাই বললো সত্যিই অদ্ভুত!

রেড ওয়াইনের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বিচারপতি বললেন, 'ছেলেমানুষি।'

বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালো ভেরা আর মিস ব্রেন্ট। নিচে অথৈ সাগর। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। মিস ব্রেন্ট বললেন, 'ঢেউ ভাঙার শব্দটা ভারি চমৎকার।'

ভেরা বললো, 'আমার শুনতে জঘন্য লাগে।'

মিস ব্রেন্ট অবাক হয়ে ভেরার মুখের দিকে তাকালেন। লজ্জা পেল ভেরা। সামলে নিয়ে বললো, 'মানে বলছিলাম... ঝড়ের সময় এই শব্দই ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে।'

'তা ঠিক।' সায় দিলেন এমিলি ব্রেন্ট, 'তবে ঝড়ের সময় এখানে হয়তো কেউ থাকেও না। চাকররাও থাকতে চাইবে না, ভয়ে।' তারপর যোগ করলেন, 'মিসেস অলিভারের লোক দু'জন কিন্তু বেশ ভালো। কাজে-কর্মে চটপটে।'

ভেরা ভাবলো বুড়ো-বুড়িরা নাম-টাম সব গুলিয়ে ফেলে। শুধরে দিয়ে সে বললো, 'হ্যাঁ, মিস ওয়েনের লোক দু'জন বেশ ভালো।'

কথার ফাঁকে ফাঁকে উল বুনছিলেন মিস ব্রেন্ট। তাঁর কাঁটাজোড়া হঠাৎ থেমে গেল। 'কি নাম বললে? মিস ওয়েন?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু–' তীক্ষ্ণ গলায় বললেন মিস ব্রেন্ট, 'এ নামে তো আমি কাউকে চিনি না?'

'তা কি করে হয়–' ভেরা শুরু করেছিল। এমন সময় কফি খাওয়ার ডাক পড়লো। টমাস ট্রে-তে করে কফি নিয়ে এসেছে। ভেরা আর মিস ব্রেন্ট ঘরের ভেতর ঢুকলেন। টমাস ট্রে এগিয়ে দিল।

সবার হাতে কফির কাপ। চমৎকার ডিনারের পর চমৎকার ব্ল্যাক কফি। ঘরের ভিতর ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে অথবা দাঁড়িয়ে আছে সবাই। রিল্যাক্সড মুডে। সবাই তৃপ্ত। ঘড়িতে নয়টা বিশ বাজে। এমন সময় সকলকে চমকে দিয়ে তীক্ষ্ণ ধাতব একটা শব্দ হলো :

"লেডিস এন্ড জেন্টেলমেন! সাইলেন্স প্লীজ!"

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। দেয়ালের দিকে তাকালো। কোথা থেকে আসছে শব্দটা? বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে কথাগুলো।

আপনাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ :

এডওয়ার্ড আর্মস্ট্রং– ১৪ মার্চ ১৯২৫ তারিখে তুমি লুইসা ক্লিস নামে এক মহিলাকে হত্যা করেছ।

এমিলি ব্রেন্ট– ৫ নভেম্বর ১৯৩১ তারিখে তোমার কারণে মারা গেছে বিয়াত্রিসে টেইলর।

উইলিয়াম ব্লোর– তুমি হত্যা করেছ জেমস ল্যান্ডরকে। ১০ অক্টোবর ১৯২৮ তারিখে।

ভেরা ক্লেথর্ন– তোমার কারণে ১১ অগাস্ট ১৯৩৫ সালে মারা গেছে সেরিল হ্যামিলটন।

ফিলিপ লমবার্ড– তোমার কারণে ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারীর কোনো একদিন একুশজন লোক মারা গেছে। তারা ছিল পূর্ব আফ্রিকার একটি গোত্রের লোক।

জন ম্যাকআর্থার– ১৯১৭ সালের ৪ জানুয়ারি তারিখে তুমি তোমার স্ত্রীর প্রেমিক আর্থার রিচমন্ডকে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়েছিলে। সে আর ফিরে আসেনি।

টনি মার্সটন– গত বছরের ১৪ নভেম্বর তুমি জন ও লুসি কোম্বস ভাই-বোনকে হত্যা করেছ।

টমাস রজার্স ও ইথেল রজার্স– তোমাদের কারণে ৬ মে ১৯২৯ সালে মৃত্যু হয় জেনিফার ব্র্যাডীর।

লরেন্স ওয়ারমোন্ড– ১০ জুন ১৯৩০ সালে তুমি জেনেশুনে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়েছ এডওয়ার্ড সেটনকে।

বন্দীগণ আত্মপক্ষ সমর্থনে তোমাদের কিছু বলার আছে?

২

তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দটা থেমে গেল। সবাই চুপ, যেন পাথরের মতো জমে গেছে। তারপর ঝনঝন ক'রে কিছু ভেঙে পড়ার শব্দ। টমাসের হাত থেকে কফি ট্রে পড়ে গেছে। প্রায় সাথে সাথেই বাইরে তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার শোনা গেল। কে যেন পড়ে গেল ধপ ক'রে।

লমবার্ড প্রথমে ছুটে গেল। এক ঝটকায় সে দরজাটা খুলতেই দেখা গেল দরজার বাইরে মাটিতে পড়ে আছে ইথেল রজার্স। লমবার্ড ডাকলো, 'মার্সটন!'

টনি মার্সটন লাফিয়ে উঠলো। দু'জনে ধরাধরি ক'রে ইথেলকে ভিতরে এনে শুইয়ে দিল সোফার উপরে। ডক্টর আর্মস্ট্রং ঝুঁকে পরীক্ষা করলেন তাকে। একটু পরে সবাইকে আশ্বস্ত করলেন তিনি, 'তেমন কিছু না। অজ্ঞান হয়ে গেছে। এখনি জ্ঞান ফিরবে।'

লমবার্ড টমাসকে বললো, 'একটু হুইস্কি নিয়ে এসো।'

টমাসের মুখ সাদা, হাত-পা কাঁপছে। 'জ্বি স্যার।' বলে সে দ্রুত চলে গেল।

ভেরা চিৎকার ক'রে বললো, 'ঐ কথাগুলো কে বলেছিল? লোকটা কোথায়?'

জেনারেল ম্যাকআর্থারের হাত একটু একটু কাঁপছে। কাঁধটা তার ঝুলে গেছে। বয়সটা তার হঠাৎ করেই যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। ফ্যাসফ্যাসে গলায় তিনি বললেন, 'এসব কি হচ্ছে এখানে? এটা কেমন ধরণের জোক?'

রুমাল দিয়ে মুখ মুছছে ব্লোর। শুধু বিচারপতি আর এমিলি ব্রেন্ট কিছুটা শান্ত আছে। বরাবরের মতো মেরুদণ্ড টানটান ক'রে বসে আছেন মিস ব্রেন্ট।

বিচারপতি কুঁজো হয়ে বসে চিন্তিত মুখে কান চুলকোচ্ছেন। তার চোখদু'টো সতর্কভাবে ঘুরছে চারপাশে।

ক্যাপ্টেন লমবার্ড কথা বলে উঠলো, 'শব্দটা... মনে হচ্ছিলো যেন ঘরের মধ্যেই কেউ কথা বলছে।'

ভেরা চিৎকার করলো, 'কিন্তু কে? আমরা তো কেউ কথা বলিনি।'

বিচারপতির মতো লমবার্ডের চোখও চারদিকে ঘুরছে। উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছে সে। মুহূর্তের জন্য খোলা জানালার উপর স্থির হলো তার চোখ। পরমুহূর্তেই আপনমনে মাথা নাড়লো লমবার্ড– না। হঠাৎ করেই তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। ফায়ারপ্লেসের কাছের বন্ধ দরজাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সে। হ্যান্ডেল ধরে ঝটকা টানে বন্ধ দরজাটা খুলে ফেললো। পাশের ঘরে ঢুকে চিৎকার করে উঠলো, 'পাওয়া গেছে। এই যে।'

সবাই ছুটে এলো পাশের ঘরে। শুধু মিস ব্রেন্ট আগের মতোই মেরুদণ্ড টানটান করে বসে থাকলেন চেয়ারে।

পাশের ঘরে দেয়ালের কাছে একটা টেবিল দেখা গেল। টেবিলের উপর পুরোনো আমলের একখানা গ্রামোফোন। ওটার মুখ মাইকের মতো। মুখটা দেয়ালের গায়ে লাগানো। লমবার্ড মুখটা সরিয়ে দিলো, দেখা গেল দেয়ালের গায়ে ছোট ছোট দু'তিনটা ফুটো। আবার সে মুখটা যথাস্থানে বসিয়ে গ্রামোফোনের বোতাম টিপে দিল। বেজে উঠলো ধাতব কণ্ঠস্বর :

'*আপনাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ–*'

'বন্ধ করো! বন্ধ করো!!' ভেরা চিৎকার দিতেই লমবার্ড সুইচ অফ করে দিল।

ডক্টর আর্মস্ট্রং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'বড় ভয়ংকর একটা জোক।'

বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ বললেন, 'তুমি এটাকে জোক বলছো, ডাক্তার?'

'তাছাড়া আর কি হতে পারে?' ডাক্তার যেন অবাক হলো।

'আমি অতটা নিশ্চিত নই।'

টনি মার্সটন হঠাৎ বলে উঠলো, 'একটা জিনিস কিন্তু আমরা ভুলে যাচ্ছি। গ্রামোফোনের সুইচ কে অন করলো?'

বিচারপতি সায় দিলেন, 'হ্যাঁ, এই বিষয়টা এখন তদন্ত করতে হবে।' তার পিছে পিছে সবাই আবার হলরুমে ফিরে এলো।

টমাস ব্র্যান্ডির গ্লাস নিয়ে এসেছে। মিস ব্রেন্ট ইথেলের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। টমাস বললো, 'এক্সকিউজ মি ম্যাডাম। আমি বরং ওর সাথে কথা বলি। ইথেল... ইথেল... শুনতে পাচ্ছো? এখন কেমন বোধ করছো?'

ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে ইথেল। ওর চোখ দুটো ভয়ার্ত ভাবে ঘুরে ঘুরে সবাইকে দেখছে। টমাস উদ্বিগ্নভাবে আবার বললো, 'এখন কেমন লাগছে?'

ডক্টর আর্মস্ট্রং নরম গলায় ইথেলকে বললেন, 'মিসেস রজার্স, আপনার কিছুই হয়নি। আপনি ভালো হয়ে যাবেন।'

'আমি কি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম?' ইথেল প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ।'

'কি ভয়ংকর গলা, উহ্! কি নিষ্ঠুর কণ্ঠস্বর! মনে হচ্ছিল যেন রোজ কেয়ামতের দিন এসে গেছে। উহ্!!' কথা বলতে বলতে ইথেলের মুখ ভয়ে নিল হয়ে গেল।

'ব্র্যান্ডি! ব্র্যান্ডি!! ব্র্যান্ডিটা কোথায়?' ডাক্তার চেঁচিয়ে উঠলেন।

টমাস ব্র্যান্ডির গ্লাসটা টেবিলের উপর রেখেছিল। কেউ একজন সেটা ডাক্তারকে দিল। ডাক্তার ইথেলের মুখের কাছে গ্লাসটা ধরলেন। 'এটা খেয়ে নিন মিস রজার্স।'

ছোট ছোট ঢোঁকে ইথেল ব্র্যান্ডিটুকু খেল। অ্যালকহলের গুণে ওর গালে একটু রঙ ফিরে এলো। 'এখন ভালো লাগছে,' ইথেল বললো। 'বেজায় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

'ভয় পাওয়ারই কথা।' সায় দিয়ে বললো টমাস, 'আমিও ভয় পেয়েছি। আমার হাত থেকে ট্রে-টাই পড়ে গেল। কি সব মিথ্যে কথা! কে ওগুলো বললো কে জানে...।'

তার কথার মাঝখানে ছোট্ট কাশির মতো শব্দ করলেন বিচারপতি। থেমে গেল টমাস। বিচারপতির দিকে তাকালো সে। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'রেকর্ডটা কে বাজিয়েছে টমাস, তুমি?'

টমাস বললো, 'আমি জানতাম না রেকর্ডে এসব আছে। বিশ্বাস করেন আমি জানতাম না। জানলে বাজাতাম না।'

'বেশ। বিশ্বাস করলাম।' বিচারপতি শুকনো ভাবে বললেন, 'এবার খুলে বলো। পুরো ঘটনা।'

রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিল টমাস। তারপর বললো, 'আমাকে বাজাতে বলা হয়েছে, স্যার।'

'কে বলেছে?'

'মিস্টার ওয়েন।'

'ঠিক কি নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি?'

'নির্দেশ দিয়েছিলেন– ড্রয়ারে একটা রেকর্ড আছে। আমি যখন কফি সার্ভ করবো ঠিক সেই সময় ইথেল গ্রামোফোনটা অন করে দেবে।'

'অদ্ভুত গল্প! ভারি অদ্ভুত!' বিচারপতি আপনমনে বললেন।

'সত্যি বলছি স্যার, ঈশ্বরের কিরে। আমি জানতাম না রেকর্ডে কি আছে। একটা গানের নামও লেখা আছে রেকর্ডটার উপরে।'

'তাই নাকি? রেকর্ডের গায়ে গানের নাম লেখা আছে নাকি?' লমবার্ডকে প্রশ্নটা করলেন বিচারপতি।

ক্যাপ্টেন লমবার্ড মাথা নাড়লো। 'আছে।' হঠাৎ দাঁত বের করে হাসলো সে. 'গানের নামটা ভারি সুন্দর– সুরের জলসায়।'

৩

জেনারেল ম্যাকআর্থার হঠাৎ বলে উঠলেন, 'তাজ্জব ব্যাপার, সত্যি তাজ্জব! কি সব জঘন্য অভিযোগ! একটা কিছু করা দরকার। এই ওয়েন লোকটাকে–'

মিস ব্রেন্ট বাধা দিলেন, 'এই লোকটা আসলে কে? আমাদের জানা দরকার।'

আদালতে যেভাবে কথা বলেন, ঠিক সেইরকম গাম্ভীর্যের সাথে বিচারপতি বললেন, 'সেটাই এখন আমাদের প্রধান কর্তব্য। টমাস তুমি তোমার স্ত্রীকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি আসবে।'

'জ্বি, স্যার।'

ডাক্তার আর্মস্ট্রং বললেন, 'দাঁড়াও টমাস। আমি তোমাকে সাহায্য করি।'

ডাক্তার আর টমাস দু'জনে মিলে ধরাধরি করে সাবধানে ইথেলকে নিয়ে গেল। ওরা চলে গেলে টনি মার্সটন বলে উঠলো, 'ইস্! পানি-টানি কিছু একটা খেতে হবে। গলা শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে।'

লমবার্ড বললো, 'আমারও।'

'দাঁড়াও নিয়ে আসি।'

একটু পরে ট্রে-তে ক'রে ড্রিংক নিয়ে ফিরলো টনি। জেনারেল আর বিচারপতি দু'জনেই বড় এক পেগ হুইস্কি নিলেন। সবাই কিছু না কিছু নিল। এমিলি ব্রেন্ট গ্লাসে পানি ঢেলে নিলেন।

একটু পরে ডাক্তার ফিরে এলো। 'মিসেস রজার্স এখন ভালোই আছে,' বললো ডাক্তার। 'ঘুমের ওষুধ দিয়েছি। ঘুমাক। ওখানে কি, ড্রিংকস নাকি? আমার একটা কিছু দরকার।' ডাক্তারের সাথে সাথে অনেকেই তাদের গ্লাস আবার ভরে নিল। টমাস ঢুকলো ঘরে। বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ নতুন ক'রে কথা শুরু করলেন। মুহূর্তেই ঘরটা যেন একটা বিচার-কক্ষে পরিণত হলো। 'তাহলে টমাস,' বললেন তিনি, 'শুরু করা যাক। এই মিস্টার ওয়েন ভদ্রলোকটি কে?'

'এই বাড়ির মালিক স্যার।'

'এটা আমরা সবাই জানি। এখন বলো, তুমি তার সম্পর্কে কি জান?'

'কিছুই জানি না, স্যার। তাকে আমি এখনো দেখিইনি।'

সবাই একটু নড়ে-চড়ে বসলো। জেনারেল ম্যাকআর্থার অবাক হয়ে বললেন, 'দেখনি? এটা আবার কেমন কথা?'

'আমি আর আমার স্ত্রী দিন দু'য়েক হলো এখানে এসেছি। আমাদের চিঠি দিয়ে নিয়োগ করা হয়েছে। একটা জব এজেন্সির মাধ্যমে। প্লাইমাউথের রেজিনা এজেন্সি।'

'বেশ নাম করা এজেন্সি ওটা।' ব্লোর বললো।

'নিয়োগপত্রটা কি দেখাতে পারো?' বিচারপতি প্রশ্ন করলেন।

'না স্যার। ওটাতো সঙ্গে আনিনি।'

'ঠিক আছে, বলে যাও। নিয়োগপত্র পেলে। তারপর?'

'তারপর আর কি স্যার। চিঠি পেলাম– অতিথিরা আসছেন। ঘর-টর রেডি করতে হবে। গতকাল দুপুরের ডাকে আরেকটা চিঠি পেলাম মিস্টার ওয়েনের কাছ থেকে। তাঁর আসতে দেরি হবে। জরুরি কাজে আটকে গেছেন। আমরা যেন অতিথিদের ভালোমতো দেখাশোনা করি। ঐ চিঠিতেই ডিনার, কফি এবং গ্রামোফোন বাজানোর নির্দেশ ছিল।'

'চিঠিটা আছে তোমার কাছে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন বিচারপতি।

'আছে স্যার। এই যে।' পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে এগিয়ে দিল টমাস।

বিচারপতি ওটা নিলেন। একনজর দেখে বললেন, 'হুম! রিজ হোটেল থেকে লিখেছে। টাইপরাইটারে টাইপ করা।'

ব্লোর এগিয়ে এলো। 'দেখি একটু।' বিচারপতির হাত থেকে ছোঁ মেরে সে নিয়ে নিল চিঠিটা। ভালোভাবে দেখে বললো, 'করোনেশন টাইপরাইটারে টাইপ করা। মেশিনটা নতুন বোঝা যাচ্ছে। তাই লেখা ঝকঝকে। কাগজ দেখে অবশ্য কিছুই বোঝার উপায় নেই। সাধারণ এ-ফোর কাগজ। সবাই এই কাগজ ব্যবহার করে। তবে হয়তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যেতেও পারে।'

ওয়ারগ্রেভ ঝট ক'রে তাকালেন ব্লোরের দিকে। টনি মার্সটন দাঁড়িয়ে ছিল ব্লোরের পাশে। তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে চিঠিটা পড়ছিল। এবার বললো, 'নামও একখান। ইউলিক নরম্যান ওয়েন– ইউ.এন.ওয়েন। বাপরে বাপ– দাঁত ভাঙা নাম।'

'নাম?' চিন্তিতমুখে বিড়বিড় করলেন বিচারপতি, 'ধন্যবাদ মার্সটন। তোমার কথা শুনে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে...। তবে তার আগে আমরা কে কিভাবে এখানে এলাম, কার আমন্ত্রণে– এসব আলোচনা করা দরকার। তাহলে হয়তো লোকটার বিষয়ে কিছু তথ্য জানা যেতেও পারে।'

এমিলি ব্রেন্ট শুরু করলেন, 'আমি একটা চিঠি পেয়েছি, তাতে প্রেরকের নামটা ছিল খুব অস্পষ্ট। দু'তিন বছর আগে একটা সামার রিসোর্টে কয়েকজন মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তাদের একজন ছিলেন মিসেস অলিভার। অন্যজন মিস ওগডেন। চিঠি পড়ে আমার মনে হলো ওগডেন অথবা অলিভার দু'জনের একজন চিঠিটা লিখেছে। এখানে এসে শুনছি আমাদের হোস্টের নাম ওয়েন। ওয়েন নামে কাউকে আমি চিনি না।'

'চিঠিটা কি আপনার কাছে আছে, মিস ব্রেন্ট?'

'আছে। নিয়ে আসছি।'

মিস ব্রেন্ট ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং মিনিট দুয়েক পরেই আবার ফিরে এলেন। বিচারপতি চিঠিটা পড়ে বললেন, 'হুম! এখানেও ইউ.এন.– আশ্চর্য। ...মিস ক্লেথর্ন?'

ভেরা তার চিঠির কথা জানালো। বললো তাকে সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। চিঠিতে প্রেরকের নাম লেখা আছে– উনা ন্যান্সি ওয়েন।'

'তার মানে আবার ইউএন ওয়েন?' নামটা উচ্চারণ ক'রে মৃদু হাসলেন বিচারপতি। তারপর টনির দিকে তাকালেন, 'মার্সটন?'

টনি বললো, 'টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল। আমার এক বন্ধু– ব্যাজার বার্কলে। টেলিগ্রাম পেয়ে একটু অবাক হয়েছিলাম অবশ্য। কারণ আমি জানতাম ব্যাজার নরওয়েতে আছে। যাই হোক– সে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে এখানে।'

ডাক্তারের দিকে তাকালেন বিচারপতি। 'ডক্টর আর্মস্ট্রং?'

'আমাকে কল দিয়ে ডেকে আনা হয়েছে।'

'তার মানে ওয়েনদের সঙ্গে আপনার আগে পরিচয় ছিল না?'

'না। আমার একজন কলিগের রেফারেন্স দিয়ে যোগাযোগ করেছে।'

'যাতে আপনার মনে কোনো সন্দেহ না হয়।' বললেন পবিচারপতি, 'আর আমার ধারণা– সেই বন্ধুর সঙ্গে আপনার দীর্ঘদিন যোগাযোগ নেই। ঠিক?'

'তা...হ্যাঁ, ঠিক। বেশ কিছুদিন যোগাযোগ নেই।'

এতক্ষণ মিস্টার ব্লোরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল ক্যাপ্টেন লমবার্ড। অনেকক্ষণ ধরেই সে কিছু একটা বলি বলি করছিল। এবার হঠাৎ বলে উঠলো, 'একটা কথা–'

বিচারপতি বাধা দিলেন, 'এক মিনিট–'

'কিন্তু–'

'এক এক ক'রে মিস্টার লমবার্ড,' বললেন বিচারপতি। 'এক এক ক'রে সবকিছু আলোচনা করবো আমরা। এই মুহূর্তে আলোচনা হচ্ছে আমরা কে কিভাবে এখানে এলাম। জেনারেল ম্যাকআর্থার?'

গোঁফে তা দিয়ে জেনারেল বললেন, 'এই ওয়েন লোকটার কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। লিখেছে আমার পুরোনো বন্ধুদের অনেকেই এখানে আসছে। আমাকেও আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। চিঠিটা বোধহয় সঙ্গে আনিনি।'

ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালেন ওয়ারগ্রেভ। 'মিস্টার লমবার্ড?'

লমবার্ড চিন্তিত মুখে ভাবছিল কথাটা কি এখনি বলবো, না পরে বলবো? আচ্ছা থাক, পরেই বলা যাবে। মনস্থির ক'রে সে বললো, 'আমার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা– আমন্ত্রণ পত্র, কমন বন্ধুদের উল্লেখ– এইসব। চিঠিটা সঙ্গে নাই।'

বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ এবার ব্লোরের দিকে তাকালেন। 'মিস্টার ডেভিস,' বললেন তিনি। 'একটু আগে ভয়ানক একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে আমাদের। ভৌতিক একটা কণ্ঠ আমাদের সবার নাম ধ'রে একে একে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ভয়ংকর কতকগুলো অভিযোগ করেছে। অভিযুক্তদের লিস্টে আপনার নাম নেই। কিন্তু উইলিয়াম ব্লোর নামে একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে। অথচ আমরা জানি ব্লোর নামে এখানে কেউ নেই। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য– মিস্টার ডেভিস?'

ব্লোর আত্মসমর্পণ করার ভঙ্গিতে বললো, 'থলের বেড়াল শেষ পর্যন্ত বেরিয়েই পড়লো। আমার নাম আসলে ডেভিস নয়।'

'আপনার নাম তাহলে উইলিয়াম ব্লোর?'

'হ্যাঁ–'

'আমি একটু যোগ করি,' বলে উঠলো লমবার্ড। 'আপনি শুধু ছদ্মনামই ব্যবহার করেননি মিস্টার ব্লোর, আপনি একজন প্রথম শ্রেণীর মিথ্যেবাদীও। আজকে সন্ধ্যায় আপনি ভেরাকে বলছিলেন আপনার বাড়ি সাউথ আফ্রিকার নাটালে। আমি নিজে নাটালে বহুদিন কাটিয়েছি। ভেরার প্রশ্নের উত্তরে আপনি যা বলছিলেন তা শুনেই আমার সন্দেহ হয়। আমি বাজি ধ'রে বলতে পারি নাটাল তো দূরের কথা আপনি সাউথ আফ্রিকাতেও কখনো যাননি।'

ক্রুদ্ধ সন্দিগ্ধ চোখে সবাই তাকালো ব্লোরের দিকে। টনি মার্সটনের হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হলো। ব্লোরের দিকে দু'পা এগিয়ে গিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই শয়তান? এখন কি বলবি?'

'থামুন! আগে আমার কথা শুনুন!' হঠাৎ মাথা তুলে বললো ব্লোর, 'আমি একজন এক্স সি.আই.ডি অফিসার। আই.ডি কার্ড আমার সঙ্গে আছে, দেখতে চাইলে দেখাতে পারি। অবসর নিয়ে আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাজ করছি। আমাকে এখানে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।'

'কে নিয়োগ দিয়েছে?' জানতে চাইলেন বিচারপতি।

'ওয়েন নামের লোকটা। আমার ফী সে অ্যাডভান্স পাঠিয়ে দিয়েছে। তার নির্দেশ অনুযায়ী আমি এখানে অতিথি হিসেবে ছদ্মনামে যোগ দিয়েছি। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমি যেন আপনাদের সবার উপর নজর রাখি।'

'নজর রাখার কারণ?'

'কারণ মিসেস ওয়েনের নাকি প্রচুর দামি দামি গহনার সেট আছে। কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে ওয়েন নামেই হয়তো কেউ নেই।'

'হ্যাঁ এরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক,' মন্তব্য করলেন ওয়ারগ্রেভ। 'মিসেস ব্লেন্টের চিঠির ইউ.এন, টমাসের চিঠির ইউলিক নরম্যান ওয়েন এবং মিস ব্লেথর্নের নিয়োগদাতা উনা ন্যান্সি ওয়েন। নামগুলো যদি আমরা এক করি তাহলে পাই– ইউ.এন.ওয়েন। এখন একটু কল্পনার আশ্রয় নেওয়া যাক। ধরুণ ডটগুলো তুলে দেওয়া হলো এবং ওয়েন নামটার সামান্য একটু অদল-বদল করা হলো। তাহলে আমরা পাচ্ছি– "আননোন" অর্থাৎ অজ্ঞাতনামা। এই অজ্ঞাতনামা ব্যাক্তিটিই আমাদের সবাইকে এখানে ডেকে এনেছে।'

ভেরা চেঁচিয়ে উঠলো, 'এ তো পাগলামি! স্রেফ উন্মাদের কাণ্ড!'

'আমারও তাই ধারণা।' সায় দিলেন ওয়ারগ্রেভ, 'খুব সম্ভব একজন বদ্ধ উন্মাদের পাল্লায় পড়েছি আমরা।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

বিচারপতির কথা শুনে মুহূর্তের জন্য সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। আগের কথার সূত্র ধরে তিনি বললেন, 'এবারে আমরা বিষয়টির দ্বিতীয় পর্যায়ে যাবো। কিন্তু তার আগে আমাকে যে চিঠিটি পাঠানো হয়েছে তার বিষয়ে দুটো কথা বলা দরকার।'

পকেট থেকে একটা চিঠি বের ক'রে তিনি টেবিলের উপরে রাখলেন। 'এটা আমার বন্ধু লেডি কন্সট্যান্স কালমিংটনের নামে লেখা হয়েছে। তাঁর সাথে আমার বেশ কয়েক বছর ধরে দেখা-সাক্ষাৎ নেই। তিনি পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছেন। চিঠিটা তাঁর মতো ক'রে অনেকটা তাঁর ভাষাতেই লেখা হয়েছে। এই একই টেকনিক লোকটা ব্যবহার করেছে সবার ক্ষেত্রে। যাতে আমাদের কারও মনে কোনো সন্দেহ দেখা না দেয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে এই লোকটা যে-ই হোক আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। সে জানে যে লেডি কন্সট্যান্সের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে। কন্সট্যান্সের চিঠি লেখার স্টাইল পর্যন্ত তার জানা। ডক্টর আর্মস্ট্রং-এর বন্ধুদের কথাও সে জানে; তারা কোথায় আছে সেটাও তার অজানা নয়। সে মার্সটনের বন্ধুর ডাকনাম জানে। কি ধরণের টেলিগ্রাম বন্ধুটি পাঠাতে পারে তা-ও তার জানা। মিস ব্রেন্ট দু'বছর আগে কোথায় কার সাথে ছুটি কাটিয়েছেন সে খবরও সে রাখে। জেনারেল ম্যাকআর্থারের বন্ধুদের বিষয়েও সে ওয়াকেবহাল।' দম নেওয়ার জন্য থামলেন বিচারপতি। তারপর বললেন, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে, লোকটা আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। এবং জেনেশুনেই সে আমাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে। গুরুতর অভিযোগ।'

সবাই একসঙ্গে হৈ-চৈ ক'রে উঠলো। জেনারেল ম্যাকআর্থার চেঁচিয়ে বললেন, 'মিথ্যে কথা। ডাঁহা মিথ্যে!'

'কি জঘন্য!' রুদ্ধ গলায় বললো ভেরা, 'কি নিষ্ঠুরতা!'

টমাস চিৎকার দিল, 'মিথ্যা, সব মিথ্যা! ...আমাদের দু'জনের কেউ কখনো...'

টনি মার্সটন হুঙ্কার ছাড়লো, 'উন্মাদটা চায় কি?'

হাত তুললেন বিচারপতি। হৈ-চৈ থেমে গেল। ধীরে ধীরে খুব সতর্কভাবে তিনি বললেন, 'আমি কিছু কথা বলতে চাই। আমাদের অজ্ঞাতনামা বন্ধুটি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে আমি নাকি এডওয়ার্ড সেটোনকে হত্যা করেছি। সেটোনের কেসটা আমার পরিষ্কার মনে আছে। ১৯৩০ সালের জুন মাসে তার কেস উঠলো আমার কোর্টে। তার পক্ষে ভালো একজন আইনজীবি ছিলেন। সেটোনকে নির্দোষ প্রমাণ করার প্রাণপন চেষ্টা করেছেন তিনি। কিন্তু সেটোনের বিরুদ্ধে অনেকগুলো অকাট্য প্রমাণ ছিল। সে যে দোষী এ ব্যাপারে জুরিরা একমত হয়েছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা অভিমত দিয়েছেন সেটোন অপরাধী। আমিও তাঁদের সাথে একমত হয়ে অপরাধীকে সাজা দিয়েছি। রায় অনুযায়ী কিছুদিন পর সেটোনের ফাঁসি হয়। আমার বিবেক এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ পরিষ্কার। বিচারক হিসেবে আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি মাত্র। একজন খুনিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি।'

আবছাভাবে ডাক্তারের মনে পড়লো... হ্যাঁ, সেটোন কেস– রায় শুনে সবাই তাজ্জব বনে গিয়েছিল। তার এক আইনজীবি বন্ধু আছে– ম্যাথু। ম্যাথুর সঙ্গে কেসটা নিয়ে ডাক্তারের আলাপও হয়েছিল। বার কাউন্সিলের ডাইনিং রুমে খেতে খেতে ম্যাথু বলেছিল সেটোন বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে। কিন্তু ঘটলো ঠিক উল্টো ঘটনা। ম্যাথু পরে বলেছিল বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ সেটোনের বিরুদ্ধে ছিলেন। সেটোনকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন। কোনো কারণে লোকটার প্রতি তার প্রচন্ড আক্রোশ ছিল। রায়ে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। ধীরে ধীরে সব মনে পড়ে গেল ডাক্তারের। হঠাৎ তিনি প্রশ্ন ক'রে বসলেন, 'আচ্ছা... সেটোনকে কি আপনি চিনতেন? মানে– তার সঙ্গে কি আপনার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল?'

সাপের মতো ঠান্ডা চোখে ডাক্তারের দিকে তাকালেন বিচারপতি। স্পষ্টভাবে শীতল গলায় বললেন, 'না, সেটোনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না।'

ডাক্তার মনে মনে বললো, 'মিথ্যুক! লোকটা নির্ঘাৎ মিথ্যুক। অবলীলায় মিথ্যা বলছে।'

২

কাঁপা কাঁপা গলায় ভেরা বললো, 'সেই ছেলেটার কথা আমি বলতে চাই– সিরিল...। সিরিল হ্যামিলটন ওর নাম। আমি ওর গভর্নেস ছিলাম। সাঁতার শেখাতাম। সাঁতারের সময় দূরে যাওয়া নিষেধ, ও জানতো। কিন্তু সেদিন... মুহূর্তের জন্য আমি অন্যমনস্ক হয়েছিলাম। সেই সুযোগে ও দূরে চলে যায়। টের পাওয়া মাত্র আমি ওর পিছে ছুটলাম। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে... কি করুণ... কিন্তু আমার কোনো দোষ নেই। তদন্তেও আমার নির্দোষিতা প্রমাণ হয়েছে। এমনকি ছেলেটার মা পর্যন্ত আমাকে দোষ দেননি। অথচ এই লোকটা বলছে... কি নিষ্ঠুর!' দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলো ভেরা।

জেনারেল ম্যাকআর্থার ওর কাঁধে হাত রাখলেন। সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'কেঁদো না, কেঁদো না। লোকটা উন্মাদ। আমরা জানি ও মিথ্যে বলছে... কেঁদো না।'

তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জেনারেল বললেন, 'এ ধরণের মিথ্যা অভিযোগের জবাব দিতেও আমার ঘৃণা হয়। তবু কথা যখন উঠেছে তখন বলি– লোকটার কথায় এক বিন্দুও সত্যতা নেই। আর্থার রিচমন্ড সম্পর্কে সে যা বলেছে সব মিথ্যে। রিচমন্ড আমার রেজিমেন্টে অফিসার ছিল। তখন যুদ্ধ চলছিল। আমি ওকে স্কাউটিংয়ে পাঠিয়েছিলাম। শত্রুর অ্যামবুসে পড়ে সে মারা গেছে। যুদ্ধে এরকম ঘটেই থাকে। আর... আমার স্ত্রী-কে জড়িয়ে যে গুজব উঠেছিল– সেটা সর্বৈব মিথ্যা। তাঁর মতো স্ত্রী পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। আমি একজন ভাগ্যবান স্বামী।'

জেনারেল ম্যাকআর্থার গোঁফে তা দিতে দিতে বসে পড়লেন। তাঁর হাতটা একটু একটু কাঁপছে।

ক্যাপ্টেন লমবার্ড উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'হ্যাঁ... সেই নেটিভ লোকগুলো...।' কথা শেষ করলো না লমবার্ড। তার মুখে দুর্বোধ্য একরকম হাসি।

অধৈর্যভাবে চেঁচিয়ে উঠলো মার্সটন, 'কি হয়েছিল লোকগুলোর?'

লমবার্ডের মুখের হাসি আরও বিস্তৃত হলো। 'ঘটনা সত্যি,' বললো সে। 'আমি ওদের ফেলে পালিয়েছিলাম। নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য। আমরা জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। খাবার-দাবার যথেষ্ট ছিল না। যেটুকু ছিল, তা নিয়ে আমি পালিয়ে যাই। আত্মরক্ষার জন্য...।'

জেনারেল ম্যাকআর্থার কঠোরভাবে বললেন, 'তোমার লোকদের মৃত্যুর মুখে ফেলে তুমি পালিয়ে গেলে?'

'স্বীকার করছি কাজটা সাচ্চা সাহেবি আচরণ হয়নি,' হাসিমুখে বললো লমবার্ড। 'কিন্তু কি করবো বলুন, নিজে বাঁচলে না বাপের নাম? তাছাড়া, মরতে কিন্তু নেটিভদের কোনো আপত্তি নেই। ওরা ঠিক আমাদের মতো নয়।'

মুখের উপর থেকে হাত সরিয়ে অবাক বিস্ময়ে লমবার্ডকে দেখলো ভেরা। 'আপনি ওদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলেন?' সবিস্ময়ে বললো সে।

'দিলাম।' হাসিমুখেই ভেরার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল লমবার্ড।

এমন সময় টনি মার্সটন উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় স্বগোতক্তির মতো বলতে লাগলো, 'জন আর লুসি? কেমব্রিজের কাছে আমার গাড়ির নিচে চাপা পড়েছিল দু'ভাইবোন। অ্যাক্সিডেন্ট... দুর্ভাগ্য।'

'দুর্ভাগ্য?' তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করলেন বিচারপতি, 'কার দুর্ভাগ্য? তোমার না ওদের?'

'আমার।' টনি উত্তর দিল, 'আবার ওদেরও। বাড়ি থেকে দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল ওরা। স্রেফ দুর্ঘটনা। এক বছরের জন্য আমার লাইসেন্স বাতিল হয়ে যায়। বিচ্ছিরি ব্যাপার।'

ডক্টর আর্মস্ট্রং রাগি গলায় বললেন, 'উচিত না। এত জোরে গাড়ি চালানো মোটেই উচিত না। তোমার মতো যুবকরা সমাজের জন্য বিপজ্জনক।'

টনি কাঁধ ঝাঁকালো। 'হতে পারে। কিন্তু যুবকরা জোরে গাড়ি চালাবে এটাই স্বাভাবিক। অবশ্য আমাদের দেশে রাস্তাঘাটের যা অবস্থা! জোরে আর গাড়ি চালাতে পারি কই?' টেবিলের উপর থেকে সানগ্লাসটা তুলে নিল টনি। গ্লাসে হুইস্কি-সোডা ঢেলে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করলো সে। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বললো, 'যাই হোক, আমার কোনো দোষ নাই। ওটা ছিল স্রেফ অ্যাক্সিডেন্ট।'

৩

টমাস এতক্ষণ নার্ভাসভাবে দু'হাত কচলাকচলি করছিল। শুকনো ঠোঁটটা জিভ দিয়ে বারবার ভিজিয়ে নিচ্ছিল সে। এবার মৃদুকণ্ঠে বললো, 'আমি কিছু বলতে চাই, স্যার।'

লমবার্ড বললো, 'হ্যাঁ বলো, টমাস।'

গলা খাঁকারি দিয়ে টমাস শুরু করলো, 'আমার আর ইথেলের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করেছে লোকটা। মিস ব্র্যাডির কথা বলেছে। আমরা নাকি তাকে মেরেছি। কথাটা সত্যি না, স্যার, একেবারে মিথ্যে কথা। মিস ব্র্যাডির শরীর এমনিতেই খুব খারাপ ছিল। দুর্বল স্বাস্থ্য। আমরা তার ওখানে চাকরি নেয়ার শুরু থেকেই তাকে ওরকম দেখে আসছি। সেই রাত্রে প্রচন্ড ঝড় উঠলো, যে রাতে মিস ব্র্যাডি শয্যা নিলেন। টেলিফোন কাজ করছিল না। ডাক্তার ডাকবো কিভাবে। শেষ পর্যন্ত ঝড়ের মধ্যেই পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়লাম। ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলাম। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। আমাদের পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব ছিল সবই করেছি আমরা।'

লমবার্ড মনে মনে শ্লেষের সুরে বললো, 'তাই নাকি?' কিন্তু মুখে কিছু বললো না।

যা বলার বললো ব্লোর। 'তা... টাকাপয়সা নিশ্চয়ই কিছু দিয়ে গিয়েছিলেন তোমাদের, তাই না?'

'আমাদের কাজে খুশি হয়ে কিছু সহায়-সম্পত্তি লিখে দিয়েছিলেন তিনি।' উত্তর দিল টমাস।

'আপনার নিজের কি খবর, মিস্টার ব্লোর?' হেঁয়ালি ভরা গলায় প্রশ্নটা করলো লমবার্ড।

'আমার আবার কি খবর?'

'আপনার নামটাও লিস্টে আছে, নয় কি?'

ব্লোরের মুখটা লাল হলো। 'হ্যাঁ, আছে।' অনেকটা আত্মরক্ষা করার ভঙ্গিতে বললো সে। 'কিন্তু ল্যান্ডর ছিল ডাকাত। কুখ্যাত ডাকাত।'

বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ নড়েচড়ে বসলেন। 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে,' বললেন তিনি। 'কেসটা অবশ্য আমার আদালতে ওঠেনি। আপনিই তো পুলিশ অফিসার হিসেবে বাদি ছিলেন?'

'জ্বী।'

'আপনার সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করেই ওর যাবজ্জীবন হয়ে যায়। শরীর-স্বাস্থ্য ভালো ছিল না বেচারার। এক বছর যেতে না যেতেই মারা যায়। ডার্টমুর জেলে।'

'লোকটা ডাকাত ছিল। ভয়ংকর একজন অপরাধী। সে-ই নাইট গার্ডকে মারে। সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ ওর বিরুদ্ধে ছিল।'

'আপনি তো প্রমোশনও পেয়েছিলেন, যতদূর জানি, কেসটার পরপরই?'

'হ্যাঁ, পেয়েছিলাম,' ব্লোর বললো। 'আমি আমার ডিউটি করেছি মাত্র।'

হঠাৎ লমবার্ড হেসে উঠলো। বেশ জোরে হো হো ক'রে হেসে উঠলো সে। বললো, 'এখানে সবাই দেখছি সৎ আর বিবেকবান লোক। শুধু আমি ছাড়া। আপনার খবর কি ডাক্তার? ডাক্তারি করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল? নাকি অবৈধ অপারেশন?'

এমিলি ব্রেন্ট আড়চোখে তাকালেন লমবার্ডের দিকে। একটু সরে বসলেন তিনি। তাঁর চোখেমুখে স্পষ্ট বিরক্তি।

ডক্টর আর্মস্ট্রং মাথা নাড়লেন। 'আমি আসলে কিছুই বুঝতে পারছি না,' সহজভাবে বললেন তিনি। 'কি যেন নামটা বলেছে– ক্লীস? নাকি ক্লোস? এরকম নামের কোনো পেশেন্টের কথা আমি মনেই করতে পারছি না। তবে হ্যাঁ– বহুকাল আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল। একজন পেশেন্টকে এনেছিল অপারেশনের জন্য। আর... প্রায়ই যা ঘটে থাকে– খুব দেরিতে এনেছিল। তারপর পেশেন্ট মারা গেলে যা ঘটে– ডাক্তারকে দোষ দেওয়া হয়– এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। ডাক্তারকে দোষ দিয়েছিল পেশেন্ট পার্টি।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়লেন ডক্টর আর্মস্ট্রং।

আর মনে মনে ভাবলেন... মদ! মাতাল অবস্থায় আমি অপারেশন করেছিলাম। নিজের উপর কোনোই নিয়ন্ত্রণ ছিল না আমার। হাত কাঁপছিল। আমিই তাকে মেরেছি। বেচারি পেশেন্ট– বয়স্ক মহিলা ছিলেন তিনি– এমন কোনো কঠিন অপারেশন ছিল না। স্বাভাবিক অবস্থায় অপারেশন করলে অনায়াসে বাঁচাতে পারতাম তাকে। ভাগ্যিস, আমাদের পেশায় আনুগত্য বলে একটা কথা আছে– আনুগত্য আর গোপনীয়তা। নার্স টের পেয়েছিল– তার সামনেই তো সব ঘটেছে। কিন্তু সে মুখ খোলেনি। আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। গড! কি যে খারাপ লেগেছে, কি বলবো। এর পর থেকে সাবধান হলাম– মদ খাওয়া তো ছেড়েই দিলাম পুরোপুরি। কিন্তু... এত বছর পর... অতীত খুঁড়ে এসব বের করছে কে?

৪
ঘরের ভিতর নীরবতা। সবাই তাকিয়ে আছে মিস এমিলি ব্রেন্টের দিকে– কেউ সরাসরি, কেউ চোরা চোখে। একটু পরেই মিস ব্রেন্ট ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। চোখ কপালে উঠে গেল তার। অবাক হয়ে তিনি বললেন, 'আপনারা কি আমার কনফেশনের অপেক্ষা করছেন? আমার তো কিছুই বলার নেই।'

'কিছুই নেই মিস ব্রেন্ট?' বিচারপতি প্রশ্ন করলেন।

'কিছুই না।'

এক মুহূর্ত ভেবে বিচারপতি বললেন, 'আপনি তাহলে আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন না?'

'আত্মপক্ষ সমর্থন করার আমার কিছুই নেই,' ঠান্ডা গলায় বললেন মিস ব্রেন্ট। 'সারাজীবন আমি আমার বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেছি। আমার কোনো গ্লানি নেই, পাপ নেই। পাপবোধও নেই। তাই আত্মপক্ষ সমর্থন করার আমার কিছুই নেই।'

মৃদু একটা গুঞ্জনের মতো উঠলো। বোঝা গেল কথাটা অনেকেরই পছন্দ হয়নি। কিন্তু কারো পছন্দ-অপছন্দের ধার ধারেন না মিস ব্রেন্ট · তিনি মুখে তালা মেরে মেরুদণ্ড সোজা ক'রে নির্বিকার ভাবে বসে রইলেন।

'এ প্রসঙ্গ তাহলে এখানেই শেষ।' একটু কেশে নিয়ে বললেন বিচারপতি। 'টমাস, অতিথিরা এবং তোমরা দু'জন বাদে এ দ্বীপে আর কে আছে?'

'আর কেউ নাই স্যার।'

'তুমি শিওর?'

'শিওর, স্যার।'

এক মুহূর্ত ভেবে ওয়ারগ্রেভ বললেন, 'আমি জানি না আমাদের অজ্ঞাত বন্ধুটি কেন, কি উদ্দেশ্যে আমাদের এখানে ডেকে এনেছে। কিন্তু লোকটা যে-ই হোক, তাকে ঠিক সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। লোকটা বিপজ্জনকও হতে পারে। তাই আমি মনে করি এখানে এই জনমানবহীন দ্বীপে আমাদের থাকা ঠিক হবে না। আজ রাতেই আমরা দ্বীপ ছেড়ে চলে যাব।'

'কিন্তু যাবেন কি করে, স্যার? নৌকা বা স্পীডবোট কিছুই তো নেই।' টমাস বললো।

'কিছুই নেই?'

'না, স্যার।'

'তাহলে শহরের সঙ্গে তোমরা যোগাযোগ রক্ষা করো কিভাবে?'

'প্রতিদিন সকালে ফ্রেড আসে স্পীডবোট নিয়ে। ও-ই রুটি, দুধ আর খবরের কাগজ নিয়ে আসে। ওর মাধ্যমেই আমরা যোগাযোগ রক্ষা করি।'

'বেশ, তাহলে আগামিকাল সকালেই আমরা ফ্রেডের স্পীডবোটে করে চলে যাব।'

সবাই একবাক্যে সম্মতি জানালো। শুধু একজন বাদে। টনি মার্সটন। 'কাপুরুষের মতো পালিয়ে যাবো?' বললো সে, 'কভি নেহি। এর শেষটা দেখে যাওয়া উচিত আমাদের। বেশ একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি আমি। ডিটেকটিভ গল্পের মতো থ্রিলিং মনে হচ্ছে।'

শ্লেষ মাখানো গলায় বিচারপতি বললেন, 'আমার বয়স হয়েছে বাপু, এই বয়সে আর থ্রিল উপভোগ করার খায়েশ নেই।'

'আমার আছে।' হাসিমুখে বললো টনি, 'জীবনটা এমনিতেই বোরিং। কোনো উত্তেজনা নেই, আনন্দ নেই– এখানে যখন একটু রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, তখন... রহস্যের সন্ধানে– চীয়ার্স!' টেবিলের উপর থেকে গ্লাস নিয়ে উঁচু করে ধরলো টনি। তারপর এক ঢোঁকে পুরো গ্লাসটা শেষ করলো। হঠাৎ বিষম খেল সে, তারপরই ভীষণভাবে কাশতে শুরু করলো। কাশতে কাশতে ওর মুখটা কালো হয়ে গেল। বোঝা যাচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর, দম বন্ধ হয়ে আসছে। হাত থেকে গ্লাসটা খসে পড়ে গেল। এক হাতে গলা চেপে ধরে নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে টনি, গলা হাঁ ক'রে। তারপরই হঠাৎ ধপ ক'রে পড়ে গেল সে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

এত দ্রুত ঘটে গেল পুরো ঘটনাটা যে সবাই হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। নড়তে চড়তেও যেন ভুলে গেল। মাটিতে পড়ে আছে টনির দেহ। ডক্টর আর্মস্ট্রং সবার আগে লাফিয়ে চলে গেলেন টনির কাছে। হাঁটু মুড়ে মেঝেতে বসলেন তিনি। টনির পাল্‌স পরীক্ষা ক'রে ডাক্তার যখন মুখ তুললেন, তখন তার দুই চোখে রাজ্যের বিস্ময় আর অবিশ্বাস। 'মাই গড!' ফিসফিস ক'রে বললেন তিনি, 'ও তো মারা গেছে!'

কথাটা কানে শুনেও কারো যেন বিশ্বাস হলো না। মারা গেছে? কিভাবে সেটা সম্ভব? প্রাণবন্ত স্বাস্থ্যবান ছেলে টনি। একটু আগেও সে হাসছিল । হাসতে হাসতে হুইস্কির গ্লাস হাতে নিয়েছিল। হুইস্কি খেতে গিয়ে কেউ কখনো মারা যায়? এ তো অসম্ভব কথা। কিছুতেই কেউ বিশ্বাস করতে পারছিল না ব্যাপারটা।

ডক্টর আর্মস্ট্রং মৃতকে পরীক্ষা করলেন, কালো হয়ে যাওয়া ঠোঁটের কাছে কিসের যেন গন্ধ শুঁকলেন তিনি, পড়ে থাকা গ্লাসটা হাতে তুলে নিলেন।

'মারা গেছে?' হতভম্বের মতো প্রশ্ন করলেন জেনারেল ম্যাকআর্থার, 'বিষম খেয়ে মারা গেল ছেলেটা?'

'তা বলতে পারেন,' চিন্তিত মুখে উত্তর দিলেন ডাক্তার। 'আসলে শ্বাস আটকে মারা গেছে টনি।' নাকের কাছে গ্লাসটা নিয়ে গন্ধ শুঁকলেন তিনি। একটা আঙুল গ্লাসের তলানিতে ছোঁয়ালেন তারপর আঙুলের ভেজা ডগাটা ছোঁয়ালেন জিভে, খুব সাবধানে। তার মুখের ভাব পাল্টে গেল।

জেনারেল ম্যাকআর্থার বললেন, 'বিষম খেয়ে সুস্থ সবল মানুষ মারা যায়, জীবনে এই প্রথম দেখলাম।'

মিস এমিলি ব্রেন্ট অনেকটা কবিতার মতো ক'রে বললেন, 'এ যেন জীবনের মাঝে মরণের খেলা।'

ডক্টর আর্মস্ট্রং উঠে দাঁড়ালেন। 'বিষম খেয়ে মারা যায়নি টনি,' স্পষ্ট গলায় বললেন তিনি। 'টনির মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়।'

ভেরা ফিসফিস ক'রে বললো, 'তবে কি... হুইস্কিতে কিছু মেশানো ছিল?'

আর্মস্ট্রং মাথা ঝাঁকালেন। 'হ্যাঁ, ঠিক কি মেশানো ছিল বলতে পারছি না। বোধহয় সায়ানাইড। গন্ধহীন, খুব সম্ভব পটাশিয়াম সায়ানাইড। খুব দ্রুত ক্রিয়া করে।'

'সায়ানাইড ছিল মার্সটনের গ্লাসে?' অবাক গলায় প্রশ্ন করলেন বিচারপতি।

'হ্যাঁ।' যে টেবিলের উপর বোতল আর গ্লাস রাখা ছিল সেদিকে এগিয়ে গেলেন ডাক্তার। হুইস্কির মুখ খুলে গন্ধ শুঁকলেন, তারপর একটু টেস্ট করলেন। সোডা ওয়াটারও খেয়ে দেখলেন তিনি। মাথা নাড়লেন। 'এগুলো ঠিকই আছে।'

ক্যাপ্টেন লমবার্ড বললো, 'তার মানে টনি নিজেই গ্লাসে কিছু মিশিয়েছে?'

গম্ভীর মুখে আবার মাথা ঝাঁকালেন ডাক্তার। 'তাই তো মনে হচ্ছে।'

ব্লোর বললো, 'আত্মহত্যা? ভারি নাটকীয় ব্যাপার!'

'আশ্চর্য!' আবার ফিসফিস ক'রে বললো ভেরা, 'টনিকে দেখে তো মনে হয়নি ও আত্মহত্যা করতে পারে! এমন প্রাণবন্ত একজন যুবক... না, আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না।'

সবার মনের কথাই যেন বললো ভেরা। সত্যি টনির মতো এমন হাসিখুশি প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা একটা ছেলে কেন আত্মহত্যা করবে? 'কিন্তু আত্মহত্যা ছাড়া আর কি হতে পারে?' অনেকটা যেন স্বগতোক্তি করলেন ডক্টর আর্মস্ট্রং।

সবাই মাথা নাড়ছে। সত্যিই তো আত্মহত্যা ছাড়া আর কি হতে পারে? বোতলের হুইস্কি সোডা সবকিছু ঠিক আছে। ওগুলোতে কিছু মেশানো হয়নি। এদিকে সবার চোখের সামনে দিয়ে টেবিলের কাছে গেল টনি। গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে পান করলো। সে নিজে যদি সায়ানাইড না মিশিয়ে থাকে তাহলে সেটা এলো কোত্থেকে? কিন্তু... প্রশ্ন হলো– টনি মার্সটন আত্মহত্যা করতে যাবে কেন?

'আসলে কি জানেন?' যেন নিজে নিজে বিড়বিড় করছে ব্লোর, 'টনি মার্সটনকে আত্মহত্যা করার মতো লোক বলে মনে হয় না। সেটাই যা সমস্যা।'

'আমিও সে কথাই ভাবছি।' সায় দিলেন ডাক্তার।

২

যা হবার হয়ে গেছে, এখন আর এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই। আর্মস্ট্রং আর লমবার্ড দু'জনে মিলে টনি মার্সটনের দেহটাকে ধরাধরি ক'রে তার ঘরে রেখে এলো। একটা চাদর ঢাকা দিয়ে।

দু'জনে যখন নেমে এলো, দেখলো সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কেউ একটু কাঁপছে, যদিও ঠান্ডা তেমন নেই। নীরবতা ভেঙে মিস এমিলি ব্রেন্ট বললেন, 'রাত হয়েছে। আমাদের বোধহয় ঘুমোতে যাওয়া উচিত।'

সত্যিই বেশ রাত হয়েছে, বারোটা পার হয়ে গেছে। ঘুমোনোও দরকার। অথচ কেউই যেন নড়তে চাইছে না। সবাই একসঙ্গে থাকার মধ্যে নিরাপত্তার যে অনুভূতি আছে সেটাই আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইছে সবাই। অবশেষে বিচারপতি বললেন, 'হ্যাঁ, একটু ঘুমিয়ে নেয়া দরকার।'

টমাস বললো, 'খাবার ঘরটা আমাকে ঠিকঠাক করতে হবে।'

লমবার্ড মন্তব্য করলো, 'কাল সকালে করলেও চলবে।'

আর্মস্ট্রং জানতে চাইলেন, 'তোমার স্ত্রী এখন কেমন আছেন?'

'এখনি দেখে আসছি।' টমাস উত্তর দিল।

মিনিট দুয়েক পর সে ফিরে এসে বললো, 'ঘুমোচ্ছে, আরাম ক'রে ঘুমোচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ঘুমোতে দাও,' ডাক্তার উপদেশ দিলেন, 'ওকে জাগিও না। ওর এখন ঘুম দরকার।'

'ঠিক আছে স্যার,' টমাস বললো। 'আমি যাই। সবকিছু গুছিয়ে পরিষ্কার ক'রে রাখি।' ডাইনিং রুমের দিকে চলে গেল টমাস।

অতিথিরা একে একে উপরে চলে গেলেন, যার যার ঘরে। এটা যদি পুরোনো আমলের ভুতুড়ে ধরণের বাড়ি হতো তাহলে হয়তো আলো-আঁধারে ঘেরা রহস্য রহস্য একটা ভাব থাকতো। কিন্তু এটা ঝকঝকে তকতকে আধুনিক একটা বাড়ি। আলোকিত করিডোর, সিঁড়ি। সর্বত্র ঝলমল করছে বৈদ্যুতিক বাতি। আনাচে-কানাচে কোথাও এক ফোঁটা অন্ধকার নাই। আড়াল-আবডাল নাই। সবই প্রকাশ্য, সবই চোখের সামনে। এটাই যেন অন্যরকম একটা ভীতিকর অনুভূতি ছড়িয়ে দিল অতিথিদের মনে।

শুভরাত্রি জানিয়ে সবাই যে যার ঘরে ঢুকে গেল। এবং ঢুকেই তাড়াতাড়ি ভেতর থেকে তালা মেরে দিল।

৩

বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ তাঁর সুদৃশ্য পরিচ্ছন্ন ঘরে ঢুকে কাপড় ছাড়তে শুরু করলেন। মনে মনে এডওয়ার্ড সেটোনের কথা ভাবছিলেন তিনি। সেটোনকে তাঁর পরিষ্কার মনে আছে। দেখতে ভালো ছিল লোকটা। সোনালী চুল, নীল চোখ। ওর চাহনির ভেতরেও কেমন একটা অকপট সরলতা ছিল। স্বাভাবিকভাবেই জুরিদের ওপরেও এসবের একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল।

আসামির পক্ষে ম্যাথু খুব দক্ষতার সাথে মামলা পরিচালনা করছিল। আসামি যে নির্দোষ এর স্বপক্ষে সে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেছিল। প্রশ্নোত্তর পর্ব, জেরা এসবও ছিল অসাধারণ। অন্যদিকে রাষ্ট্রপক্ষে ছিল লিয়ুলিন। একেবারেই সুবিধা করতে পারেনি সে।

কাঠগড়ায় সেটোন ছিল ধীর-স্থির এবং আত্মবিশ্বাসী। উকিলের জেরার মুখে সে একটুও ঘাবড়ায়নি, একটুও মচকায়নি। যথাযথভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল। উকিলের কথার ফাঁদে একবারও পা দেয়নি। ম্যাথুর বিজয় ছিল অবধারিত।

হাতঘড়িতে চাবি দিয়ে বালিশের পাশে রাখলেন বিচারপতি। তাঁর মনে পড়লো বিচারকের চেয়ারে বসে সেদিন তিনি নিবিষ্ট মনে উকিলদের জেরা পাল্টা-জেরা শুনেছেন। নোট নিয়েছেন। আসামির বিরুদ্ধে যায় এমন তুচ্ছতম প্রমাণও

যাতে তাঁর নজর না এড়ায় এ ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান ছিলেন তিনি। কেসটা সত্যিই তিনি এনজয় করেছেন। ম্যাথুর চূড়ান্ত বক্তব্যও ছিল দুর্দান্ত। অন্যদিকে লিয়ুলিন বেশি বেশি বলতে গিয়ে সবকিছু একেবারে লেজেগোবরে ক'রে ফেলেছিল। সবশেষে এলো বিচারপতির পালা। সারসংক্ষেপটা তিনি এমন কায়দা ক'রে সাজিয়েছিলেন যে...।

ওয়ারগ্রেভ তাঁর নকল দাঁতের পাটি খুলে গ্লাসের পানির মধ্যে ছেড়ে দিলেন। দন্তহীন বিচারপতিকে এখন অন্যরকম দেখাচ্ছে। ঠোঁট দু'টো ঢুকে গেছে ভেতর দিকে। শিকারী প্রাণীর মতো ভয়ংকর দেখাচ্ছে তাঁকে। চোখের কোণ কুঁচকে হাসতে লাগলেন বিচারপতি। সেটোন ব্যাটাকে ঠিকই ফাঁসির কাঠে ঝুলিয়ে ছেড়েছেন তিনি।

বিছানায় শুতে গিয়ে গাঁটের ব্যাথায় গুঙিয়ে উঠলেন বিচারপতি। হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে টেবিল ল্যাম্পের আলোটা নিভিয়ে দিলেন।

৪

নিচে ডাইনিংরুমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে টমাস। টেবিলের উপরে রাশান পুতুলের সারি। সেদিকেই হতভম্বের মতো তাকিয়ে আছে সে। 'একটা পুতুল কম, আজব কাণ্ড! দশটা ছিল, কিরে কেটে বলতে পারি!' বিড়বিড় করলো টমাস।

৫

জেনারেল ম্যাকআর্থারের ঘুম আসছে না। অন্ধকারে তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠছে আর্থার রিচমন্ডের মুখ। ছেলেটাকে তিনি পছন্দ করতেন– খুবই পছন্দ করতেন। লেসলীও ওকে পছন্দ করতো। তা দেখে জেনারেল খুশিই হয়েছিলেন। লেসলীর আবার একটু নাক উঁচু স্বভাব ছিল। কিছুটা অহংকারও ছিল বোধহয়। আশেপাশের কাউকেই ওর পছন্দ হতো না। সবাই নাকি বোরিং। কিন্তু রিচমন্ডকে ওর বোরিং লাগেনি। দু'জনের বেশ ভাব হয়ে গেল। ঘন্টার পর ঘন্টা ব'সে ওরা নাটক সংগীত চিত্রকলা নিয়ে আলোচনা করতো। ছেলেটাকে প্রায়ই ক্ষেপাতো লেসলী। নানারকম খুনসুটি করতো ওর সাথে। ভালোই লাগতো জেনারেলের।

কিন্তু... কিভাবে তিনি ভুলে গেলেন লেসলীর তখন মাত্র উনত্রিশ আর রিচমন্ডের আঠাশ! স্ত্রীকে ভালোবাসতেন জেনারেল। খুব ভালোবাসতেন। মনে পড়লো ধূসর একজোড়া চঞ্চল চোখ, সুন্দর মুখ, বাদামি চুল। স্ত্রীকে বিশ্বাস করেছিলেন জেনারেল, বোধহয় একটু বেশিই বিশ্বাস করেছিলেন।

তখন তুমুল লড়াই চলছিল ফ্রান্সে। যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে বসেও স্ত্রীর কথা ভাবতেন জেনারেল। মানিব্যাগ খুলে রাতের বেলা স্ত্রীর ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তারপর একদিন জানতে পারলেন সব...।

চিঠি লিখতো লেসলী। তাদের দু'জনকেই। একদিন খাম অদল-বদল হয়ে গেল। লেসলীর ভুলে। স্বামীর খামে প্রেমিককে লেখা চিঠি ঢুকে গেল। চিঠি পড়ে সব জানতে পারলেন জেনারেল। এতদিন পরেও মনে করলে কষ্ট হয়... প্রচন্ড কষ্ট হয়।

চিঠি পড়েই বোঝা যায়, দীর্ঘদিন ধ'রে চলছিল প্রণয়। কিছুদিন আগে ছুটিতে গিয়েছিল রিচমন্ড। চিঠি পড়ে জানা গেল ছুটিটা সে কাটিয়েছে প্রেমিকার সঙ্গে... ওরা দু'জনে একান্তে– লেসলী আর আর্থার!

অথচ সামনা-সামনি কি অমায়িক ব্যবহার ছেলেটার! যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। অভিনয়– সবটাই অভিনয়, হাসিমুখে সারাটা সময় আদর্শ অফিসারের অভিনয় করে গেছে রিচমন্ড। সারাক্ষণ 'ইয়েস স্যার! ইয়েস স্যার!' ভন্ড, প্রতারক– অন্যের স্ত্রীকে ফুসলিয়ে ভাগিয়ে নিতে তার একটুও বাধেনি– শয়তান!

কষ্টটা ধীরে ধীরে ক্রোধে পরিণত হয়েছে– উন্মত্ত ক্রোধ! কাউকে কিছু বুঝতে দেননি জেনারেল। আগের মতোই চালিয়ে গেছেন সবকিছু। রিচমন্ডের সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করেছেন- যেন কিছুই হয়নি। রিচমন্ড কি বুঝতে পেরেছিল? বোধহয় না। মাঝে মাঝে ক্রোধের বিস্ফোরণ ঘটেছে। তা, যুদ্ধের ময়দানে ওরকম ঘটতেই পারে। সবাই ভেবেছে টেনশন। টেনশনের বহিঃপ্রকাশ। শুধু এরমিটেজ টের পেয়েছিল। তরুণ অফিসার এরমিটেজ। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে সে তার কমান্ডিং অফিসারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো। কি ভাবতো কে জানে!

তারপর সেই সময় এলো। রিচমন্ডকে একদিন স্কাউটিংয়ে পাঠালেন জেনারেল। ভয়ানক বিপজ্জনক ছিল কাজটা। জেনেশুনেই ওকে পাঠিয়েছিলেন। প্রাণ নিয়ে ফিরে আসা অসম্ভব ছিল– জানতেন তিনি। অবশ্য যদি অলৌকিক কিছু না ঘটে। অলৌকিক কিছু ঘটেনি। ফিরে আসেনি রিচমন্ড। এজন্যে কোনো অনুতাপ নেই জেনারেলের মনে, কোনো অনুশোচনাও নেই। কেউ তাকে দোষ দিতে পারেনি। টেরও পায়নি কেউ। হয়ত বড়জোর বলেছে,–'জেনারেল ম্যাকআর্থার একটা ভুল করেছেন। নিজের লোকক্ষয় করেছেন অযথা।' এরকম ভুল তো যুদ্ধে কতই হয়। ভুলের মাশুল দেয় তরুণ অফিসাররা। কে তা মনে রাখে?

হয়ত এরমিটেজ মনে রেখেছিল। সে জানতো– জেনেশুনেই রিচমন্ডকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। যুদ্ধের পরে এরমিটেজ কি কাউকে বলেছে?

লেসলী কিছুই টের পায়নি। প্রেমিকের মৃত্যুতে হয়ত শোক করেছে– গোপনে চোখের জল ফেলেছে। জেনারেল যখন ইংল্যান্ডে ফিরলেন, ততদিনে লেসলীও শোক কাটিয়ে উঠেছে। জেনারেল এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি। তাদের দাম্পত্য জীবন চলেছে আগের মতোই। অবশ্য পুরোপুরি আগের মতো নয়। লেসলীকে কি আর আগের মতো ভালোবাসতে পেরেছেন? বোধহয় না। তিন-চার বছর পর নিউমোনিয়ায় মারা যায় লেসলী। সেও তো বহুদিন হয়ে গেল। পনেরো... নাকি ষোলো বছর?

আর্মি থেকে অবসর নিয়ে ডেভোনের এক নিভৃত এলাকায় বাড়ি কিনেছেন জেনারেল। শিকার-টিকার নিয়ে মেতে আছেন। প্রতি রবিবার তিনি গীর্জায় যান।

প্রথম প্রথম ভালোই কেটেছে অবসর জীবন। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। কিন্তু ইদানিং মনে হচ্ছে বন্ধুরা যেন তাঁকে এড়িয়ে যাচ্ছে। হয়ত তাদের কানে গেছে রিচমন্ডের ঘটনাটা। এবমিটেজ হয়ত সবাইকে বলে বেড়াচ্ছে– কে জানে। নিজেকে তাই ইদানিং অনেকটা গুটিয়ে নিয়েছেন জেনারেল।

লেসলীকে প্রায় ভুলেই গিয়েছেন তিনি। রিচমন্ডকেও। কি হবে আর ওসব ভেবে? ওসব এখন অতীতের ধূসর স্মৃতি। শুধু মাঝে মাঝে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয় নিজেকে। তবু জীবন তো থেমে থাকেনি, চলছিল আপন নিয়মে, মরা নদীর ক্ষীণ স্রোতের মতো।

অথচ, আজ সন্ধ্যায়? কি ভয়ংকর সেই কণ্ঠস্বর! সব গোপন কথা ফাঁস ক'রে দিল? অবশ্য স্বীকার করেননি তিনি। বেশ জোরালোভাবেই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু সব কথা ঠিকঠাক বলতে পেরেছেন কিনা কে জানে। কেউ কিছু সন্দেহ করেনি তো?

সন্দেহ করবে কেন? সবার বিরুদ্ধেই তো আজেবাজে সব অভিযোগ আনা হয়েছে। ঐ যে সুশ্রী মেয়েটা– ও নাকি একটা বাচ্চা ছেলেকে পানিতে ডুবিয়ে মেরেছে! এ-ও কি সম্ভব? আর মিস ব্রেন্ট! তাঁর মতো ধর্মভীরু মহিলার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ? ননসেন্স। আজকেই জানতে পারলাম মহিলা আমারই রেজিমেন্টের বুড়ো টম ব্রেন্টের ভাগ্নি।

কিন্তু এখানে এসব হচ্ছে কি? যতো সব উদ্ভট কান্ড কারখানা। আসবার পর থেকেই কি যে সব হচ্ছে! কিন্তু... এলাম কবে যেন? ও, আজই তো। মনে হচ্ছে যেন কতদিন হয়ে গেছে। যাক, এখন ভালোয় ভালোয় ফিরে যেতে পারলে হয়। আগামিকালই তো যাওয়ার কথা।

অবশ্য যাওয়ার জন্য ভিতর থেকে খুব যে একটা তাগিদ অনুভব করছেন তিনি, তা অবশ্য নয়। ফিরে গেলেও তো সেই পুরোনো জীবন– পুরোনো বাড়িঘর, পুরোনো ভাবনা...। জানালা দিয়ে ঢেউয়ের শব্দ আসছে। প্রশান্ত একটা ভাব আছে শব্দটার মধ্যে। অবিরাম শব্দ অবিরাম প্রশান্তি। দ্বীপ ব্যাপারটাই কেমন অদ্ভুত– এখানে একবার পৌঁছে যাওয়া মানেই যেন গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া। শেষ গন্তব্য। *হঠাৎ কেন যেন জেনারেলের মনে হলো এই দ্বীপ ছেড়ে তাঁর আর ফিরে যওয়া হবে না... কোনোদিন না...।*

৬

ভেরা শুয়ে আছে বিছানায়। তার ঘুম আসেনি। চোখ মেলে সে ছাদের দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছে। অন্ধকারে তার ভয় করে, তাই টেবিলল্যাম্পের আলোটা জ্বলছে। হুগো... হুগোর কথা ভাবছে ভেরা। মনে হচ্ছে পাশেই আছে হুগো।

একদম পাশে। কেন এমন মনে হচ্ছে? আসলে কোথায় আছে হুগো? ভেরা জানে না। হয়ত জানতেও পারবে না কোনোদিন। চলে গেছে হুগো– নিঃশব্দে চলে গেছে তার জীবন থেকে।

হুগোর কথা ভাবতে চায় না ভেরা। কি হবে ভেবে? কিন্তু না ভেবেও তো উপায় নেই। না চাইলেও আপনা থেকেই ওর কথা ওর ভাবনা ওর স্মৃতি ফিরে ফিরে আসে। কর্নওয়ালের সেই দিনগুলো– মিসেস হ্যামিলটনের বাড়ি– পাশেই কালো পাহাড়ের পাহাড়– হলুদ বালুর সৈকত– সমুদ্র...। আর সিরিল... ছোট্ট অবুঝ সিরিল। খুব সাঁতার কাটতে চাইতো। সারাক্ষণ হাত ধরে ঘ্যানঘ্যান করতো– *'চলো না ওদিকটাতে একটু সাঁতার কেটে আসি। আমি ঐ পাথরটার কাছে সাঁতার কাটতে যাবো।'* ভেরা দেখতো হুগোর চোখ তাকে অনুসরণ করছে।

সিরিল ঘুমিয়ে পড়ার পর ডাকতো হুগো। *'চলুন না একটু হেঁটে আসি মিস ক্লেথর্ন।' 'হ্যাঁ চলুন।'*... সৈকতে হুহু হাওয়া। তার মধ্যে ধীর মন্থর হেঁটে যাওয়া। চাঁদের আলোয়। তারপর... একসময় হুগোর আলিঙ্গনে...।

'ভালোবাসি, ভালোবাসি! তুমি কি জানো ভেরা?' ভেরা জানতো।

'তোমাকে যে বিয়ে করবো সে সঙ্গতিও আমার নেই। নিজের বলতে কিছুই নেই আমার। স্থায়ী একটা চাকরীও নেই। কোনোমতে দিন এনে দিন খাওয়ার অবস্থা। অথচ মাউরিস মারা যাওয়ার পর ভেবেছিলাম এবার আমার দিন ফিরবে। ওর সম্পত্তির মালিক হবো আমি। কিন্তু ওর মৃত্যুর তিন মাস পরে সিরিলের জন্ম হলো। ছেলে না হয়ে মেয়ে হলেও অবশ্য আশা ছিল। কিন্তু এখন... কোনো আশাই নেই...।'

সিরিল যদি ছেলে না হয়ে মেয়ে হতো তাহলে হুগো ভাইয়ের সব সম্পত্তি পেত। একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছিল হুগো। বলেছিল, *'সম্পত্তি পাবো এই আশায় আমি অবশ্য কোনো আকাশ-কুসুম স্বপ্ন দেখিনি। তবু একটু খারাপ তো লাগেই। যাক গে, যার যেমন ভাগ্য। তবে... সিরিল ছেলেটা এত চমৎকার! ওর ওপর আমার মায়া পড়ে গেছে।'* সিরিলকে সত্যিই খুব ভালবাসতো হুগো। সারাক্ষণ ওর সঙ্গে খেলত, হুটোপুটি করতো। আসলে হুগোর স্বভাবের মধ্যে লুকোছাপা কিছু ছিল না। যা বলার ও খোলাখুলিই বলে ফেলতো।

খুব দুর্বল বালক ছিল সিরিল। একেবারেই দম ছিল না। একটুতেই হাঁপিয়ে পড়তো ছেলেটা। প্রায়ই দেখা যায় এরকম দুর্বল ছেলেরা তাদের শৈশব-কৈশোর আর পার হতে পারে না। তার আগেই...।

'মিস ক্লেথর্ন, আমি সাঁতার কেটে পাথরটার কাছে যাই?'

'না সিরিল, পাথরটা অনেক দূরে...।'

'তবু মিস ক্লেথর্ন...।' ঘ্যানঘ্যান করতো সিরিল।

... উঠে পড়লো ভেরা। ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে গোটা তিনেক অ্যাসপিরিন খেল। ভালো কোনো ঘুমের ওষুধও নেই হাতের কাছে। হঠাৎ ভেরা ভাবলো আত্মহত্যা যদি করতেই হয় আমি তাহলে একগাদা ঘুমের ওষুধ খাবো,

সায়ানাইড খাবো না। টনি মার্সটনের কালো হয়ে যাওয়া মুখটা মনে ক'রে কেঁপে উঠলো ভেরা।

ফায়ারপ্লেসের সামনে হাঁটবার সময় ছড়াটার দিকে ওর চোখ গেল:

হারাধনের দশটি ছেলে বেড়ায় পাড়াময়,
একটি ম'লো বিষম খেয়ে রইলো বাকি নয়।

ঠিক আজকের সন্ধ্যার মতো। ছড়াটার সঙ্গে কি ভয়ানক মিল! আশ্চর্য! কি দুঃখ ছিল টনি মার্সটনের মনে? কেন সে আত্মহত্যা করতে গেল? না, ভেরা এত সহজে মরবে না। এত তাড়াতাড়ি না। মৃত্যু অন্য মানুষদের জন্য, ওর জন্য নয়– অন্তত এখনই নয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছদ

১

ডক্টর আর্মস্ট্রং স্বপ্ন দেখছেন– স্বপ্ন নয় দুঃস্বপ্ন... ও.টি-তে কি গরম! এ.সি. কি কাজ করছে না? ঘামে ভিজে গেছে ডক্টরের শরীর। হাতটা একটু একটু কাঁপছে তার, স্কালপেল ধরা হাত... স্কালপেলের ধারালো ইস্পাত... কি ভীষণ ধারালো! এরকম ধারালো ছুরি দিয়ে অনায়াসেই একজন মানুষকে হত্যা করা যায়... হত্যা! হ্যাঁ হত্যা... সে তো হত্যাই করেছে।

সেই মহিলার শরীরটা ছিল বেশ বড়সড়। কিন্তু এই লোকটা দেখছি খুব চিকণ। কে এই লোকটা? কাকে সে হত্যা করতে যাচ্ছে? জানা দরকার। কিন্তু লোকটার মুখ রুমাল দিয়ে ঢাকা। নার্সকে জিজ্ঞেস করবে নাকি? না, না সেটা ঠিক হবে না। এমনিতেই নার্স সন্দেহ করছে, বুঝতে পারছি– বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছে।

কিন্তু অপারেটিং টেবিলের উপর শুয়ে আছে লোকটা কে? মুখ দেখা গেলে জানা যেত। কিন্তু মুখটা রুমালে ঢাকা। কে ঢাকলো রুমাল দিয়ে? একজন ইন্টার্নি রুমালটা সরাচ্ছে, দেখা যাক–

বোধহয় এমিলি ব্রেন্ট। হ্যাঁ, হ্যাঁ– এমিলি ব্রেন্টকেই তো হত্যা করতে হবে। বুড়ির চোখ দুটো এমন ভয়ংকর! আর ক্রুর এবং ঠাণ্ডা...। কি যেন বলছিল তখন? *'জীবনের মাঝে মৃত্যুর খেলা... ।'*

আহা, নার্সটা আবার মুখ ঢেকে দিচ্ছে কেন? না, না নার্স! মুখ ঢাকবেন না। অ্যানেসথেসিয়া দিতে হবে। অ্যানেসথেসিয়া কোথায়? হ্যাঁ আনুন। নার্স মুখের উপর থেকে কাপড়টা সরান।

আরে! এ যে টনি মার্সটন। কালো হয়ে গেছে ছেলেটার মুখ। কিন্তু টনি মৃত নয়– হাসছে... হাসছে সে– দমকে দমকে হাসছে। ওর হাসির তোড়ে টেবিলটা কাঁপছে, ঠকঠক ক'রে কাঁপছে। নার্স, টেবিলটা ধরুন... ধরে থাকুন।

শরীরে একটা ঝাঁকি খেয়ে ডাক্তারের ঘুমটা ভেঙে গেল। সকাল হয়ে গেছে। জানালা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে মেঝের ওপর। কে একজন ঝুঁকে আছে

ডাক্তারের গায়ের উপর– হাত দিয়ে ঠেলা দিচ্ছে। 'ডাক্তার সাহেব! ডাক্তার সাহেব!' টমাস ডাকছে তাকে। ওর মুখটা কাগজের মতো সাদা।

ডক্টর আর্মস্ট্রং উঠে বসলেন। বিরক্ত মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে?'

'আমার স্ত্রী, ডাক্তার সাহেব, তাকে জাগাতে পারছি না– সে জাগছে না। হায় ঈশ্বর! আমার মনে হয় কিছু একটা গন্ডগোল হয়ে গেছে।'

ডাক্তার দ্রুত বিছানা ছাড়লেন। ড্রেসিং গাউনটা কোনোমতে শরীরে জড়িয়ে নিয়ে টমাসের পিছন পিছন চললেন।

পাশ ফিরে শুয়ে আছে ইথেল রজার্স। দেখে মনে হয় শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। ওর ঠান্ডা হাতটা ছুঁয়ে দেখলেন ডাক্তার। চোখের পাতা তুলে মনি দুটোও দেখলেন। পরীক্ষা শেষ ক'রে সোজা হলেন তিনি।

'সে... কি...? সে...?' কাঁপা কাঁপা গলায় ফিসফিস ক'রে জানতে চায় টমাস।

ধীরে ধীরে মাথা ঝুঁকালেন ডাক্তার। 'সে আর নেই।' টমাসের রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকালেন তিনি। পাশের টেবিল, বেসিনের উপর থেকেও তাঁর চোখ দুটো ঘুরে এলো। শেষে আবার দেখলেন বিছানায় শুয়ে থাকা ইথেলের দিকে।

টমাস প্রশ্ন করলো, 'কি হয়েছিল ডাক্তার?'

ডাক্তার পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'ওর স্বাস্থ্য এমনিতে কেমন ছিল?'

'ব্যথায় ভুগছিল।' টমাস উত্তর দিল।

'ডাক্তার দেখিয়েছিলে?'

'না।' টমাস উত্তর দিল, 'বহুদিন ধ'রে আমাদের দুজনের কেউই ডাক্তারের কাছে যাইনি।'

'হার্টের কোনো সমস্যা ছিল না তো?'

'না, তেমন কিছু তো কখনো হয়নি।'

'রাতে ঘুমাতো কেমন?' ডাক্তার জানতে চাইলেন।

'খুব যে একটা ভালো, তা বলতে পারি না।'

'ঘুমের ওষুধ খেত নাকি?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ডাক্তার।

'ঘুমের ওষুধ!' অবাক হলো টমাস, 'না তো। কখনো ঘুমের ওষুধ-টষুধ খেতে দেখিনি।'

আর্মস্ট্রং বেসিনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। কাঁচের তাকের উপর সার সার শিশি-বোতল, হেয়ার লোশন, ল্যাভেন্ডার, গ্লিসারিন, একটা মাউথওয়াশ, টুথপেস্ট-ব্রাশ এইসব। এরপর টেবিলের ড্রয়ার, ইথেলের ড্রেসিংটেবিল সবকিছু খুঁজে দেখা হলো। ঘুমের ওষুধ বা ঐ জাতীয় কিছুই খুঁজে পাওয়া গেল না। শেষে টমাস বললো, 'শুধু আপনি যে ওষুধগুলো দিয়েছিলেন, সেগুলো বাদে গতরাতে ইথেল আর কিছুই খায়নি।'

সকালবেলা জেনারেল ম্যাকআর্থার আর বিচারপতিকে দেখা গেল বারান্দার সামনে খোলা জায়গায় হাঁটাহাঁটি করছেন। সাম্প্রতিক রাজনীতি নিয়ে টুকটাক

আলাপ হচ্ছে তাদের মধ্যে। বাড়ির পিছনে উঁচু টিলা। ক্যাপ্টেন লমবার্ডের সাথে ভেরা গিয়ে উঠেছে টিলার উপর। সেখানে তারা ব্লোরের দেখা পেল। উৎসুক চোখে উপকূলের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

'স্পীডবোটের দেখা নাই,' বললো ব্লোর। 'সকাল থেকে তাকিয়ে আছি।'

ভেরা হেসে বললো, 'ডেভোন একটা ছোট জেলেপল্লী। ওখানে দিন শুরু হয় দেরিতে।'

লমবার্ড উল্টো দিকে তাকিয়ে ছিল– সমুদ্রের দিকে। হঠাৎ সে বলে উঠলো, 'আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে নাকি?'

আকাশের দিকে তাকিয়ে ব্লোর জিজ্ঞেস করলো, 'কেন? স্বাভাবিক একটা দিন বলেই তো মনে হচ্ছে।'

ঠোঁট সরু ক'রে লমবার্ড জোরে একটা শিস দিল। বললো, 'আমার কিন্তু মনে হয় ঝড় উঠবে।'

'ঝড়?' অবাক হলো ব্লোর।

নিচ থেকে ঘন্টার শব্দ ভেসে এলো। 'ব্রেকফাস্ট।' লমবার্ড বললো, 'চলুন যাওয়া যাক...র দেও পেয়েছে বেশ।'

দ্রুত খাড়া বেয়ে আগে আগে নামছে ভেরা। পিছনে ব্লোর আর লমবার্ড। 'রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি, জানেন?' ব্লোর বললো, 'সারারাত আমি টনি মার্সটাসের ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি। কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারিনি। একটা কথাই শুধু ভেবেছি– ওর মতো তরতাজা একজন যুবক কেন আত্মহত্যা করতে যাবে?'

'ভেবে নতুন কিছু পেলেন?' লমবার্ড প্রশ্ন করলো।

'এখনো পাইনি। ভাবছি' উত্তর দিল ব্লোর, 'প্রমাণ দরকার। ভাবছি মোটিভ কি হতে পারে? ছেলেটা ধনীর দুলাল ছিল...।'

ওরা নিচে নামতেই এমিলি ব্রেন্ট ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। 'স্পীডবোট আসছে?' সাগ্রহে জানতে চাইলেন তিনি।

'এখনো দেখা যাচ্ছে না।' উত্তর দিল ভেরা।

টেবিলে ব্রেকফাস্ট সাজানো আছে। ডিম, বেকন, টোস্ট, চা এবং কফি। ডাইনিং রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে টমাস। ওরা ঢুকতেই সে বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দিল।

'লোকটাকে আজ কেমন অসুস্থ দেখাচ্ছে।' এমিলি ব্রেন্ট মন্তব্য করলেন।

ডক্টর আর্মস্ট্রং সবাইকে শুনিয়ে উঁচু গলায় বললেন, 'আজকে ব্রেকফাস্ট হয়ত তেমন ভালো না-ও হতে পারে। বেচারা রজার্স একা হাতে সবকিছু সামলেছে। মিসেস রজার্স আজ সকালে ...ইয়ে– মানে উঠতে পারেননি।'

'উঠতে পারেননি?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন এমিলি ব্রেন্ট। 'কেন? কি হয়েছে তার?'

'ব্রেকফাস্ট বোধহয় ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।' সহজভাবে বললেন ডক্টর আর্মস্ট্রং, 'আমরা বরং ব্রেকফাস্ট সেরে নিই। তারপর জরুরী কিছু বিষয় আলাপ করার আছে।'

প্লেটে খাবার তুলে নিল সবাই। খেতে খেতে টুকটাক আলাপ চলছে। কিন্তু কেউই তাদের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করছে না। সযত্নে এড়িয়ে যাচ্ছে বিষয়টা। সারা দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি নিয়ে আলাপ করছে সবাই। রাজনীতি, স্পোর্টস, বিদেশের খবর এমনকি লক নেসের জলদানবের প্রসঙ্গও ঠাঁই পেল আলোচনায়।

ব্রেকফাস্ট শেষ হলে ডক্টর আর্মস্ট্রং শুরু করলেন, 'ইচ্ছে করেই আমি ব্রেকফাস্টের আগে দুঃখজনক খবরটা দিইনি। মিসেস রজার্স গতরাতে ঘুমের মধ্যে মারা গেছেন।'

কয়েক মুহূর্ত সচকিত নীরবতার পর চারদিক থেকে নানারকম বিস্মিত মন্তব্য ভেসে আসতে লাগলো। ভেরা বললো, 'দু'দুটো মৃত্যু! মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে!'

'হুম!' চোখ দুটো সরু ক'রে বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ তাঁর চিকণ কিন্তু পরিষ্কার গলায় বললেন, 'সাংঘাতিক! তা মৃত্যুর কারণটা কি?'

'ভালোভাবে পরীক্ষা না ক'রে বলা যাচ্ছে না।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন ডক্টর আর্মস্ট্রং।

'অটোপসি হবে নিশ্চয়ই?'

'হওয়া তো উচিত।'

'মহিলাকে দেখে আমার খুব নার্ভাস মনে হয়েছে,' ভেরা বললো। 'তাছাড়া গতরাতে বেচারা খুব শক পেয়েছে। বোধহয় হার্ট ফেল ক'রে মারা গেছে, তাই না?'

'হার্টফেল তো অবশ্যই,' বললেন ডাক্তার, 'কিন্তু কি কারণে হার্ট ফেল করলো সেটাই প্রশ্ন।'

একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলেন এমিলি ব্রেন্ট, 'বিবেক!' কঠিন শব্দটা তীরের মতো গিয়ে আঘাত করলো সবার বুকে।

'এ কথা বলে আপনি কি বুঝাতে চাইছেন, মিস ব্রেন্ট?' আর্মস্ট্রং বুড়িকে প্রশ্ন করলেন।

'আপনারা সবাই তো শুনেছেন,' বললো নাক উঁচু বুড়ি। 'গতরাতে মিসেস রজার্স ও তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। তারা এক বৃদ্ধাকে হত্যা করেছে।'

• 'এবং আপনার ধারণা...?'

'আমার ধারণা অভিযোগ সত্য।' বললো বুড়ি, 'গতরাতে আপনারা সবাই দেখেছেন কিভাবে সে ভেঙে পড়েছিল– অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। গোপন অপরাধ সবার সামনে ফাঁস হয়ে যাওয়ায় সে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। অপরাধের ভার সহ্য করতে না পেরে তার হার্ট ফেল করেছে।'

'আপনার কথা হয়ত মেনে নেয়া যায়,' একটু ভেবে নিয়ে বললেন ডাক্তার। 'কিন্তু সেক্ষেত্রে ধ'রে নিতে হবে যে মিসেস রজার্সের হার্ট খুব দুর্বল ছিল।'

'আসলে কি জানেন? ওর ওপর ঈশ্বরের গজব পড়েছে।' মৃদু কণ্ঠে বললো বুড়ি।

সবাই অবাক হয়ে বুড়ির দিকে তাকালো। ব্লোর বললো, 'এটা বোধহয় একটু বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে।'

'বেশি হবে কেন?' জ্বলজ্বলে চোখে সবার দিকে তাকালো বুড়ি। নাক উঁচু ক'রে বললো, 'পাপীর উপর গজব পড়বে এটা বুঝি আপনি বিশ্বাস করেন না? আমি করি।'

আঙুল দিয়ে চিবুক চুলকালেন বিচারপতি। একটু শ্লেষ মেশানো গলায় বললেন, 'বিচারক হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি– পাপীতাপীদের নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় ঈশ্বরের নেই। ওদের শাস্তি দেওয়ার ভারটা তিনি মানুষের উপরেই ছেড়ে দিয়েছেন।'

এমিলি ব্রেন্ট কাঁধ ঝাঁকালো। ব্লোর আর্মস্ট্রংকে প্রশ্ন করলো, 'গতরাতে দোতলায় যাওয়ার পর মিসেস রজার্স কি কিছু খেয়েছে?'

'না কিছু খায়নি।' আর্মস্ট্রং উত্তর দিলেন।

'কিছুই না? হয়তো এক কাপ চা কিংবা এক গ্লাস পানি...।'

'রজার্স আমাকে বলেছে তার স্ত্রী কাল রাতে কিছুই খায়নি।'

'তাই বলুন,' ব্লোর যেন রহস্যের সমাধান পেয়ে গেছে এভাবে বললো, 'রজার্স বলেছে! রজার্স তো মিথ্যাও বলতে পারে?'

ফিলিপ লমবার্ড প্রশ্ন করলো, 'আপনার তাই ধারণা?'

'কেন, এরকম কি হতে পারে না?' একটু উষ্ণভাবে বললো ব্লোর, 'হয়তো আমার ধারণা ভুলও হতে পারে। কিন্তু যদি সত্যি হয়? তাহলে কি দাঁড়ায়? এক বৃদ্ধাকে পরপারে পাঠালো রজার্স দম্পতি। এরপর এতদিন তারা বেশ নিশ্চিন্তে ছিল– কেউ কিছু জানে না– বেশ ভালোই চলছিল হঠাৎ–'

'মিসেস রজার্সকে দেখে আমার কিন্তু মনে হয়নি সে খুব নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাচ্ছে।' ভেরা বললো।

বাধা পেয়ে বিরক্ত হলো ব্লোর। এমনভাবে ভেরার দিকে তাকালো যেন তার চাহনি বলছে, 'মেয়েমানুষের বুদ্ধি!' একমুহূর্ত থেমে সে আবার বলতে শুরু করলো, 'যাই হোক, বেশ ভালোই চলছিল রজার্সদের। এমন সময় গতরাতে অজ্ঞাতনামা সেই ব্যক্তি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিল। ফাঁস করে দিল সবকিছু। তারপর কি ঘটলো? মহিলা ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আর তার স্বামীটি? জ্ঞান ফেরার সময় মহিলাকে বারবার বলছিল, "সব ঠিক আছে... সব ঠিক আছে।" এর মানে কি? এ কি শুধুই স্ত্রীর প্রতি উদ্বেগের প্রকাশ? নাকি এর পিছনে অন্য কিছু আছে?

টমাস প্রচন্ড ভয় পাচ্ছিল তার স্ত্রী জ্ঞান ফিরে পেয়েই বেফাঁস কিছু বলে দিতে পারে। যদি বলে দেয় তাহলে কি ঘটবে? তদন্ত হবে। তদন্ত হলে ইথেল রজার্সের মতো দুর্বল চিত্তের মহিলা যে একসময় ভেঙে পড়বে সে বিষয়ে টমাসের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সে নিজে অবলীলায় মিথ্যা বলতে পারবে, এতে তার কোনো অসুবিধা হবে না– এটা টমাস জানে। কিন্তু সে এ-ও জানে তার স্ত্রী একবার মুখ খুললে ফাঁসির রশি থেকে টমাসের আর বাঁচোয়া নাই। তার মানে জীবিত ইথেল রজার্স তার জন্য এক জীবন্ত বিপদ। তাই সে তার স্ত্রীর চায়ের কাপে কিছু একটা মিশিয়ে দেয়। যাতে ইথেল রজার্সের মুখ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।'

'কিন্তু আমি তো কোনো কাপ দেখিনি...' মৃদু আপত্তি তুললেন ডাক্তার।

'দেখার কথাও না।' জোর দিয়ে বললো ব্লোর, 'ইথেল রজার্স চায়ের কাপ খালি করা মাত্রই টমাসের প্রথম কাজই হবে কাপটা ভালো ভাবে ধুয়ে মুছে কাবার্ডে অন্য কাপের পাশে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে রাখা যাতে কোনো প্রমাণ কোথাও না থাকে।'

ব্লোরের কথা শেষ হলে নীরবতা নেমে এলো। সবাই চুপ করে আছে। জেনারেল ম্যাকআর্থার মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'অসম্ভব নয়। তবে আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় কোনো স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি এতটা নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে।'

'পারে স্যার।' মৃদু হেসে বললো ব্লোর, 'জান বাঁচানোর জন্য মানুষ অনেক কিছুই করতে পারে। দয়া মায়া ভালোবাসা তখন কর্পূরের মতো উবে যায়।'

আবার নীরবতা নেমে এলো। কেউ কিছু বলার আগে দরজা খুলে টমাস ঢুকলো ভিতরে। 'দুঃখিত!' বিনীতভাবে বললো সে 'আজকে টোস্ট বোধহয় কম পড়েছে। কি করবো বলুন? স্টক শেষ হয়ে গেছে। স্পিডবোটও এলো না।'

বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ নড়েচড়ে বসলেন। 'স্পিডবোট সাধারণত ক'টার দিকে আসে?' জানতে চাইলেন তিনি।

'সাতটা-আটটার মধ্যে এসে যায় স্যার।' টমাস উত্তর দিল, 'খুব দেরি হলে আটটার একটু পরে। কোন কারণে ফ্রেড আসতে না পারলে তার ভাইকে পাঠায়। আজকে তার কি হলো কে জানে।'

'এখন ক'টা বাজে?' ফিলিপ লমবার্ড প্রশ্ন করলো।

'দশটা বাজতে দশ মিনিট বাকি, স্যার।'

ভুরু কোঁচকালো লমবার্ড। চিন্তিত মুখে সে মাথা নাড়তে লাগলো। জেনারেল ম্যাকআর্থারের গলা শোনা গেল, 'তোমার স্ত্রীর ব্যাপারটায় আমরা মর্মাহত টমাস। ডাক্তার আমাদের বলেছেন।'

'জী স্যার। ধন্যবাদ স্যার।' মাথা ঝুঁকিয়ে বললো টমাস। টেবিল থেকে প্লেটগুলো নিয়ে সে চলে গেল। আরেক দফা নীরবতা নেমে এলো।

২

বাইরে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসে লমবার্ড বললো, 'স্পিডবোট কি...?'

ব্লোর তার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো। 'জানি, কি ভাবছেন মিস্টার লমবার্ড।' বললো সে, 'আমিও সকাল থেকে এই কথাটাই ভাবছি। দু'ঘন্টারও বেশি হয়ে গেল স্পীডবোট আসবার কথা। আসছে না। কেন?'

'উত্তর পেয়েছেন?' প্রশ্ন করলো লমবার্ড।

'আমার বিশ্বাস এটা হঠাৎ ঘটেনি।' স্পষ্টভাবে বললো ব্লোর, 'আমার ধারণা স্পীডবোটের না আসাটা পূর্ব-পরিকল্পিত।'

'তার মানে ওটা আর আসবে না?' লমবার্ড প্রশ্ন করলো।

উত্তরটা এলো পেছন থেকে, আচমকা। কখন যে তিনি পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন দু'জনের কেউই টের পায়নি। তিনি বললেন, 'না, স্পীডবোট আসবে না।'

ব্লোর ঘুরে দাঁড়ালো। 'আপনিও তাই মনে করেন, জেনারেল?'

'নিশ্চয়ই।' দৃঢ়কণ্ঠে বললেন জেনারেল, 'আমরা সবাই স্পীডবোটের অপেক্ষা করছি। আশা করছি স্পীডবোট এসে আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। কিন্তু স্পীডবোট আসবে না। আমরাও দ্বীপ ছেড়ে পালাতে পারবো না। এটাই আমাদের শেষ গন্তব্য...এই দ্বীপ...বড় চমৎকার জায়গা...।' আপনমনে বিড়বিড় করতে লাগলেন জেনারেল। তারপর একটু থেমে অদ্ভুত চাপা গলায় বললেন, 'শান্তি ...শান্তির জায়গা এটা...চিরশান্তির...।'

কথাগুলো বলেই উল্টোদিকে হাঁটা দিলেন তিনি। যেমন আচমকা এসে হাজির হয়েছিলেন তেমনি আচমকা আবার চলে গেলেন। দেখা গেল ঢালু জায়গাটা দিয়ে তিনি সমুদ্রের দিকে নেমে যাচ্ছেন, যেখানে অনেকগুলো বড় বড় পাথর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাঁর হাঁটা দেখে মনে হচ্ছিলো একটু একটু টলছেন তিনি, যেন ঘুমের ঘোরে হাঁটছেন।

'লোকটা কি পাগল হলো নাকি?' অবাক হয়ে বললো ব্লোর, 'আমাদের সবার অবস্থাই বোধহয় ওর মতো হবে।'

'সবার হলেও আপনার হবে না, মিস্টার ব্লোর।' হালকা গলায় বললো লমবার্ড, 'আপনি শক্ত মানুষ।'

'তা ঠিক।' স্বীকার করলো ব্লোর, 'আমাকে পাগল বানানো অত সহজ না।' তারপর হেসে যোগ করলো, 'আপনিও খুব নরম মনের মানুষ নন মিস্টার লমবার্ড।'

'হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত শক্তই আছি; দেখা যাক।'

৩

ডক্টর আর্মস্ট্রং খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। তার বাঁ দিকে একটু দূরে ব্লোর আর লমবার্ড দাঁড়িয়ে আছে। ডানদিকে বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ পায়চারি করছেন। একটু ইতস্তত করে বিচারপতির দিকে এগোলেন ডাক্তার। ঠিক এই সময় হন্তদন্ত

হয়ে টমাস এসে দাঁড়ালো ডাক্তারের সামনে। 'আপনার এক মিনিট সময় হবে স্যার? একটা কথা বলতাম।'

টমাসের মুখটা সাদা হয়ে আছে। ঠোঁট কাঁপছে একটু একটু, হাত দু'টোও কাঁপছে। 'একটা কথা বলবো স্যার, এক মিনিট প্লিজ! একটু ভেতরে আসুন।'

টমাসের সঙ্গে বাড়ির ভেতরে গেলেন ডাক্তার। 'কি হয়েছে টমাস?' জানতে চাইলেন তিনি।

'এখানে আসুন স্যার, এখানে।' ডাইনিং রুমের দরজা খুললো টমাস। ডাক্তার ভিতরে গেলেন। টমাস তাকে অনুসরণ ক'রে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল।

'এবার বলো কি হয়েছে?' ডাক্তার বললেন।

ঢোক গিলে টমাস উত্তর দিল, 'অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে স্যার! অদ্ভুত ঘটনা।'

'অদ্ভুত ঘটনা?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ডাক্তার, 'কি ঘটনা?'

'বললে আপনি বিশ্বাস করবেন না, স্যার। ভাববেন আমি পাগল হয়ে গেছি। হয়তো এমন কিছুই নয় ব্যাপারটা। তবু বলা দরকার। কে জানে এর ব্যাখ্যা কি!'

'আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে,' অধৈর্যভাবে বললেন ডাক্তার, 'ভনিতা বাদ দিয়ে এখন বলো কি হয়েছে?'

টমাস আবার ঢোক গিললো। 'ওই পুতুলগুলো স্যার!' হড়বড় ক'রে বললো সে, 'টেবিলের উপরকার রাশান পুতুলগুলো। আমি হলফ ক'রে বলতে পারি দশটা ছিল।'

'হ্যাঁ দশটা,' আর্মস্ট্রং বললেন, 'গতরাতে ডিনারের সময় আমরা গুনেছি।'

'ডিনারের পরে টেবিল পরিষ্কার করার সময় আমি দেখলাম নয়টা, স্যার!' ফিসফিস ক'রে বললো টমাস, 'চোখে পড়েছিল, কিন্তু গতরাতে তেমন কিছু ভাবিনি। আজ সকালে টেবিল পাতার সময় অতটা খেয়াল করিনি। স্ত্রীর মৃত্যুতে মনটা বিক্ষিপ্ত ছিল, হয়তো তাই। কিন্তু এখন দেখছি আটটা। ঐ তো আপনি নিজেই দেখুন স্যার...।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১

ব্রেকফাস্টের পর এমিলি ব্রেন্ট আর ভেরা দু'জনে আবার গেল টিলার উপর। স্পিডবোট আসছে কিনা দেখার জন্য।

একটু একটু বাতাস উঠেছে। ঢেউয়ের মাথায় দেখা যাচ্ছে সাদা সাদা ফেনা। এখান থেকে জেলেপল্লী দেখা যায় না ঠিকই, তবে লাল পাহাড়ের চূড়োটা দেখা যায়।

এমিলি ব্রেন্ট বললেন, 'স্পিডবোটের চালককে তো কাল বেশ ভালো লোক বলেই মনে হলো। এখনো আসছে না কেন কে জানে।'

ভেরা কিছু বললো না। ভিতরে ভিতরে ওর একটু ভয় হচ্ছে। কিন্তু সেটা সে কারো কাছেই প্রকাশ করতে চায় না। 'আশা করি এসে যাবে।' সহজভাবে বললো ভেরা, 'আমার আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না।'

'শুধু তোমার না। কারোই আর এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না।' এমিলি ব্রেন্ট বললেন।

'কি সব অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে...এসবের কোনো মানে হয় না।' আপনমনে বললো ভেরা।

'নিজের উপরে আমার রাগ হচ্ছে, জানো?' বুড়ি বললো, 'একটা ভুয়া চিঠি লিখে কেমন বোকা বানিয়ে আমাকে এখানে নিয়ে এলো। তখন একটুও বুঝতে পারিনি।'

'তাই?' কিছু একটা বলতে হয়, তাই বললো ভেরা।

'আসলে আমার আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল।' মিস ব্রেন্ট বললেন।

প্রসঙ্গ পাল্টে ভেরা হঠাৎ প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা, ব্রেকফাস্টের সময় আপনি যে কথাটা বললেন তা কি আপনি সত্যিই বিশ্বাস করেন?'

'কোন কথাটা?'

'ঐ যে টমাস রজর্স আর তার বউ দু'জনে মিলে বৃদ্ধাকে হত্যা করেছে...।' মৃদু গলায় বললো ভেরা।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকলেন মিস ব্রেন্ট। তারপর স্পষ্ট গলায় বললেন, 'আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ওরা কাজটা করেছে। তোমার কি মনে হয়?'

'কি জানি...আমি ঠিক জানি না...।'

'গতকালের ঘটনাটা ভেবে দেখ,' বললেন মিস ব্রেন্ট। 'অভিযোগটা শোনা মাত্র মহিলা অজ্ঞান হয়ে গেল। আর...টমাসও ভয়ে হাত থেকে ট্রে ফেলে দিল। তাছাড়া...যেভাবে সে নিজেদের পক্ষে সাফাই গাইছিল, সেটা ঠিক সত্যি বলে মনে হয়নি আমার। ওরা...ওরা নির্ঘাত কাজটা করেছে।'

'মহিলাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল সারাক্ষণ সে যেন আতংকের মধ্যে আছে।' ভেরা বললো, 'আপনার ধারণা যদি সত্যি হয়, তাহলে তো বলতে হবে...হত্যার ব্যাপারটাই তাকে সারাক্ষণ তাড়া ক'রে ফিরছিল।'

'কথায় বলে পাপ বাপকেও ছাড়ে না। এ হচ্ছে সেই ব্যাপার।' ফোড়ন কাটলেন মিস ব্রেন্ট।

ভেরা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। 'তাহলে মিস ব্রেন্ট...।' কথাটা সে শেষ করতে পারলো না।

'হ্যাঁ, বলো।'

'তাহলে...অন্যদের বেলায় কি হবে?'

'অন্যদের বেলায় মানে?'

'মানে...সবার বিরুদ্ধেই তো অভিযোগ আছে। টমাসেরটা যদি সত্যি হয়, তাহলে অন্যদের অভিযোগগুলো...?'

'ও! এই কথা?' সহজভাবে বললেন মিস ব্রেন্ট, 'লমবার্ড তো অভিযোগ স্বীকার করেই নিয়েছে।'

'কিন্তু তার মতে ওরা ছিল নেটিভ।'

'নেটিভ?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন মিস ব্রেন্ট, 'নেটিভরা কি মানুষ নয়? ঈশ্বরের কাছে কালো ধলো সবাই সমান। কালোরাও আমাদের ভাই।'

মনে মনে হাসলো ভেরা। গির্জায় শোনা কথাগুলো তোতাপাখির মতো আউড়ে যাচ্ছে বুড়ি। মুখে বলছে বটে কিন্তু মনে মনে কত যেন বিশ্বাস করে...।

এমিলি ব্রেন্ট বলেই যাচ্ছেন, 'অবশ্য সব অভিযোগ যে সত্যি, তা না-ও হতে পারে। যেমন বিচারপতির ব্যাপারটা। তিনি তো তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন মাত্র। ঐ প্রাক্তন সি.আই.ডি লোকটা সে-ও নেহাৎ দায়িত্ব পালন করছিল। আর আমার ব্যাপারটা দেখ।' দম নেওয়ার জন্য থামলেন মিস ব্রেন্ট। দম নিয়ে আবার বললেন, 'ঘটনাটা আমি গতরাতে বিস্তারিত বলিনি। এসব ব্যাপার পুরুষ মানুষের সামনে না বলাই ভালো।'

'তাই?' মনোযোগ দিয়ে শুনছে ভেরা।

'বিয়াত্রিসে টেইলর আমার বাসায় কাজ করতো।' বলে চললেন মিস ব্রেন্ট, 'মেয়েটাকে প্রথমে ভালোই মনে হয়েছিল। আচার-ব্যবহার ভালো, ভদ্র, শান্ত। কিন্তু তলে তলে সে যে এই কাজ ক'রে বেড়াচ্ছে তা কে জানতো? যখন জানলাম তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে– মেয়েটার পেটে ঝামেলা বেঁধে গেছে।' বলতে বলতে নাক কোঁচকালো বুড়ি। 'অথচ ভদ্রঘরের মেয়ে। বাবা-মা নিতান্তই গরিব ভালোমানুষ। তারাও শুনে আমার মতোই মর্মাহত হয়েছিল।'

'তারপর?'

'এরকম মেয়েকে তো আর বাড়িতে রাখতে পারি না। বের ক'রে দিলাম। কেউ বলতে পারবে না আমি অনৈতিক কাজকে প্রশ্রয় দিয়েছি।'

'তারপর, মেয়েটার কি হলো?'

'মেয়েটা এমন পাজি– একটা পাপ ক'রেও তার সাধ মেটেনি। সে আরেকটা পাপ করলো।' অবলীলায় বললেন মিস ব্রেন্ট, 'আত্মহত্যা করলো।'

'অ্যাঁ! আত্মহত্যা করলো?' শিউরে উঠলো ভেরা। অবাক হয়ে বুড়ির নির্বিকার মুখের দিকে তাকালো সে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে প্রশ্ন করলো, 'আপনার কিছু মনে হয়নি মিস ব্রেন্ট– খারাপ লাগেনি? নিজেকে অপরাধী মনে হয়নি আপনার?'

'ওমা, শোনো মেয়ের কথা!' হাসিমুখে বললো বুড়ি, 'অপরাধী মনে হবে কেন? আমার কি দোষ?'

'কিন্তু...কিন্তু...আপনার নিষ্ঠুরতার কারণেই...।'

'আমার নিষ্ঠুরতা?' তীব্র প্রতিবাদ করলো বুড়ি, 'আমার নিষ্ঠুরতা হতে যাবে কেন? নিজের পাপের কারণেই ওর এই পরিণতি হয়েছে।'

কঠিন মুখ ক'রে কথাগুলো বললেন মিস এমিলি ব্রেন্ট। ভেরা তাকিয়ে দেখলো ঐ মুখে দয়া নেই, মায়া নেই, অনুশোচনার লেশমাত্রও নেই। কেবল আছে আত্মঅহমিকার ভড়ং। মহিলাকে এখন আর খুঁতখুঁতে স্বভাবের নানী-দাদী টাইপের বুড়ি মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে রূপকথার পাতা থেকে উঠে আসা জ্যান্ত এক খুনখুনে ডাইনি বুড়ি।

২

ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে ডক্টর আর্মস্ট্রং আবার খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ এখন একটা চেয়ারে বসে আছেন। তার চোখ খোলা সমুদ্রের দিকে। লমবার্ড আর ব্লোর বাঁদিকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে চুপচাপ সিগারেট টানছে। কারো সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার, ভাবছিলেন ডাক্তার। কিন্তু কার সঙ্গে করা যায়? বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ? না, থাক। তাঁর বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বিচারপতির বয়েস হয়েছে। তাঁকে আর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে টেনে আনা ঠিক হবে না। তার চেয়ে বরং জোয়ান কাউকে বেছে নেওয়া যাক। মন ঠিক ক'রে এগিয়ে গেলেন ডাক্তার। উঁচু গলায় বললেন, 'লমবার্ড, আপনার সাথে একটু কথা বলতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

ঢাল বেয়ে ওরা হেঁটে গেল জলের ধারে। ডাক্তার বললেন, 'আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ করা দরকার।'

'কিন্তু ডাক্তারির আমি তো কিছুই বুঝি না, কি পরামর্শ দেব?'

'না না, ডাক্তারি বিষয়ে নয়। পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে চাই।'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'আচ্ছা, ইথেল রজার্সের ব্যাপারটা নিয়ে আপনি কি ভাবছেন? ব্লোর যে ব্যাখ্যা দিল– টমাস তার স্ত্রী-কে হত্যা করেছে, এটা কি আপনার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়?'

'অসম্ভব নয়।'

'আমারও তাই মনে হয়।' ডাক্তার সায় দিলেন।

আগের কথার সূত্র ধ'রে লমবার্ড আবার বললো, 'অবশ্য আমরা যদি ধরে নিই যে ইথেল রজার্স আর টমাস রজার্স দুজনে মিলে সেই বুড়িকে হত্যা করেছে। আর সত্যি কথা বলতে কি কাজটা ওদের জন্য তেমন কঠিন ছিল না। আচ্ছা, কিভাবে ওরা বুড়িকে হত্যা করতে পারে বলুন তো? বিষ দিয়ে?'

'তার চেয়েও সহজ উপায়ে,' ডাক্তার উত্তর দিলেন। 'আজ সকালে আমি টমাসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম মিস ব্র্যাডির অসুখটা কি ছিল। উত্তরে টমাস যা বললো তা থেকে আমি বুঝলাম বিশেষ এক ধরণের হার্টের অসুখ ছিল মিস ব্র্যাডির। এই অসুখে অ্যামাইল নাইট্রাইট ব্যবহার করা হয়। অবস্থা খারাপ হলে অ্যামাইল নাইট্রাইটের অ্যাম্পুল ভেঙে রোগীর নাকের কাছে ধরতে হয়। নিঃশ্বাসের সাথে ওষুধের বাষ্পটুকু নিতে পারলে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। নইলে রোগীর মৃত্যু অবধারিত।'

'তাহলে তো খুবই সহজ।' চিন্তিত মুখে বললো লমবার্ড।

'হ্যাঁ,' ডাক্তার সায় দিলেন। 'কিছুই করতে হবে না। বিষ-টিষ জোগাড় করার ঝামেলা নেই। টমাস ডাক্তার ডাকতেও গিয়েছিল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে। তার মানে সবাই জানে সম্ভাব্য সবকিছু সে করেছে। কর্তব্যে অবহেলা করেনি। অ্যাম্পুলের ওষুধটুকু যদি সে রোগীকে না দিয়ে থাকে, তাহলে কেউ জানতেও পারবে না।'

'আর যদি জানেও কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না।' লমবার্ড যোগ করলো, ' থেকে আরও একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল।'

'আরও একটা জিনিস? কি জিনিস?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন ডাক্তার।

'এই দ্বীপের ঘটনাগুলো,' উত্তর দিল লমবার্ড। 'হত্যার যে অভিযোগগুলো করা হয়েছে, সেগুলো প্রচলিত আইনের মাধ্যমে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। টমাসের অপরাধটাই এর প্রমাণ। বিচারপতি ওয়ারগ্রেভের অপরাধটাও ঠিক এরকমই আরেকটা অপরাধ। আইন–কানুন মেনেই অপরাধটা করা হয়েছে। অথবা বলা যায় আইনের রক্ষকরাই অপরাধটা করেছেন, প্রচলিত আইনকে ব্যবহার ক'রে।'

'ওয়ারগ্রেভের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে, সেটা সত্যি বলে আপনি মনে করেন?'

'করি।' দৃঢ়ভাবে বললো লমবার্ড। 'ওয়ারগ্রেভ সেটোনকে হত্যা করেছেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি সেটা করেছেন বিচারকের চেয়ারে বসে। এবং করেছেন এমনভাবে যে তার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করা যাবে না।'

বিদ্যুৎ চমকের মতো ডাক্তারের মনে পড়ে গেল তার নিজের ঘটনাটা। *হাসপাতালে– অপারেটিং টেবিলের উপরে হত্যা! রোগী অজ্ঞান। ডাক্তারের হাতে ধারালো স্কালপেল। এর চেয়ে সহজ উপায় আর কি হতে পারে? কিন্তু এটা যে*

হত্যা কে প্রমাণ করতে পারবে?... ফিলিপ লমবার্ড বলেই চলেছে, 'এই কারণেই মিস্টার অজ্ঞাতনামার আবির্ভাব ঘটেছে এই দ্বীপে।'

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর্মস্ট্রং বললেন, 'কিন্তু আমাদের এখানে নিয়ে আসার কারণ কি?'

'আপনার কি মনে হয়?' ক্যাপ্টেন পান্টা প্রশ্ন করলো।

'এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে,' ডাক্তার বললেন। 'মিসেস রজার্সের মৃত্যু থেকে। এখানে দুটো সম্ভাবনা আছে। এক– টমাস তাকে হত্যা করেছে। দুই– মহিলা আত্মহত্যা করেছেন।'

'আত্মহত্যা?' ডানে বাঁয়ে মাথা নাড়লো লমবার্ড। 'গত রাতে টনি মার্সটনের যদি মৃত্যু না হতো, তাহলেও হয়তো আত্মহত্যার কথা ভাবা যেত। কিন্তু বারো ঘন্টার মধ্যে দু'দুটো আত্মহত্যা? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? তাছাড়া টনি মার্সটনের মতো প্রাণবন্ত জোয়ান ছেলে হুট ক'রে আত্মহত্যা করবে এটাও ঠিক ভাবা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা সে সায়ানাইড পেলো কোথায়? সায়ানাইড তো যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না।'

'তা ঠিক।' একমত হলেন ডাক্তার।

'তাহলে আমরা বলতে পারি– মার্সটনের ক্ষেত্রেও সম্ভাবনা দুটো।' একটু আগে ডাক্তার যেভাবে বলেছিলেন, ঠিক সেভাবেই বললো লমবার্ড। 'এক– এখানে আসার আগেই টনি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এবং পকেটে ক'রে সায়ানাইড নিয়ে এসেছে। দুই–'

'দুই?' প্রশ্নবোধক চোখে তাকালেন ডাক্তার।

'দুই নম্বর সম্ভাবনাটা আপনিও জানেন ডাক্তার,' হেসে বললো লমবার্ড। '*টনি মার্সটনকে হত্যা করা হয়েছে।*'

৩

'তাহলে ইথেল রজার্স?' দম বন্ধ ক'রে প্রশ্ন করলেন ডাক্তার।

'যেহেতু বারো ঘন্টায় দুটো আত্মহত্যার থিয়োরী আমি মেনে নিচ্ছি না,' ব্যাখ্যা করলো লমবার্ড, 'সেহেতু মার্সটনেরটা আত্মহত্যা হলে ইথেল রজার্সেরটা হত্যা। আর যদি ইথেল রজার্সেরটা আত্মহত্যা হয়, তাহলে মার্সটনেরটা হত্যা। আসলে আমি মনে করি এমন একটা থিয়োরী আমাদের বের করতে হবে যাতে দুটো মৃত্যুরই গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পওয়া যায়।'

'দেখা যাক আমি আপনাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি কিনা।' চিন্তিত মুখে বললেন ডাক্তার। তারপর টেবিলের উপর থেকে রাশান পুতুল হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে টমাস একটু আগে তাকে যা বলেছে সেই কথাগুলো তিনি লমবার্ডকে বললেন।

'হ্যাঁ, গতরাতে দশটা পুতুল ছিল,' লমবার্ড বললো। 'আপনি বলছেন এখন আছে মাত্র আটটা? দু'টো পুতুল গায়েব হয়ে গেছে?'

'ঠিক তাই,' মাথা নেড়ে বললেন ডাক্তার। তারপর তিনি 'হারাধনের দশটি ছেলে' ছড়াটার প্রথম চার লাইন আবৃত্তি করলেনঃ

'হারাধনের দশটি ছেলে বেড়ায় পাড়াময়,
একটি ম'লো বিষম খেয়ে রইলো বাকি নয়।
হারাধনের নয়টি ছেলে গেল নদীর ঘাট,
একটি ভোরে জাগলো না আর রইলো বাকি আট।'

ওরা দু'জনে দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। তারপর লমবার্ড ওর সিগারেটটা টোকা মেরে দূরে ফেলে দিল। হেসে বললো, 'ছড়ার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে আমাদের অবস্থা। টনি মার্সটন মরলো বিষম খেয়ে। ইথেল রজার্স ভোরবেলায় আর জাগলো না। রইলো বাকি আট।'

'তাহলে?' জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকালেন আর্মস্ট্রং।

'তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে মিস্টার অজ্ঞাতনামা একজন উন্মাদ।'

'আমিও তাই ভাবছি,' সায় দিলেন ডাক্তার। 'কিন্তু কে সে? টমাস বলছিল আমরা– মানে অতিথিরা ক'জন আর ওরা দুজন স্বামী-স্ত্রী বাদে এই দ্বীপে আর কেউ নেই।'

'হয়তো ও জানে না। অথবা মিথ্যে বলছে।'

'ওকে দেখে মনে হয় না মিথ্যে বলছে।' ডাক্তার বললেন, 'এমনিতেই ভয়ে লোকটা আধমরা হয়ে আছে।'

'এদিকে স্পীডবোটও লাপাত্তা।' আপনমনে বললো লমবার্ড, 'তার মানে আমরা এখন বন্দী। মিস্টার অজ্ঞাতনামা এবার ধীরে-সুস্থে তার কাজ সারবে।'

'লোকটা আস্ত উন্মাদ। বুঝতে পারছেন তো?' ডাক্তারের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। 'শুধু উন্মাদই নয়। উন্মাদ এবং খুনি!'

'ঠিক।' কি যেন চিন্তা করছে লমবার্ড। 'কিন্তু খুনিটা একটা ভুল করেছে।'

'ভুল! কি ভুল?'

'সে ভুলে গেছে যে এই দ্বীপে গাছপালা বনজঙ্গল কিছুই নেই। শুধু কতগুলো পাথর। লুকোনোর কোনো জায়গা নেই। আমরা দ্রুত দ্বীপটা খুঁজে ওকে বের ক'রে ফেলবো।'

'কিন্তু লোকটা তো বিপজ্জনক।' ডাক্তারের গলায় শংকা।

'বিপজ্জনক?' হাসলো লমবার্ড। 'জঙ্গলের নেকড়েও বিপজ্জনক। তাই বলে কি মানুষ নেকড়ে শিকার করে না?' একটু ভেবে নিয়ে আবার বললো, 'ব্লোরকে আমরা দলে নেব। ওর সাহায্য আমাদের দরকার। মহিলাদের এসব ব্যাপারে না জড়ানোই ভালো। আর বুড়োদের... মানে জেনারেল আর বিচারপতিকেও কিছু বলার দরকার নেই। আমরা তিনজনে মিলেই দ্বীপটা খুঁজে দেখবো।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১

বলা মাত্রই ব্লোর রাজি হলো। 'এই রাশান পুতুলের ব্যাপারটা বড় সাংঘাতিক,' বললো সে। 'পাগলামির একটা সীমা থাকা দরকার। তবে... আমি ভাবছি অন্য কথা।'

'কি কথা?' লমবার্ড জানতে চাইলো।

'ভাবছি বিষটা টনি মার্সটনের গ্লাসে এলো কিভাবে?'

'আমিও ব্যাপারটা নিয়ে ভেবেছি।' লমবার্ড বললো, 'গত রাতে মার্সটন বেশ কয়েকবার গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে নিয়েছে। আমার মনে আছে– শেষ ড্রিংক এবং তার আগেরটা, এ দুয়ের মাঝখানে বেশ লম্বা একটা বিরতি ছিল। এই সময়টায় সে তার গ্লাসটাকে এখানে ওখানে নানা জায়গায় রাখছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে গ্লাসটা একবার জানালার ধারের ছোট টেবিলটার উপরেও ছিল। জানালাটা তখন খোলাই ছিল। জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে যে কারও পক্ষে গ্লাসটার নাগাল পাওয়াও সম্ভব ছিল।'

'কিন্তু... সবার অগোচরে?' ব্লোর মৃদু আপত্তি জানালো।

'আমরা সবাই সেই সময় অস্থির একটা অবস্থার মধ্যে ছিলাম।' ব্লোর জবাব দিল।

'সত্যিই তো,' চিন্তিত মুখে সায় দিলেন আর্মস্ট্রং। 'আমাদের বিরুদ্ধে উদ্ভট সব অভিযোগ করা হচ্ছিল। এই নিয়ে আমরা ভীষণ উত্তেজিত ছিলাম, অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করছিলাম। অন্য কোনোদিকে তাকানোর মতো মনের অবস্থা তখন আমাদের ছিল না। এই পরিস্থিতিতে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে... অসম্ভব না।'

ব্লোর বললো, 'যেভাবেই ক'রে থাকুক, কাজটা যে করেছে তা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। এখন তাহলে অনুসন্ধান শুরু করা যাক।... কারো কাছে কি ছোটখাট কোনো অস্ত্র-টস্ত্র আছে?'

'আমার কাছে আছে একটা।' পকেট চাপড়ে বললো লমবার্ড।

ব্লোরের চোখ ছানাবড়া হলো। অবাক হয়ে সে প্রশ্ন করলো, 'আপনি কি এটা সবসময় সঙ্গে রাখেন?'

'রাখতে হয়।' উত্তর দিল লমবার্ড, 'মাঝে মাঝে বেশ কাজে লাগে।'

'ঠিকই বলেছেন,' সায় দিল ব্লোর। 'দ্বীপে সত্যিই যদি কোনো উন্মাদ খুনি লুকিয়ে থাকে তাহলে রিভলভারটা কাজে দেবে। আমার ধারণা– খুনির কাছে ছোরাছুরি থাকতে পারে, এমনকি আগ্নেয়াস্ত্র থাকাও অসম্ভব নয়।'

'আবার অনেক সময় এমনও হয় মিস্টার ব্লোর,' আর্মস্ট্রং মৃদু হেসে বললেন, 'খুনি হয়তো কোনো অস্ত্রই বহন করছে না। দেখে মনে হবে একেবারে সাধারণ নিরীহ একজন মানুষ।'

ব্লোর বললো, 'আমাদের অজ্ঞাতনামা বন্ধুটি তেমন নয় বলেই আমার ধারণা, ডক্টর আর্মস্ট্রং।'

২

শুরু হলো অনুসন্ধান অভিযান। কাজটা তেমন কঠিন হলো না। দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম দিকে পাড়টা খাড়াভাবে নিচে নেমে গেছে। দ্বীপের অন্য দিকে বৃক্ষহীন ধূ-ধূ খোলা মাঠ। আস্ত একটা মানুষ লুকিয়ে থাকার মতো তেমন কোনো জায়গা নেই। ওরা তিনজন দ্রুত পুরো জায়গাটা ঘুরে দেখল। বিশেষ ক'রে পাথরের আড়ালগুলো ভালোভাবে খুঁজে দেখল তারা। কোথাও কোনো গুহা আছে কিনা তা-ও খুঁজলো। না, তেমন কিছুই কোথাও নেই।

অবশেষে সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়ালো ওরা। দেখলো জেনারেল ম্যাকআর্থার উদাস চোখে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। জায়গাটা শান্ত আর নির্জন। শুধু ঢেউ ভাঙার শব্দ শোনা যাচ্ছে। দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে বসে আছেন জেনারেল। ওদের পায়ের শব্দেও ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন না তিনি।

দেখে মনে হয় ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন জেনারেল। ব্লোর তার দিকে এগিয়ে গেল। হালকা গলায় বললো, 'চমৎকার একটা জায়গা খুঁজে বের করেছেন, স্যার।'

ভুরু কুঁচকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন জেনারেল। বিড়বিড় ক'রে বললেন, 'সময় নাই... একদম সময় নাই। আমি একটু একলা থাকতে চাই. .'

অপ্রস্তুত হলো ব্লোর। বললো, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমরা আপনাকে বিরক্ত করবো না। দ্বীপটা আমরা ঘুরে দেখছিলাম। কেউ কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা খুঁজছিলাম।'

'বুঝতে পারছো না... তোমরা কিছুই বুঝতে পারছো না। প্লীজ, চলে যাও।'

ব্লোর ফিরে গেল। অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল অন্য দুজন। ব্লোর তাদের বললো, 'লোকটা বোধহয় পাগল হয়ে গেছে। উল্টাপাল্টা বকছে...।'

'কি বলছেন উনি?' কৌতূহল দেখালো লমবার্ড।

'বলছেন সময় নাই।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো ব্লোর, 'তাকে যেন বিরক্ত করা না হয়।'

'আমার মনে হয়...।' চিন্তিত মুখে কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল ডাক্তার।

৩

অনুসন্ধান প্রায় শেষ। উঁচু টিলাটার উপরে এসে দাঁড়ালো ওরা তিনজন। ডাঙার দিকে তাকিয়ে দেখলো। স্পিডবোটের পাত্তা নাই। হাওয়ার বেগ বাড়ছে। 'জেলেদের ডিঙিও দেখা যাচ্ছে না,' লমবার্ড বললো, 'ঝড় আসবে। এখান থেকে জেলেপল্লীটা দেখা যায় না। নাহলে হয়তো আমরা কোনোরকম সিগনাল বা বিপদ-সংকেত পাঠাতে পারতাম।'

ব্লোর বললো, 'রাতে আমরা আগুণ জ্বালাতে পারি।'

'তাতে আর কি লাভ হবে?' হতাশ গলায় বললো লমবার্ড।

'হবে না কেন?'

'কে জানে হয়তো জেলেপল্লীতেও বলা আছে– আমরা এখানে কয়েকদিন থাকবো। পিকনিক করবো...। কে জানে।'

'জেলেপল্লীর লোকেরা এসব কথা বিশ্বাস করবে?' সন্দেহ প্রকাশ করলো ব্লোর।

'কেন নয়?' মৃদু হেসে বললো লমবার্ড, 'অনেক সময় বানানো গল্পই বাস্তবের চেয়ে বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়, জানেন তো? নাহলে কে একথা বিশ্বাস করবে যে উন্মাদ এক লোক আমাদের এই দ্বীপে আটকে রেখে একে একে হত্যা করতে চেষ্টা করছে?'

'সত্যিই– বিশ্বাস করা কঠিন।' সায় দিলেন ডক্টর আর্মস্ট্রং, 'আমার নিজেরই এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না কটা। অথচ–'

'অথচ এটাই বাস্তব। নিষ্ঠুর সত্য।' অদ্ভুত হেসে বললো লমবার্ড।

খাড়া পাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে উঁকি দিচ্ছিল ব্লোর। 'এখান দিয়ে নিচে নেমে কেউ লুকিয়ে নেই তো?'

ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়লেন আর্মস্ট্রং। 'মনে হয় না,' বললেন তিনি। 'পাড়টা খুব খাড়া। তাছাড়া নিচে নেমে লুকোবেই বা কোথায়?'

'খাড়া পাড়ের গায়ে যদি কোনো গুহা থাকে?' ব্লোর বললো, 'একটা নৌকা থাকলে দ্বীপের চারপাশে চক্কর দিয়ে দেখে আসতে পারতাম।'

'নৌকা থাকলে তো বহু আগেই আমরা দ্বীপ ছেড়ে পালাতাম।' লমবার্ড বললো।

'তা অবশ্য ঠিক।'

একটু ভেবে নিয়ে লমবার্ড আবার বললো, 'একটা উপায় আছে। লম্বা শক্ত দড়ি লাগবে। দড়ি বেয়ে নিচে নেমে আমি দেখে আসতে পারি। হয়তো কেউ নেই, তবু–'

'দেখতে পারলে অবশ্য শিওর হওয়া যেত,' ব্লোর বললো। 'আমি দেখি খুঁজে বাড়ির মধ্যে দড়ি-টড়ি কিছু পাওয়া যায় কিনা।' বাড়ির দিকে রওনা দিল সে।

আকাশের দিকে তাকালো লমবার্ড। মেঘ জমতে শুরু করেছে। বাতাসের বেগ আরও বেড়েছে। আড়চোখে একবার ডাক্তারকে দেখলো সে। 'একেবারে চুপ মেরে গেলেন যে ডাক্তার। কি ভাবছেন?'

'ভাবছি... জেনারেল ম্যাকআর্থার কি সত্যিই পাগল হয়ে যাচ্ছেন... নাকি–'

৪

ভেরার খুব অস্থির অস্থির লাগছে। এমিলি ব্রেন্টের মুখে বিয়াত্রিসের আত্মহত্যার কথা শোনার পর থেকে বুড়িকে সে এড়িয়ে চলছে। দালানের এক কোনায় বসে উল বুনছে বুড়ি। অচেনা একটা মেয়ের মুখ আবার ভেসে উঠলো ভেরার মনে। পানির নিচ থেকে তাকিয়ে আছে সে। সুন্দর একটা মুখ, পানিতে ভিজে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ওর চুলে জলজ লতাপাতা জড়িয়ে গেছে...। আর এদিকে নিষ্ঠুর বুড়ি চেয়ারে বসে নির্বিকার ভাবে উল বুনে যাচ্ছে।

বাড়ির সামনে খোলা জায়গায় বেতের চেয়ারে বসে আছেন বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ। কুঁজো হয়ে বসে আছেন তিনি। দেখে মনে হয় তার মাথাটা ঘাড় সহ কাঁধের মধ্যে অনেকখানি দেবে গেছে। ভেরার মনের পর্দায় এবার ভেসে উঠলো কাঠগড়ায় দাঁড়ানো এক যুবকের ছবি। সোনালী চুল, নীল চোখের সেই যুবক অসহায় ভাবে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। তার চোখেমুখে ভয়ের ছাপ। কল্পনায় ভেরা দেখলো বিচারপতি নিজ হাতে কালো একটা টুপি দিয়ে ঢেকে দিলেন যুবকের মাথাটা। তারপর মৃত্যুদণ্ডাদেশ পড়ে শোনাতে লাগলেন...।

সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেল ভেরা। দেখলো দূরে বসে আছেন জেনারেল ম্যাকআর্থার। ভেরার পায়ের শব্দে ঘাড় ফেরালেন জেনারেল। তার দুই চোখে অদ্ভুত একটা দৃষ্টি, যেন ধ্যানের মধ্যে আছেন তিনি।

'ও, তুমি!' মনে হলো বহুদূর থেকে ভেসে এলো কথাটা।

ভেরা তার পাশে বসলো। বললো, 'চমৎকার জায়গাটা, তাই না?'

'হ্যাঁ, চমৎকার।' যেন স্বপ্নের ঘোরে কথা বলছেন জেনারেল। 'শান্ত নিরিবিলি... অপেক্ষা করার জন্য চমৎকার জায়গা...।'

'অপেক্ষা! কিসের অপেক্ষা?' অবাক হলো ভেরা।

'কেন, জানো না বুঝি? শেষের অপেক্ষা। আমরা সবাই শেষ হয়ে যাবো।'

'এসব কি বলছেন আপনি?' জেনারেলের অদ্ভুত কথাবার্তা শুনে ভেরার ভয় করছে এখন।

'ঠিকই বলছি।' শান্তভাবে বললেন জেনারেল, '*আমরা কেউ এই দ্বীপ ছেড়ে পালাতে পারবো না।* জানো নিশ্চয়ই– তবে শেষের সাথে সাথে যে মুক্তি আসবে, তা বোধহয় জানো না...।'

'মুক্তি! কিসের মুক্তি?'

'ও হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম– তোমার তো বয়স কম। মুক্তির আনন্দ যে কি, তা তুমি এখনো বুঝতে শেখোনি। শিখে যাবে, বয়সের সাথে সাথে শিখে যাবে... দুঃসহ বোঝা আর বহন করতে হবে না... এর যে কি আনন্দ, কি শান্তি তুমিও একদিন বুঝতে পারবে... ভারমুক্তির অপার আনন্দ...।'

'আপনি কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বলি শোনো।' যেন গোপন কথা বলছেন, এভাবে ফিসফিস ক'রে বললেন জেনারেল, 'লেসলিকে আমি ভালোবাসতাম... খুব ভালোবাসতাম... খুব...।'

'লেসলি কে? আপনার স্ত্রী?'

'হ্যাঁ, আমার স্ত্রী। খুব সুন্দরী ছিল। আর, কি ভীষণ হাসিখুশি প্রাণবন্ত!' একটু চুপ থেকে আবার বললেন, 'খুব ভালোবাসতাম ওকে। তাই কাজটা করেছি...।'

'কাজটা, মানে...?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন জেনারেল। 'এখন আর অস্বীকার ক'রে কি হবে? মারা তো যাবোই সবাই। *রিচমন্ডকে আমি মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছি।* এক অর্থে ওটা আসলে হত্যাই। অথচ আমি কিন্তু সারাজীবন আইন কানুন সবকিছু মেনেই চলেছি, সৎভাবে জীবন যাপন করেছি। কাজটাকে তখন ঠিক অপরাধ বলে মনে হয়নি। ভেবেছি ভালোই করেছি– বদমাশটাকে উচিত শাস্তিই দিয়েছি... অন্যের বউকে চুরি করার মজাটা বুঝুক। তাই ভেবেছি তখন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে...।'

'কি মনে হচ্ছে এখন?' কঠিন গলায় প্রশ্ন করলো ভেরা।

'ঠিক জানি না,' অসহায়ভাবে বললেন জেনারেল। 'ঠিক জানি না। লেসলী কি টের পেয়েছিল যে... বোধহয় না। কিন্তু ওকেই বা আমি কতটুকু বুঝেছি? আসলে– একটুও বুঝতে পারিনি। এতদিন পাশাপাশি বাস করলাম, অথচ...। আর এখন তো সে বহু দূরে, ধরাছোঁয়ার বাইরে। সে-ও মারা গেল, আমিও একা হয়ে গেলাম। একা এবং নিঃসঙ্গ...।'

'নিঃসঙ্গ! নিঃসঙ্গ!!' হঠাৎ চিৎকার ক'রে বললো ভেরা। ওর চিৎকার পাথরে পাথরে বাড়ি খেয়ে ফিরে এলো ওর নিজেরই কাছে।

'তুমিও খুশি হবে, দেখবে... যখন শেষের ঘন্টা বাজবে...।' আপনমনে বললেন জেনারেল।

ভেরা উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'আপনি এসব কি বলছেন, আমি জানি না।'

'আমি জানি মেয়ে... আমি জানি...।'

'আপনি কিছুই জানেন না।'

ভেরার কথার কোনো উত্তর দিলেন না জেনারেল। আবার দিগন্তের দিকে ফিরলেন তিনি। ফিসফিস ক'রে বললেন, 'লেসলী... লেসলী...।'

৫

হাতে একগাছা দড়ি নিয়ে ফিরলো ব্লোর। দেখলো আর্মস্ট্রং খাড়া পাড়ের কিনারায় উঁকি দিয়ে কি যেন দেখছেন। লমবার্ডকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। 'লমবার্ড কোথায়?' শংকিত গলায় প্রশ্ন করলো ব্লোর।

'ওদিকে কোথায় যেন গেছে,' সহজভাবে বললেন আর্মস্ট্রং। 'এখনি ফিরবে। দেখুন ব্লোর আমি খুব দুশ্চিন্তায় আছি।'

'আমরা সবাই দুশ্চিন্তায় আছি, ডাক্তার।'

'জানি জানি।' অধৈর্যভাবে হাত নাড়লেন ডাক্তার, 'আমি ভাবছি অন্য কথা। জেনারেল ম্যাকআর্থারের কথা।'

'কেন, তার কি হয়েছে?'

'না, তেমন কিছু হয়নি,' ডাক্তার বললেন। 'আমরা একটা উন্মাদকে খুঁজছি। জেনারেলের মধ্যে বেশ একটা পাগলামি ভাব দেখা যাচ্ছে...।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন জেনারেল খুনি?' ব্লোরের গলায় অবিশ্বাসের সুর।

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' ইতস্তত ক'রে বললেন আর্মস্ট্রং। 'আমি মানসিক রোগের ডাক্তার নই। এ বিষয়ে তেমন কিছু জানিও না। তাছাড়া জেনারেলের সঙ্গে আমার তেমন একটা কথাবার্তাও হয়নি...।'

'একটু পাগলাটে, তা ঠিক,' সায় দিয়ে বললো ব্লোর। 'কিন্তু আমার মনে হয় না যে–'

'বোধহয় আপনার কথাই ঠিক,' মনের সন্দেহটাকে ঝেড়ে ফেলে বললেন ডাক্তার। 'ঐ তো লমবার্ড এসে গেছে।'

একটা বড় পাথরের সঙ্গে রশিটাকে ভালোভাবে বাঁধা হলো। লমবার্ড বললো, 'আমি নামছি। আপনারা শুধু খেয়াল রাখবেন রশিতে যেন খুব বেশি টান না পড়ে।'

তরতর ক'রে রশি বেয়ে নেমে গেল লমবার্ড। ও দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে ব্লোর বললো, 'লোকটা দেখি বিড়ালের মতো ক্ষিপ্র।' ব্লোরের গলায় কেমন একটা সন্দেহের সুর।

'ও হয়তো মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং নিয়েছে। পাহাড় বাইতে জানে।' ডাক্তার বললেন।

'হতে পারে।' ব্লোর জবাব দিল। একটু চুপ থেকে সে যোগ করলো, 'কিন্তু লোকটা একটু অন্যরকম। আমার কি মনে হয় জানেন?'

'কি?'

'ওর মধ্যে কিছু একটা গড়বড় আছে।'

'কেমন গড়বড়?' জানতে চইলেন ডাক্তার।

'ঠিক জানি না,' চিন্তিত মুখে উত্তর দিল ব্লোর। 'তবে ওকে আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'কেন? বিশ্বাস না করার কি আছে?' হালকাভাবে বললেন ডাক্তার, 'ও হয়তো একটু অ্যাডভেঞ্চারাস টাইপ।'

'অ্যাডভেঞ্চারগুলো ভালো না মন্দ সেটাই হলো প্রশ্ন...' আপনমনে বিড়বিড় করলো ব্লোর। তারপর হঠাৎ জানতে চাইলো, 'আপনি কি সঙ্গে রিভলভার এনেছেন, ডাক্তার?'

'আমি? রিভলভার?' বড় বড় চোখ ক'রে ডাক্তার বললেন. 'আমি রিভলভার আনবো কেন?'

'তাহলেই বুঝুন। লমবার্ড রিভলভার এনেছে। কেন?'

থতমত খেয়ে ডাক্তার বললেন, 'হয়তো... সবসময় সে ওটা সঙ্গে রাখে... অভ্যেস।'

অবিশ্বাসের হাসি হাসলো ব্লোর। এই সময় দড়িতে টান পড়লো। ওরা দুজনে মিলে টেনে দড়িটাকে ধরে রাখলো। একটু পরে দড়ি আবার ঢিল হলো। তখন ব্লোর বললো, 'বেড়াতে আসবার সময় কেউ সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র আনে না। লমবার্ড এনেছে। নিশ্চয়ই এর পিছনে বিশেষ কোনো কারণ আছে।'

ডক্টর আর্মস্ট্রং একমত হতে পারছেন না। চিন্তিত মুখে ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়তে লাগলেন তিনি। দুজনেই ঝুঁকে দেখলেন লমবার্ড কতটা এগোলো। একটু পরেই সে উপরে উঠে এলো। ভালোভাবে খুঁজে দেখেছে সে। কিছুই পাওয়া যায়নি। 'ওখানে কেউ নেই।' কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললো লমবার্ড, 'বাকি থাকলো বাড়ির ভিতরটা।'

৬

বাড়ির বাইরের ছোট ছোট ঘরগুলো প্রথমে খুঁজে দেখা হলো। এরপর মূল বাড়ির ভিতরে শুরু হলো খোঁজা। আধুনিক স্থাপত্যের বাড়ি এটা। পুরোনো আমলের বাড়ির মতো এখানে কোনো চোরা কুঠুরি বা সেরকম কিছু নেই। খোলামেলা সহজ সরল ডিজাইনে তৈরি বাড়ি। নিচের তলাটায় প্রথমে খোঁজা হলো। বেডরুমগুলো ঘুরে দেখার সময় জানালা দিয়ে দেখা গেল বাড়ির সামনের খোলা জায়গাটায় টমাস ট্রে হাতে ড্রিংক সার্ভ করছে। ফিলিপ লমবার্ড মন্তব্য করলো, 'এত দুঃখের মধ্যেও নির্বিকারভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে লোকটা। সত্যি আশ্চর্য!'

'কাজের লোক হিসেবে টমাস সত্যিই ভালো। এটা স্বীকার করতেই হবে।' প্রশংসা করলেন ডাক্তার।

ব্লোর বললো, 'ওর স্ত্রী-ও ভালো রাঁধুনি ছিল। একথা স্বীকার না করলেও অন্যায় হবে। গতকালকের ডিনারটা সত্যিই অসাধারণ ছিল।'

শেষ বেডরুমটায় ঢুকলো সবাই। কয়েক মিনিট পরেই বেরিয়ে এলো তারা। কেউ কোথাও নেই। 'ঐ যে ওখানে একটা সিঁড়ি।' আঙুল দিয়ে দেখালো ব্লোর।

'ওটা সোজা উঠে গেছে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে।' ডক্টর আর্মস্ট্রং বললেন।

'ছাদের ঠিক নিচে নিশ্চয়ই একটা ঘর আছে,' ব্লোর বললো, 'যেখানে সাধারণত পানির ট্যাংক, সিসটার্ন এসব থাকে। ঐ জায়গাটা অবশ্যই খুঁজে দেখা দরকার। কেউ থাকলে ওখানেই থাকবে।'

এমন সময় মাথার উপরে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। কে যেন হালকা পায়ে হাঁটছে। তিনজনই শব্দটা শুনেছে। আর্মস্ট্রং ব্লোরের হাত চেপে ধরলেন। লমবার্ড ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে ফিসফিস ক'রে বললো, 'চুপ! ঐ যে, শোনা যাচ্ছে।' শব্দটা আবার শোনা গেল। কোনো সন্দেহ নেই। কেউ একজন হাঁটছে উপরে।

'লোকটা উপরের তলায় বেডরুমে আছে,' ফিসফিস ক'রে বললেন আর্মস্ট্রং। 'ওখানেই মিসেস রজার্সের মৃতদেহ রাখা আছে।'

'ভালো জায়গাটাই বেছে নিয়েছে শয়তানটা,' ব্লোরও ফিসফিসিয়ে বললো। 'ওখানে সহজে কেউ যাবে না। চুপ! সবাই চুপ!'

পা টিপে টিপে ওরা দোতলায় উঠে এলো। বেডরুমের দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালো সবাই। ভিতরে শব্দ হচ্ছে। নিশ্চয়ই কেউ আছে ভিতরে। ব্লোর ফিসফিসিয়ে বললো, 'এখন!' এক ধাক্কায় দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো সে। পিছে পিছে অন্য দুজন। ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো সবাই। ঘরের মধ্যে টমাস। ওর দু'হাত ভর্তি কাপড়-চোপড়।

৭

সবার আগে ব্লোরই সামলে নিল। তাড়াতাড়ি বললো, 'দুঃখিত টমাস, দুঃখিত। ঘরের মধ্যে পায়ের আওয়াজ শুনে আমরা ভাবলাম–' থেমে গেল ব্লোর।

'আমার জিনিসগুলো এঘর থেকে সরিয়ে নিচ্ছি,' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বললো টমাস। 'একতলার যে কোনো একটা খালি ঘরে যদি থাকি, কারো কোনো অসুবিধা হবে কি? সবচেয়ে ছোট ঘরটা হলেও আমার চলে যাবে।'

ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে সে কথাগুলো বলছিল। ডাক্তার তাড়াতাড়ি বললেন, 'না না, কোনো অসুবিধা হবে না।' বলতে বলতে তিনি একবার আড়চোখে চাদর ঢাকা মৃতদেহটার দিকে তাকালেন।

টমাস বললো, 'ধন্যবাদ স্যার।'

দু'হাতে একগাদা জিনিসপত্র নিয়ে সে নিচে চলে গেল। ডক্টর আর্মস্ট্রং বিছানার কাছে গিয়ে চাদরটা সরিয়ে মিসেস রজার্সের মৃত মুখটা একবার দেখলেন। দেখে মনে হয় শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন মহিলা। সারা মুখে প্রশান্তির ছাপ। উদ্বেগ উৎকণ্ঠার চিহ্নমাত্র নেই। 'ইস! আমার যন্ত্রপাতিগুলো যদি নিয়ে আসতাম!' আফসোস করলেন আর্মস্ট্রং, 'তাহলে জানা যেত মৃত্যুর আগে মিসেস রজার্সকে কি খাওয়ানো হয়েছিল।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি, 'যাক গে, আমাদের কাজটা এখন শেষ করা যাক। আমার মন অবশ্য বলছে কিছুই খুঁজে পাবো না আমরা।'

ব্লোর বললো, 'একটু আগেই টমাসকে আমরা নিচে দেখলাম। আর এরই মধ্যে ও এখানে এসে হাজির! ব্যাটা ম্যাজিক জানে নাকি?'

'সত্যি ম্যাজিকের মতোই ব্যাপার।' সায় দিল লমবার্ড।

ছাদের নিচের সেই অপ্রশস্ত অন্ধকার জায়গাটাও খুঁজে দেখলো ওরা। ওখানে পানির ট্যাংক, সিসটার্ন আর পাইপ ছাড়া আর কিছুই নাই। স্যাঁতস্যাঁতে ঘরটা মাকড়সার জালে ভর্তি। ওদের চোখেমুখে মাকড়সার জাল আর কালিঝুলি লেগে গেল। ওখানে কেউ লুকিয়ে নেই।

তাড়াতাড়ি ওরা অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে ঘরটা থেকে বেরিয়ে এলো। খোলা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আলো-বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ওরা তিনজন পরস্পরের দিকে তাকালো। তিনজনের মনে তখন একটাই চিন্তা– *হারাধনের আটটি ছেলে বাদে দ্বীপে আর কেউ নেই।*

নবম পরিচ্ছেদ

১

'তাহলে দেখা যাচ্ছে ভয়ংকর অজ্ঞাতনামা বলে আসলে কেউ নেই,' লমবার্ড বললো। 'কাকতালীয়ভাবে পরপর দুটো মৃত্যু ঘটেছে। হয়তো আত্মহত্যাই... আর তাই দেখে আমরা উল্টাপাল্টা ভাবতে শুরু করেছি।'

'কিন্তু আমাদের যুক্তিগুলো তো ভুল নয়।' আপত্তি তুললেন আর্মস্ট্রং, 'আমরা সবাই একবাক্যে বলেছি যে টনি মার্সটন আত্মহত্যা করার মতো ছেলে নয়।'

'কিন্তু এটা তো একটা দুর্ঘটনাও হতে পারে,' লমবার্ড বললো।

'দুর্ঘটনা হবে কিভাবে?' এবার আপত্তি জানালো ব্লোর, 'ভুলে যাবেন না মার্সটনের গ্লাসে সায়ানাইড ছিল।' একটু চুপ থেকে ব্লোর আবার বললো, 'তবে, মহিলার মৃত্যুটা...।'

'মিসেস রজার্সের মৃত্যু?'

'হ্যাঁ।' মাথা নাড়লো ব্লোর, 'ওটা দুর্ঘটনা হলেও হতে পারে।'

'কিরকম?' প্রশ্ন করলো লমবার্ড।

উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ অপ্রতিভ হয়ে পড়লো ব্লোর। ওর ফর্সা মুখটা একটু লাল হলো। তবু যেন জোর ক'রেই সে বললো, 'ইয়ে... দেখুন ডক্টর... আপনি তো মিসেস রজার্সকে কিছু একটা দিয়েছিলেন?'

'কিছু দিয়েছিলাম মানে?' স্থির চোখে ব্লোরের দিকে তাকালেন ডাক্তার।

'না মানে... সেদিন সন্ধ্যায়। আপনিই বলেছিলেন মিসেস রজার্সকে আপনি ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলেন।'

'ও হ্যাঁ, সাধারণ একটা ঘুমের ওষুধ।'

'কি ছিল সেটা?'

'ট্রায়োনালের একটা হালকা ডোজ। খুব সাধারণ ঘুমের ওষুধ।'

এবার কথা বলতে গিয়ে ব্লোরের মুখটা আরও লাল হলো। তবু সে বললো, 'দেখুন... সরাসরিই বলি... ওভারডোজ হয়ে যায়নি তো?'

'কি বলছেন এসব?' রেগে গেলেন ডাক্তার।

'না, মানে... ভুলও তো হতে পারে?' ইতস্তত ক'রে বললো ব্লোর, 'ডাক্তাররাও তো ভুল করে, তাই না?'

'তেমন কিছু ঘটেনি।' দৃঢ়ভাবে বললেন আর্মস্ট্রং, 'এরকম ভাবাটাই অন্যায়।' একটু চুপ থেকে তিনি শীতল গলায় প্রশ্ন করলেন, 'নাকি আপনি ভাবছেন আমি ইচ্ছে ক'রেই মহিলাকে ট্রায়োনালের ওভারডোজ দিয়েছি?'

ফিলিপ লমবার্ড তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললো, 'প্লীজ আপনারা থামুন। এভাবে আন্দাজের ওপর দোষারোপ করা মোটেও ঠিক হচ্ছে না।'

'আমি দোষ দিচ্ছি না,' ব্লোর বললো। 'শুধু একটা সম্ভাবনার কথা বলছি–।'

পরিস্থিতি সহজ করার জন্য ডাক্তার হাসতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু হাসিটা ঠিক স্বতস্ফূর্ত হলো না। শেষে শুকনো হাসি হেসে তিনি বললেন, 'ওরকম ভুল করার ডাক্তারদের কোনো সুযোগ নেই, মিস্টার ব্লোর।'

'সুযোগ নেই?' বাঁকা হাসি হাসলো ব্লোর। 'অজ্ঞাতনামার অভিযোগটা যদি সত্যি হয়, তাহলে তো এরকম ভুল আপনি আগেও করেছেন, ডক্টর।'

আর্মস্ট্রংয়ের মুখটা সাদা হয়ে গেল। ফিলিপ লমবার্ড রাগী গলায় ব্লোরকে বললো, 'এভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা আপনার একেবারেই উচিত হচ্ছে না। এখন আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তাছাড়া, আপনার বিরুদ্ধেও তো অভিযোগ আছে, মিস্টার ব্লোর?'

'অভিযোগ?' এক পা এগিয়ে এসে উদ্ধতভাবে বললো ব্লোর, 'কিসের অভিযোগ? ওটা তো একটা মিথ্যা কথা। ডাঁহা মিথ্যা! আর... আপনার সম্পর্কেও আমার কিছু প্রশ্ন আছে, মিস্টার লমবার্ড।'

'আমার সম্পর্কে?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলো লমবার্ড।

'হ্যাঁ। বেড়াতে আসার সময় আপনি কেন রিভলভারটা সঙ্গে এনেছেন, জানতে পারি কি?'

'জানতে চান?'

'হ্যাঁ, জানতে চাই।'

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে লমবার্ড বললো, 'আপনাকে দেখে যতোটা সহজ-সরল মনে হয়, আপনি আসলে তা নন, মিস্টার ব্লোর।'

'হতে পারে। এখন রিভলভারটা সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?'

হাসলো লমবার্ড। 'আসলে এখানে কিছু গন্ডগোল হতে পারে, এরকম আশংকা আমার আগে থেকেই ছিল।'

'তাই নাকি?' সন্দেহের সুর ব্লোরের গলায়। 'কিন্তু গত রাতে তো এসব কথা বলেননি?'

ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়লো লমবার্ড। ব্লোর আবার বললো, 'তাহলে তো বলতে হয় আপনি কিছু লুকোচ্ছিলেন।'

'তা বলতে পারেন।' স্বীকার করলো লমবার্ড।

'বেশ, তাহলে এখন সেটা খোলসা করুন, দয়া ক'রে।' শ্লেষ মেশানো গলায় বললো ব্লোর।

'আমি এখানে অতিথির ছদ্মবেশ ধ'রে এসেছি।' ধীরে ধীরে বললো লমবার্ড, 'কিন্তু আমি আসলে অতিথি নই। জন মরিস নামে রহস্যময় এক লোক আমাকে একটা কাজের দায়িত্ব দিয়েছে। কাজটা হলো অতিথির ছদ্মবেশে এখানে এসে অতিথিদের উপর নজর রাখা। এই কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে মরিস আমাকে একশ গিনি দিয়েছে।'

'তারপর?' অধৈর্যভাবে প্রশ্ন করলো ব্লোর।

'তারপর আর কিছু নেই।' লমবার্ড হাসলো।

ডক্টর আর্মস্ট্রং বললেন, 'আর কিছু বলেনি?'

'না,' লমবার্ড উত্তর দিল। 'আর কিছুই বলেনি। কেন নজর রাখতে হবে, কি ঘটতে পারে কিছুই না। অফারটা দিয়ে বললো ইচ্ছে হলে অফারটা নিতে পারি, ইচ্ছে না হলে নাই– ব্যস। টাকার আমার খুব দরকার ছিল। অফারটা নিলাম।'

'কথাটা গত রাতে কেন বলেননি?' সন্দেহের সুরে প্রশ্ন করলো ব্লোর।

'কিভাবে বলবো?' যুক্তি দেখালো লমবার্ড, 'এরকম একটা ক্রাইসিস মোকাবেলা করার জন্যই যে আমাকে নিয়োগ দেয়া হয়নি, তা আমি কিভাবে জানবো? সেজন্যই কিছু বলিনি।'

'তা, এখন আপনি কি ভাবছেন?' প্রশ্নটা করলেন ডক্টর আর্মস্ট্রং।

লমবার্ডের মুখটা শক্ত হয়ে গেল। সে বললো, 'এখন আমি অবস্থাটা পুরোপুরি বুঝতে পারছি। একশ গিনির টোপ দিয়ে আমাকে এখানে টেনে আনা হয়েছে। আর সবার মতো আমিও এখানে বন্দী। খুনির হাতে বন্দী। টনি মার্সটন আর ইথেল রজার্সের মৃত্যুই এর প্রমাণ। পুতুলগুলোর রহস্যজনক গায়েব হয়ে যাওয়াও এটা প্রমাণ করছে যে আমরা সবাই বন্দী এক উন্মাদ খুনির হাতে। কিন্তু প্রশ্ন হলো– খুনিটা কোথায়?'

এই সময় নিচে লাঞ্চের ঘন্টা বেজে উঠলো।

২

ডাইনিং রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে টমাস। ওদের তিনজনকে দেখে সে এগিয়ে এলো। বললো, 'লাঞ্চের আয়োজন যতটা সম্ভব ভালো করতে চেষ্টা করেছি, স্যার। ঠান্ডা মাংস, কলিজা, আলু সেদ্ধ আছে। কিছু চীজ, বিস্কিট আর ফলমূলও রেখেছি।'

লমবার্ড বললো, 'ভালোই তো মনে হচ্ছে। স্টকে যথেষ্ট খাবার-দাবার আছে তো?'

'আছে। খাবারের কোনো অভাব নেই। বেশির ভাগই অবশ্য টিনের খাবার। এছাড়া আর উপায় কি বলুন? দ্বীপে থাকতে হলে তো টিনফুডের স্টক রাখতেই হবে।'

লমবার্ড মাথা নেড়ে সায় দিল। টমাস বলতেই থাকলো, 'কিন্তু ফ্রেড কেন যে এলো না কে জানে। সত্যি দুর্ভাগ্যজনক।'

'হ্যাঁ দুর্ভাগ্যজনক।' অন্যমনস্কভাবে সায় দিল লমবার্ড।

মিস ব্রেন্ট প্রবেশ করলেন। তাঁর হাতে উল আর কাঁটা। কিছু একটা বলতে হয়, তাই তিনি বললেন, 'আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে। জোর হাওয়া দিচ্ছে। সমুদ্র একটু একটু ক'রে অশান্ত হচ্ছে।'

ধীর পদক্ষেপে বিচারপতি ওয়ারগ্রেভকে আসতে দেখা গেল। আসন গ্রহণ ক'রে তিনি বললেন, 'আপনাদের তিনজনকে বেশ ব্যস্ত দেখলাম আজ মনে হলো।'

ভেরা ক্লেথর্ন হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকলো। প্রায় দৌড়ে এসেছে সে। এসেই বললো, 'দেরি ক'রে ফেলিনি তো?'

এমিলি ব্রেন্ট উত্তর দিলেন, 'না না। জেনারেলও এখনো আসেননি।'

টেবিল ঘিরে বসেছে সবাই। টমাস জিজ্ঞেস করলো, 'আপনারা কি শুরু করবেন না জেনারেলের জন্য অপেক্ষা করবেন?'

ভেরা বললো, 'জেনারেলকে দেখলাম সমুদ্রের ধারে বসে আছেন। লাঞ্চের ঘন্টা শুনেছেন কিনা কে জানে। তাকে আজকে কেমন একটু... আনমনা দেখলাম।'

'আমি তাহলে যাই,' টমাস বললো, 'জেনারেলকে ডেকে আনি।'

'না না, আমিই যাচ্ছি।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আর্মস্ট্রং। 'আপনারা বরং শুরু করুন।'

ডাইনিং রুমের দরজা দিয়ে বেরোতে বেরোতে আর্মস্ট্রং শুনলেন পিছনে টমাস বলছে, 'আপনাকে কি দেব ম্যাডাম? ঠান্ডা মাংস না কলিজা?'

৩

খাবার টেবিলে কথাবার্তা তেমন জমছে না। জানালায় বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে। ভেরা বললো, 'ঝড় আসছে।'

'আমি যখন প্লাইমাউথ থেকে আসছিলাম,' ব্লোর বললো, 'ট্রেনে আমার পাশে এক বুড়ো বসেছিল। বোধহয় নাবিক। সে বারবার বলছিল ঝড় উঠবে, প্রচন্ড ঝড় উঠবে। বুড়োর কথাটা দেখি সত্যি হয়ে গেল।'

টমাস ঘুরে ঘুরে সার্ভ করছিল। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ালো। কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, 'কে যেন দৌড়ে আসছে...!'

সবাই শুনলো বাইরে পায়ের শব্দ। দৌড়ে আসছে কেউ। মুহূর্তে সবাই বুঝে গেল কি ঘটেছে। উঠে দাঁড়ালো সবাই, অপলকে তাকিয়ে থাকলো দরজার দিকে। হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকলেন আর্মস্ট্রং। বললেন, 'জেনারেল ম্যাকআর্থার...।'

ভেরার গলা থেকে বোমার মতো বেরোলো শব্দটা। 'মৃত???'

হাঁপাতে হাঁপাতেই আর্মস্ট্রং বললেন, 'হ্যাঁ... মৃত।' ঘরের ভিতর পিনপতন নীরবতা। ওরা সাতজন পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকলো।

৪

জেনারেলের মৃতদেহ যখন দরজা দিয়ে ঢুকছে ঠিক তখন শুরু হলো ঝড়। হলঘরের মাঝখানে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। ঝড়-বৃষ্টির তুমুল শব্দ শোনা যাচ্ছে খোলা দরজা দিয়ে।

ব্লোর আর আর্মস্ট্রং ধরাধরি ক'রে জেনারেলের দেহটাকে ওপরে নিয়ে গেল। ভেরা হঠাৎ চলে এলো ডাইনিং রুমে। ঘরটা একটু আগে যেমন ছিল, এখনও ঠিক তেমনি আছে, কিছুই বদলায়নি। খাওয়ার শেষে মিষ্টি দেওয়া হয়েছিল, সেই মিষ্টি তেমনি পড়ে আছে। কেউ ছুঁয়েও দেখেনি। টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো ভেরা। দু'এক মিনিট পরেই টমাস ঢুকলো ভিতরে। ভেরাকে দেখে ইতস্তত ক'রে বললো, 'ও মিস, আপনি এখানে! আমি... দেখতে এসেছিলাম...।'

'হ্যাঁ টমাস, তোমার কথাই ঠিক।' ভেরার গলার স্বরটা কেমন অন্যরকম শোনাচ্ছে। 'আমরা মানুষ সাতজন... পুতুলও সাতটা...!'

৫

জেনারেল ম্যাকআর্থারকে তার ঘরে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো। ডক্টর আর্মস্ট্রং শেষবারের মতো দেহটাকে পরীক্ষা করলেন। তারপর নিচে নেমে এলেন। বাকি সবাই হলঘরে জড়ো হয়েছে। মিস ব্রেন্ট মনোযোগ দিয়ে উল বুনছেন। ভেরা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে। ব্লোর চুপচাপ বসে আছে চেয়ারে। লমবার্ড অস্থিরভাবে পায়চারি করছে ঘরের ভেতর। উঁচু হাতলওয়ালা একটা চেয়ারে বসে আছেন বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ। তার চোখ দুটো আধবোঁজা। ডাক্তার ঘরে ঢোকা মাত্রই তিনি চোখ মেলে তাকালেন। জিজ্ঞাসু চোখে প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে... ডাক্তার?'

ডাক্তারের মুখটা ফ্যাকাশে। তিনি বললেন, 'জেনারেলের মাথায় পেছন থেকে আঘাত করা হয়েছে। ভারি কিছু দিয়ে। তাতেই তার মৃত্যু হয়েছে।'

মৃদু একটা গুঞ্জন উঠলো। গুঞ্জন ছাপিয়ে শোনা গেল বিচারপতির গলা। 'ভারি অস্ত্রটা কি পাওয়া গেছে?'

'না।'

'আপনি নিশ্চিত যে এটা হত্যা?'

'একশো ভাগ নিশ্চিত।'

'তাহলে আর কোনো সন্দেহ রইলো না...।' শান্তভাবে বললেন বিচারপতি।

আজকে সকাল থেকে এতক্ষণ তিনি চুপচাপ বসে ছিলেন। বেশি কথাও বলেননি। কোর্টে যেভাবে তিনি বিচার প্রক্রিয়া শুরু করেন, প্রায় সেভাবেই এখন শুরু করলেন, 'জেন্টেলমেন! আজ সকালে আমি চুপচাপ বসে আপনাদের কর্মকান্ড দেখছিলাম। আপনারা সারা দ্বীপ খুঁজে দেখেছেন– নিশ্চয়ই সেই অজ্ঞাতনামাকে খুঁজছিলেন, তাই না?'

'জ্বী, স্যার।' ক্যাপ্টেন লমবার্ড বললো।

'বেশ।' বিচারপতি বলে চললেন, 'আমি ধরে নিচ্ছি আপনারা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে মিসেস রজার্স এবং টনি মার্সটনের মৃত্যুর কারণ আত্মহত্যা নয়। আমার নিজেরও এরকমই ধারণা। আমি আরও ধরে নিচ্ছি আপনারা এখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছেন মিস্টার ওয়েন কেন আমাদের এখানে ডেকে এনেছেন।'

'লোকটা একটা পাগল! একটা উন্মাদ!' প্রায় চেঁচিয়ে বললো ব্লোর।

'এতে কোনো সন্দেহ নেই।' সায় দিলেন বিচারপতি। 'কিন্তু তাতে আমাদের অবস্থার কোনো হেরফের হচ্ছে না। এখন আমাদের চেষ্টা হবে আত্মরক্ষা করা।'

'কিন্তু আমরা পুরো দ্বীপটা খুঁজে দেখেছি,' কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন আর্মস্ট্রং। 'কেউ কোথাও নেই।'

'ঠিক।' একমত হলেন ওয়ারগ্রেভ। 'দ্বীপে এখন আমরা সাতজন ছাড়া আর কেউ নেই। আজ সকালেই আমি এটা বুঝতে পেরেছি। আমি আরও বুঝতে পেরেছিলাম যে আপনাদের অনুসন্ধান ব্যর্থ হবে। তবে এটাও ঠিক মিস্টার ওয়েন এই দ্বীপেই আছেন। অবশ্যই আছেন। প্রচলিত আইনে যেসব অপরাধের বিচার করা সম্ভব নয়, সেইসব অপরাধের বিচার করতে চান তিনি। শাস্তি দিতে চান অপরাধীদের। এই হচ্ছে তার পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা কার্যকর করার সবচেয়ে সহজ উপায় তিনি বেছে নিয়েছেন। অতিথির ছদ্মবেশে তিনি এই দ্বীপে এসেছেন। সহজভাবে বললে বলতে হয় আমাদের মধ্যেই লুকিয়ে আছেন মিস্টার ওয়েন।'

৬

'এ কি কথা! না না!' ভেরা প্রায় ফুঁপিয়ে উঠলো।

বিচারপতি ভেরার দিকে তাকালেন। 'ইয়াং লেডী,' বললেন তিনি, 'আমরা বিশ্বাস করি বা না করি, বাস্তব বড়ই নিষ্ঠুর। সত্য প্রায়ই কঠিন। আমাদের সামনে সমূহ বিপদ। আমাদের মধ্যেই একজন মিস্টার ইউ.এন.ওয়েন। কিন্তু কে? আমরা জানি না। আমরা দশজন মানুষ দ্বীপে এসেছিলাম। তার মধ্যে তিনজন মৃত। তাদের আমরা বাদ দিতে পারি। টনি মার্সটন, ইথেল রজার্স এবং জেনারেল ম্যাকআর্থার সবরকম সন্দেহের উর্ধ্বে চলে গেছেন। বাকি আমরা সাতজন। এই সাতজনের একজনই সেই অজ্ঞাতনামা।' একে একে সবার মুখের দিকে তাকালেন বিচারপতি। তারপর প্রশ্ন করলেন, 'এ বিষয়ে কি সবাই একমত?'

'বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে,' আর্মস্ট্রং বললেন। 'কিন্তু আমার মনে হয় আপনার কথাই ঠিক।'

ব্লোর বললো, 'কোনো সন্দেহ নেই। আর লোকটা কে, তা-ও আমি–'

হাত তুললেন বিচারপতি। 'সেই প্রসঙ্গ একটু পরে,' বললেন তিনি। 'আপাতত আমরা একমত কিনা সেটাই বিবেচ্য।'

উল বুনতে বুনতেই এমিলি ব্রেন্ট বললেন, 'আপনার কথায় যুক্তি আছে। আমি একমত– আমাদের মধ্যেই কারো ওপর শয়তান ভর করেছে।'

ভেরা ফিসফিস ক'রে বললো, 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না..'

ওয়ারগ্রেভ প্রশ্ন করলেন, 'লমবার্ড?'

'আমি একমত স্যার। সম্পূর্ণ একমত।'

সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা নাড়লেন ওয়ারগ্রেভ। 'বেশ,' বললেন তিনি। 'এবার দ্বিতীয় প্রসঙ্গ। কাউকে বিশেষভাবে সন্দেহ করার কোনো কারণ আছে কিনা দেখা যাক। এ বিষয়ে মিস্টার ব্লোর বোধহয় কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। মিস্টার ব্লোর?'

'লমবার্ডের কাছে একটা রিভলভার আছে। গতরাতে সে আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু লুকিয়েছে। আজকে সে সেটা স্বীকারও করেছে।' হড়বড় ক'রে বললো ব্লোর।

'ঘটনাটা তাহলে আবার খুলে বলি।' শ্লেষের হাসি হেসে বললো লমবার্ড। তারপর সে সকালে তার নিয়োগ পাওয়ার বিষয়ে ব্লোর আর আর্মস্ট্রংকে যা বলেছিল তা আবার সবাইকে শোনালো।

লমবার্ডের কথা শেষ হতেই ব্লোর বললো, 'তোমাকে যে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তার প্রমাণ কি? তোমার মুখের কথা ছাড়া আর তো কোনো প্রমাণ নেই।'

'দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সবার অবস্থাই এরকম.' বিচারপতি বললেন। 'মুখের কথা ছাড়া নিজের স্বপক্ষে আমাদের কারোই কোনো প্রমাণ নেই। এ সত্যিই এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। এখান থেকে যুক্তি দিয়ে এগোনোর একটাই পথ আছে। মেথড অফ এলিমিনেশন। সোজা কথায় সন্দেহের উর্ধে আছে এমন কাউকে আমরা পাই কিনা একে একে খুঁজে দেখা।'

'আমি একজন প্রখ্যাত ডাক্তার।' তাড়াতাড়ি বললেন আর্মস্ট্রং, 'আমি উন্মাদ খুনির মতো আচরণ করবো এটা নিশ্চয়ই কেউ বিশ্বাস করবে না।'

'আমিও একজন বিখ্যাত বিচারপতি,' মৃদু হেসে বললেন ওয়ারগ্রেভ। 'কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয়? কিছুই না। ডাক্তার অথবা বিচারক উন্মাদের মতো আচরণ করেছে এরকম ভুরিভুরি উদাহরণ আছে।' এরপর ব্লোরের দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন, 'অথবা ধরা যাক পুলিশের কথা। তাদের মধ্যেও নিশ্চয়ই উন্মাদ খুঁজে পাওয়া যাবে।'

'অন্তত মহিলাদের সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায়।' লমবার্ড প্রস্তাব করলো।

ভুরু তুলে লমবার্ডের দিকে তাকালেন বিচারপতি। শ্লেষের সুরে বললেন, 'আপনি কি বলতে চাইছেন কোনো মহিলা কখনো কাউকে হত্যা করেনি?'

'না ঠিক তা নয়।' একটু ইতস্তত করলো লমবার্ড। 'তবে আমাদের এখানে... মনে হয় না...।'

ওয়ারগ্রেভ এবার ডাক্তারকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা আপনিই বলুন ডাক্তার। জেনারেলের মাথায় যে আঘাত দেখেছেন, শারীরিক সামর্থের কথা বিবেচনা করলে, একজন মহিলার পক্ষে কি এরকম আঘাত করা সম্ভব?'

'খুব সম্ভব,' উত্তর দিলেন ডাক্তার। 'যদি তার হাতে বড়সড় একটা হাতুড়ি বা তেমন কোনো ভারি অস্ত্র থাকে।'

'তার মানে এরকম আঘাত করার জন্য ভয়ানক বলবান ব্যক্তি হতে হবে এমন কোনো কথা নেই?'

'না, এমন কোনো কথা নেই।'

কচ্ছপের মতো ঘাড়টা নাড়িয়ে ওয়ারগ্রেভ এবার বলতে লাগলেন, 'অন্য দুটো হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বিষের ক্রিয়ায়। পুরুষ নারী যে কারো পক্ষেই এটা ঘটানো সম্ভব। এ নিয়ে নিশ্চয়ই তর্কের কোনো সুযোগ নেই।'

ভেরা চিৎকার ক'রে বললো, 'আমার মনে হয় আপনি পাগল হয়ে গেছেন।'

ধীরে ধীরে মাথা ঘুরিয়ে ভেরার দিকে তাকালেন বিচারপতি। নির্বিকার গলায় বললেন, 'ইয়াং লেডী, আবেগকে সংযত করতে চেষ্টা করুন। আপনি দোষী একথা আমি বলছি না।' এরপর মিস ব্রেন্টের দিকে তাকিয়ে যোগ করলেন, 'মিস ব্রেন্ট, আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না, যদি আমি বলি– আমরা কেউই সন্দেহের উর্ধ্বে নই।'

এমিলি ব্রেন্ট উল বুনছিলেন। চোখ না তুলেই ঠান্ডা গলায় উত্তর দিলেন, 'আমি কোনো মানুষকে হত্যা করতে পারি– এটা আমাকে যারা চেনে তারা কেউ স্বপ্নেও কল্পনা করবে না। আর এখানে তো একটা নয়, তিন তিনটা হত্যাকাণ্ড হয়েছে। তবে একথাও ঠিক– আমরা যারা এখানে আছি, কেউ কাউকে চিনি না। সেক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত সবাই সন্দেহের তালিকায় থাকবে এটাই বোধহয় ঠিক। আর একটা কথা... আমাদের কারো উপরে শয়তান ভর করেছে– এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।'

'তাহলে আমরা সবাই একমত,' বললেন বিচারপতি। 'কেউই সন্দেহের উর্ধ্বে নয়।'

লমবার্ড প্রশ্ন করলো, 'টমাসও?'

'কেন নয়?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন বিচারপতি।

'আমার তো মনে হয় টমাসকে বাদ দেওয়া উচিত।'

'কিসের ভিত্তিতে?'

'এত বুদ্ধি ওর আছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া যারা মারা গেছে তাদের মধ্যে টমাসের স্ত্রীও আছে।'

আবার ভুরু উঁচু হলো বিচারপতির। বললেন, 'ইয়াংম্যান, আমার আদালতে বহু লোক কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছে স্ত্রী হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে। এবং তাদের অনেকের অভিযোগ প্রমাণিতও হয়েছে।'

'শুধু স্ত্রী হত্যার কথা বলছি না আমি,' লমবার্ড যুক্তি দেখালো। 'আমি বলছি টমাসকে উন্মাদ ওয়েনের ভূমিকায় আমি ভাবতে পারছি না– যে ওয়েন আমাদের বিচার করতে চায়। ওয়েন সেজে সে নিজের বউকে খুন করবে এমন এক অপরাধের জন্য, যে অপরাধ ওরা দুজনে মিলে করেছে– এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'আপনি ধরেই নিয়েছেন অপরাধটা ঘটেছে,' পাল্টা যুক্তি দিলেন বিচারপতি। 'আপনি কানকথায় বিশ্বাস করছেন মিস্টার লমবার্ড। আমরা কিন্তু এখনো নিশ্চিতভাবে জানি না টমাস ও তার স্ত্রী সেই বৃদ্ধাকে হত্যা করেছে কিনা। এমনও তো হতে পারে অভিযোগটা মিথ্যা, এটা একটা ক্যামোফ্লেজ– টমাসের আসল পরিচয়টা গোপন রাখার জন্যই এই মিথ্যা অভিযোগ সাজানো হয়েছে? আবার এমনও হতে পারে মিসেস রজার্সকে যে আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত দেখেছি তার কারণ সম্পূর্ণ অন্য কিছু। হয়তো তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তার স্বামী উন্মাদ খুনির মতো আচরণ করছে?'

'আচ্ছা ঠিক আছে, মেনে নিচ্ছি,' লমবার্ড বললো, 'আমাদের মধ্যে কেউ একজন পাপিষ্ঠ ওয়েন– আমরা কেউই সন্দেহের উর্ধ্বে নই।'

'বেশ, আমরা তাহলে একমত।' সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বললেন বিচারপতি, 'এবার তথ্যগুলো যাচাই ক'রে দেখা যাক– এমন কেউ আছে কিনা যার পক্ষে ঘটনাগুলো ঘটানো সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ টনি মার্সটনকে বিষ খাওয়ানো, মিসেস রজার্সকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া এবং জেনারেল ম্যাকআর্থারকে আঘাত করা– এই ঘটনাগুলো ঘটানো কারো পক্ষে অসম্ভব এমন কেউ আমাদের মধ্যে আছে কিনা।'

ব্লোরের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সোৎসাহে সে বললো, 'হ্যাঁ, এবার আপনি আসল কথায় এসেছেন। মার্সটনের ক্ষেত্রে এমন একটা কথা উঠেছে যে হয়তো জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে কেউ ওর গ্লাসে বিষ দিয়ে থাকতে পারে।' একটু দম নিল ব্লোর। তারপর আবার বললো, 'কিন্তু মিসেস রজার্সের ঘটনাটা অন্যরকম। এক্ষেত্রে তার স্বামী অথবা ডাক্তার দুজনের যে কেউই অনায়াসে কাজটা করে থাকতে পারে–'

আর্মস্ট্রং লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। 'আমি এ কথার তীব্র প্রতিবাদ করছি।' উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বললেন তিনি। 'এরকম উদ্ভট কথার কোনো মানে হয় না। আমি দিব্যি দিয়ে বলছি মিসেস রজার্সকে আমি যে ডোজ দিয়েছি সেটা–'

এটুকু বলে থমকে গেলেন ডাক্তার, কারণ বিচারপতির মৃদু কিন্তু স্পষ্ট গলা শোনা গেল, 'ডক্টর আর্মস্ট্রং! আপনার ক্ষোভের কারণ আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাদের সবাইকেই তথ্য এবং বাস্তবতাগুলো মেনে নিতে হবে। বাস্তব অবস্থা বিচার ক'রে দেখা যাচ্ছে যে রজার্স এবং আপনার পক্ষে সবচেয়ে সহজে অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ দেওয়ার সুযোগ ছিল। এবার দেখা যাক বাকি সবার ক্ষেত্রে অবস্থাটা কিরকম। আমি, ইন্সপেক্টর ব্লোর, মিস ব্রেন্ট, মিস ক্লেথর্ন এবং মিস্টার লমবার্ড– এদের সুযোগ ছিল কিনা। এদের মধ্যে কাউকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায় কিনা?' একটু ভেবে নিয়ে তিনি বললেন, 'আমার মনে হয় না।'

'আমি তো মহিলার ধারে কাছেও ছিলাম না।' রাগি গলায় বললো ভেরা, 'আপনারা সবাই সেটা দেখেছেন।'

ভেরার কথায় কান না দিয়ে আগের কথার জের ধরে বিচারপতি বলে চললেন, 'পুরো ঘটনাটা আমি বর্ণনা করছি। আমার ভুল হলে আপনারা শুধরে দেবেন। ...টনি মার্সটন আর মিস্টার লমবার্ড দুজনে মিলে ধরাধরি ক'রে মিসেস

রজার্সকে সোফায় শুইয়ে দিল। ডক্টর আর্মস্ট্রং মহিলার কাছে গেলেন। তিনি টমাসকে পাঠালেন ব্র্যান্ডি আনতে। এমন সময় প্রশ্ন উঠলো গায়েবি আওয়াজটা কোথা থেকে এসেছে। আমরা সবাই পাশের ঘরে গেলাম। মিস ব্রেন্ট বাদে। তিনি এঘরেই ছিলেন, একা– মিসেস রজার্সের সাথে।'

এমিলি ব্রেন্টের গাল লাল হয়ে উঠলো। উল বোনা বন্ধ হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'কি জঘন্য!'

এমিলি ব্রেন্টের কথাকে পাত্তা দিলেন না বিচারপতি, বলে চললেন, 'আমরা যখন এঘরে ফিরে এলাম, দেখলাম মিস ব্রেন্ট মহিলার উপর ঝুঁকে আছেন।'

'অসুস্থ মানুষকে একটু সান্ত্বনাও দিতে পারবো না?' মিস ব্রেন্ট বললেন, 'সেটাও অপরাধ?'

উত্তরে বিচারপতি বললেন, 'আমি শুধু ঘটনা বর্ণনা ক'রে যাচ্ছি। কারো উপরে দোষারোপ করছি না। তারপর... টমাস এলো ব্র্যান্ডি নিয়ে। নিঃসন্দেহে বলা চলে তার পক্ষে ব্র্যান্ডিতে ওষুধ মেশানোর সুযোগ ছিল। মহিলাকে ব্র্যান্ডি খাওয়ানো হলো। একটু পরে টমাস আর ডক্টর আর্মস্ট্রং দুজনে মিলে মহিলাকে তার ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে ডক্টর আর্মস্ট্রং মহিলাকে ঘুমের ওষুধ দিলেন।'

'এক্স্যাক্টলি!' চেঁচিয়ে উঠলো ব্লোর। 'ঠিক এভাবেই ঘটেছে ঘটনাগুলো। তাহলে দেখা যাচ্ছে বিচারপতি, মিস্টার লমবার্ড, আমি এবং মিস ক্রেথর্ন– এই চারজনের কোনো সুযোগই ছিল না কিছু করার। অতএব আমাদের চারজনকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায়।'

ঠান্ডা চোখে ব্লোরের দিকে তাকালেন বিচারপতি। 'তাই কি?' মৃদুকণ্ঠে বললেন তিনি, 'সবগুলো সম্ভাবনা কিন্তু এখনো ভেবে দেখা হয়নি।'

হতভম্ব ব্লোর বললো, 'তার মানে?'

বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ ব্যাখ্যা করলেন, 'দোতলায় মিসেস রজার্স তার ঘরে শুয়ে আছেন...। ডাক্তারের দেয়া ওষুধ কাজ করতে শুরু করেছে। তিনি তন্দ্রার ঘোরে আছেন। ধরা যাক এমন সময় দরজায় টকটক নক হলো। কেউ একজন ঘরে ঢুকলো। [illegible] হাতে ট্যাবলেট অথবা ওষুধ। আধো ঘুমের মধ্যে থাকা মিসেস রজার্সকে সে বললো, "ডাক্তার এই ওষুধটা আপনাকে খেয়ে নিতে বলেছে।" মিসেস রজার্স নিশ্চয়ই সরল বিশ্বাসে ওষুধটা খেয়ে নেবেন। তাই না?' যুক্তি দেখালেন বিচারপতি।

'ততক্ষণে তো টমাসের ঐ ঘরে চলে যাওয়ার কথা।' লমবার্ড আপত্তি জানালো।

ডক্টর আর্মস্ট্রং বললেন, 'না, টমাস অনেক রাত পর্যন্ত টেবিল গোছগাছ করেছে, তারপর থালাবাসন ধুয়েছে। এই সময়ের মধ্যে যে কারো পক্ষে মিসেস রজার্সের ঘরে যাওয়া সম্ভব।'

'কিন্তু ডক্টর!' এমিলি ব্রেন্ট এবার বলে উঠলেন, 'ততক্ষণে তো আপনার ওষুধের ক্রিয়ায় মিসেস রজার্সের ঘুমিয়ে পড়ার কথা।'

'ঘুমোতে পারে আবার না-ও পারে,' ডাক্তার বললেন, 'নিশ্চিত ক'রে বলা মুসকিল। ওষুধের অ্যাকশন একেক পেশেন্টের উপর একেক রকম কাজ করে। যে কারণে একশ ভাগ নিশ্চিত ক'রে কিছু বলা যায় না।'

'আপনি তো এখন এ কথা বলবেনই,' বাঁকা হাসি হেসে বললো লমবার্ড। 'আপনার জন্য গাঁজাখুরি গল্পটাই সুবিধাজনক।'

আর্মস্ট্রংয়ের মুখ রাগে লাল হয়ে গেল। তিনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বিচারপতির নিরাসক্ত শীতল কণ্ঠস্বর তাকে থামিয়ে দিল। 'এভাবে একে অন্যকে দোষারোপ ক'রে কোনো লাভ হবে না,' বিচারপতি বললেন, 'আমাদের তথ্য নিয়ে ভাবতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে– একটু আগে যে কাল্পনিক ঘটনাগুলোর কথা আমি বললাম সেগুলো অসম্ভব নয়– সম্ভব। তবে কোনো ঘটনার সম্ভাবনা বেশি, কোনোটার কম– এই যা পার্থক্য। যেমন ধরা যাক মিস ব্রেন্ট অথবা মিস ক্লেথর্ন যদি ওষুধ হাতে রোগিনীর ঘরে হাজির হন, তাহলে রোগিনীর মনে কোনো সন্দেহই দেখা দেবে না। কিন্তু আমি যদি হাজির হই বা মিস্টার ব্লোর কিংবা লমবার্ড হাজির হন– তাহলে সেটা কিছুটা অস্বাভাবিক হবে। তারপরেও আমি মনে করি আধো ঘুম, আধো জাগরণের মতো অবস্থায় রোগিনী ওষুধটা খেয়ে নেবে।'

ব্লোর প্রশ্ন তুললো, 'অতএব...?'

৭

'অতএব...।' ঠোঁটের উপর আঙুল বুলোতে বুলোতে বিচারপতি কিছুক্ষণ ভাবলেন। 'দ্বিতীয় মৃত্যুটার ক্ষেত্রেও আমরা দেখলাম যে কাউকেই সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাচ্ছে না। এবার তৃতীয় মৃত্যু। জেনারেল ম্যাকআর্থার। আজ সকালে এটা ঘটেছে। সকালে কে কোথায় ছিলেন, কার কি অ্যালিবাই আছে, সবাই বলতে পারেন। আমি নিজেরটা বলছি। সত্যি বলতে কি– আত্মপক্ষ সমর্থন করার মতো তেমন জোরালো কোনো অ্যালিবাই আমার নেই। সারা সকাল আমি খোলা জায়গাটায় চেয়ারে বসে কাটিয়েছি। আমরা সবাই যে একটা বিচিত্র অবস্থার মধ্যে পড়েছি তা নিয়ে ভাবছিলাম। কিন্তু এর মধ্যেও নিশ্চয়ই এমন সময় গেছে যখন কেউ আমাকে লক্ষ্য করছিল না। সেই সময় চুপিচুপি উঠে সমুদ্রের ধারে গিয়ে সেখানে বসে থাকা জেনারেলকে হত্যা ক'রে ফিরে আসা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল না। আমি যে এটা করিনি এই বক্তব্যের স্বপক্ষে নিজের মুখের কথা ছাড়া আর কোনো প্রমাণ আমার নেই। কোনো সাক্ষিও নেই। কিন্তু যে কোনো বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ দরকার।'

'সারা সকাল আমি মিস্টার লমবার্ড আর ডক্টর আর্মস্ট্রংয়ের সঙ্গে ছিলাম।' ব্লোর বললো, 'ওরা দুজন নিশ্চয়ই সাক্ষি দেবেন।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি রশি আনতে গিয়েছিলেন।' ডক্টর আর্মস্ট্রং মনে করিয়ে দিলেন।

'গিয়েছিলাম। গিয়েছি আর ফিরে এসেছি।'

'একটু বোধহয়... বেশি সময় লেগেছিল।'

ব্লোরের মুখটা লাল হলো। 'এ কথা দিয়ে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন, ডক্টর আর্মস্ট্রং?'

'কিছুই না। একটু বেশি সময় লেগেছিল, এই আর কি।'

'তা তো লাগবেই। দড়িটা খুঁজতে হবে না? খুঁজে পেতে আনতে একটু বেশি সময় তো লাগবেই।'

এবার বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ ডাক্তারকে প্রশ্ন করলেন, 'ইন্সপেক্টর ব্লোর যতক্ষণ অনুপস্থিত ছিলেন, সেই সময়টা আপনারা দুজনে একসঙ্গেই ছিলেন?'

'নিশ্চয়ই।' বললেন আর্মস্ট্রং, 'অবশ্য লমবার্ড অল্পক্ষণের জন্য কোথায় যেন গিয়েছিল। আমি ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'জায়গা খুঁজতে গিয়েছিলাম,' হেসে বললো লমবার্ড। 'জেলেপল্লীতে সিগনাল পাঠাতে হলে একটু উঁচু জায়গা দরকার। আশেপাশে সেরকম জায়গা আছে কিনা দেখছিলাম। দু'চার মিনিট পরেই আবার ফিরে এসেছি।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করলেন ডাক্তার। 'দু'চার মিনিট পরেই ফিরে এসেছে লমবার্ড। অত অল্প সময়ে কাউকে খুন করা সম্ভব নয়, এটা আমি আপনাদের বলতে পারি।'

'আপনারা কি ঘড়ি দেখেছিলেন?' বিচারপতি প্রশ্ন করলেন।

'না।' ডাক্তার উত্তর দিলেন।

লমবার্ড বললো, 'আমার হাতে তো ঘড়িই নেই।'

নিরাসক্ত গলায় বিচারপতি বললেন, 'দু'চার মিনিট কথাটা বড় অস্পষ্ট– এতে বোঝা যায় না ঠিক কতটা সময়।' মেরুদণ্ড সোজা ক'রে বসে থাকা মহিলার দিকে ফিরলেন ওয়ারগ্রেভ। 'মিস ব্রেন্ট?'

'আমি মিস ক্লেথর্নের সঙ্গে হাঁটতে গিয়েছিলাম,' উত্তর দিলেন এমিলি ব্রেন্ট। 'ফিরে এসে টেরেসে বসে ছিলাম।'

'কিন্তু আমি তো আপনাকে দেখিনি?' বললেন বিচারপতি।

'আমি বসে ছিলাম বাড়ির পূর্ব কোনায়। যাতে বাতাসের ঝাপটা না লাগে।'

'সেখানে লাঞ্চের সময় পর্যন্ত বসে ছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'মিস ক্লেথর্ন?'

'আমি প্রথমে মিস ব্রেন্টের সঙ্গে ছিলাম,' স্পষ্ট গলায় বললো ভেরা। 'তারপর এদিক-ওদিক ঘুরেছি। ঘুরতে ঘুরতে একসময় জেনারেল ম্যাকআর্থারের কাছে গিয়ে বসেছিলাম।'

'ক'টা বাজে তখন?' ওয়ারগ্রেভ প্রশ্ন করলেন।

'ঠিক জানি না,' একটু ইতস্তত ক'রে বললো ভেরা। 'ঘড়ি দেখিনি। লাঞ্চের ঘন্টাখানেক আগে হবে হয়তো।'

'আমরা তার সঙ্গে কথা বলার আগে না পরে?' ব্লোর প্রশ্ন করলো।

'তা-ও জানি না। কিন্তু ভদ্রলোক কেমন যেন উল্টোপাল্টা কথা বলছিলেন।'

'কি বলছিলেন?' বিচারপতি জানতে চাইলেন।

'বলছিলেন আমরা নাকি সবাই এই দ্বীপে মারা পড়বো,' মৃদু স্বরে বললো ভেরা। 'বলছিলেন তিনি নাকি মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন... এইসব। শুনে আমার খুব ভয় করছিল।'

'তারপর... আপনি কি করলেন?'

'ওখান থেকে আমি বাড়ির ভিতর চলে আসি। একটু পরে বেরিয়ে বাড়ির পিছন দিকে কিছুক্ষণ ঘুরেছি। সারাটা সকাল আমার খুব অস্থির অস্থির লাগছিল।'

গালে হাত বুলোতে বুলোতে ওয়ারগ্রেভ বললেন, 'তাহলে... বাকি থাকলো কেবল টমাস। অবশ্য ওর কাছ থেকে নতুন কিছু জানা যাবে বলে মনে হয় না।'

টমাসকেও ডাকা হলো কোর্টের সামনে। তেমন কিছুই জানা গেল না ওর কাছ থেকে। টমাস বললো সে সারাটা সকাল কাজে-কর্মে ব্যস্ত ছিল। নাস্তা বানিয়েছে, ককটেল সার্ভ করেছে, তারপর চিলেকোঠার ঘর থেকে নিজের জিনিসপত্র নিচে নামিয়ে এনেছে। ওয়ারগ্রেভের প্রশ্নের উত্তরে সে জানালো– না, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখার সময় ওর হয়নি। এমন কিছুই সে জানাতে পারলো না, যা জেনারেলের মৃত্যু রহস্যের ওপর আলোকপাত করতে পারে। টমাস হলফ ক'রে বললো লাঞ্চ সাজাবার সময় ডাইনিং টেবিলে সে আটটা পুতুল দেখেছে।

টমাসের কথা শেষ হবার পর ঘরের ভিতর নীরবতা নেমে এলো। বিচারপতি একটু শব্দ করলেন। 'মহামান্য আদালত এবার সার-সংক্ষেপ শুরু করবেন।' ভেরার কানে কানে বললো লমবার্ড।

শুরু হলো সার সংক্ষেপ। 'আমাদের সাধ্য অনুযায়ী আমরা এতক্ষণ তিনটি মৃত্যুর পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলাম। আমরা এ-ও দেখলাম যে উপস্থিত কাউকেই সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায় না। এবং আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি– এই ঘরে আমরা যে সাতজন আছি, আমাদের মাঝেই লুকিয়ে আছে ভয়ংকর এক খুনি। সে কে আমরা জানি না। এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় দুটো– এক, যত দ্রুত সম্ভব মূল ভূখন্ডের সাথে যোগাযোগ করা। যোগাযোগ ক'রে সাহায্য চাওয়া। যোগাযোগ করা সম্ভব হলেও সাহায্য আসতে হয়তো দেরী হবে। কেননা আবহাওয়ার যা অবস্থা, তাতে স্পিডবোট নৌকা কিছুই দ্বীপে আসতে পারবে না। সেক্ষেত্রে সাহায্য না আসা পর্যন্ত সম্ভাব্য সব উপায়ে নিজেদের রক্ষা করা।

আপনারা সবাই ভাবুন। কারো যদি কোনো প্রস্তাব থাকে আমাকে জানাবেন। এ পর্যন্ত হত্যাকারীর কাজ খুব সহজ ছিল। কেননা আমরা সতর্ক ছিলাম না। এখন থেকে আমরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপর নজর রাখবো। সবাই খুব সাবধানে থাকবো। এই সতর্কতাই আমাদের অস্ত্র। আমাদের আত্মরক্ষার উপায়। কেউ কোনো ঝুঁকি নেবেন না। এখন এ পর্যন্তই।'

'মহামান্য আদালত এবার প্রস্থান করবেন।' চাপা গলায় ফিসফিস করলো লমবার্ড।

দশম পরিচ্ছেদ

১

ভেরা আর ফিলিপ লমবার্ড ড্রইংরুমের জানালার ধারে বসে আছে। খুদে খুদে বৃষ্টির তীর এসে অবিরাম বিধছে কাঁচের জানালায়। বাইরে আহত পশুর মতো দাপাচ্ছে বাতাস, গোঙাচ্ছে, মাঝে মাঝে ভীষণ শব্দে আছড়ে পড়ছে কাঁচের উপর।

'আপনি কি এ কথা বিশ্বাস করেন?' লমবার্ডকে জিজ্ঞেস করলো ভেরা।

'বুড়ো ওয়ারগ্রেভ বলছেন আমাদের মধ্যেই একজন খুনি– এ কথা বিশ্বাস করি কিনা, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'এক কথায় উত্তর দেওয়া কঠিন।' লমবার্ড বললো, 'বিচারপতির যুক্তিগুলো অকাট্য। তবু...।'

'বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, তাই তো?'

হাসতে চেষ্টা করলো লমবার্ড। 'পুরো ব্যাপারটাই কেমন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। তবে, জেনারেলের মৃত্যুর পরে আর কোনো সন্দেহ নাই। এগুলো দুর্ঘটনা অথবা আত্মহত্যা নয়। স্রেফ খুন– তিন তিনটে খুন এখন পর্যন্ত।'

শিউরে উঠলো ভেরা। 'কেমন দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়, তাই না?'

'হ্যাঁ,' সায় দিল লমবার্ড। 'যদি এমন হতো কারো ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম সকাল হয়ে গেছে, এতক্ষণ দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম। তাহলে...।'

'ইস! তাহলে খুব ভালো হতো।' ভেরা বললো।

'কিন্তু তা তো নয়,' হতাশ ভাবে বললো লমবার্ড। 'এসবই সত্যি। এখন থেকে খুব সাবধানে থাকতে হবে আমাদের।'

'আচ্ছা, যদি বিচারপতির কথাই ঠিক হয়, তাহলে কে হতে পারে? ওদের মধ্যে কে হতে পারে?' ভেরা জানতে চায়।

হাসলো লমবার্ড। হাসতে হাসতে বললো, 'আমাদের দু'জনকে বাদ দিচ্ছেন তো? ঠিকই করেছেন। আমি জানি আমি খুনি নই। আর, আপনাকেও আমার কখনো উন্মাদ মনে হয়নি– মনে হয়েছে চমৎকার একজন মানুষ।'

ভেরাও হাসলো। মৃদু হেসে বললো, 'ধন্যবাদ।'

'কিন্তু কই?' অভিযোগ করলো লমবার্ড, 'আমার সম্পর্কে দু'একটা ভালো কথা তো আপনি বললেন না।'

একটু ইতস্তত করলো ভেরা; তারপর সত্যি কথাটাই বললো, 'দেখুন, আপনি নিজের মুখেই সেদিন বলছিলেন মানুষের জীবনের মূল্য আপনার কাছে বেশি কিছু না। কিন্তু তারপরেও... আপনিই সেই ভয়ংকর লোকটা– এ কথা আমি ভাবতে পারিনা... বিশ্বাস করতে পারি না।'

খুশি হলো লমবার্ড। বললো, 'ঠিক বলেছেন। আমি যদি কখনো কাউকে মারি, তাহলে সেটা হবে তার টাকাপয়সার জন্য। অন্য কোনো কারণে না। আর এভাবে একের পর এক মানুষ মারা, ঠান্ডা মাথায়, এটা অকল্পনীয় ব্যাপার। আচ্ছা, তাহলে আমরা দুজন বাদ। এবার দেখা যাক বাকি পাঁচজনের কি অবস্থা। ওদের মধ্যে কে সেই অজ্ঞাতনামা ইউ.এন.ওয়েন? আমার মতে এ কাজের জন্য বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ সবচেয়ে যোগ্য লোক।'

'সেকি!' অবাক হলো ভেরা, 'কেন এমন ভাবছেন?'

'নির্দিষ্ট কোনো কারণ দেখানো মুসকিল,' স্বীকার করলো লমবার্ড। 'তবে, ধরুণ লোকটা বহুদিন ধরে বিচারকের আসনে বসেছে। তার কলমের এক খোঁচায় মানুষের জীবন-মরণ ঠিক হয়েছে। বুঝলেন তো, এভাবে বহুদিন চলতে থাকলে একটা মানুষ নিজেকে ক্ষমতাবান ভাবতে থাকে, বিরাট ক্ষমতাবান– অনেকটা ঈশ্বরের মতো। শেষে সে ভাবতে পারে আমি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, আমি যা খুশি তাই করতে পারি।'

'হতেও পারে... কে জানে...।' চিন্তিত মুখে বললো ভেরা।

'আপনার কাকে সন্দেহ হয়?' জানতে চায় লমবার্ড।

একটুও না ভেবে ভেরা উত্তর দিল, 'ডক্টর আর্মস্ট্রং।'

'ডাক্তারকে? আমি অবশ্য তাকে লিস্টের একেবারে শেষে রেখেছিলাম।'

'না, ভেবে দেখুন,' মাথা নেড়ে বললো ভেরা, 'দু'টো মৃত্যুই ঘটেছে বিষের ক্রিয়ায়। ডাক্তার ছাড়া আর কার কাছে ওসব থাকবে? তাছাড়া মিসেস রজার্সকে তো তিনিই ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলেন।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

আরো যুক্তি দেখায় ভেরা। 'ডাক্তাররা যেভাবে দিনরাত পরিশ্রম করে, আর যেভাবে পাগলের মতো টাকার পিছনে ছোটে! তাতে হঠাৎ ক'রে সত্যিই কারো পক্ষ পাগল হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।'

'তা হয়তো ঠিক, কিন্তু–,' আপত্তি জানায় লমবার্ড। 'আমি মাত্র দু'তিন মিনিটের জন্য ডাক্তারকে ছেড়ে গিয়েছিলাম। এত অল্প সময়ের মধ্যে অতদূর গিয়ে জেনারেলকে মেরে ফিরে আসা সম্ভব নয়।'

'তখন হয়তো কাজটা করেনি। করেছে পরে।'

'পরে কখন?'

'যখন লাঞ্চের জন্য জেনারেলকে ডাকতে গেল তখন।'

'তাহলে আপনার ধারণা ডক্টর আর্মস্ট্রং কাজটা করেছে?' একটু ভেবে নিয়ে বললো লমবার্ড, 'হতে পারে। অসম্ভব নয়।'

'অসম্ভব তো নয়ই,' জোর দিয়ে বললো ভেরা। 'আমি বলছি ঠিক এটাই ঘটেছে। এতে ডাক্তারের কোনো ঝুঁকিও নেই। জেনারেলকে মেরে ডাক্তার যদি বলে ঘন্টাখানেক আগে জেনারেল মারা গেছে। তাহলে এ কথার সত্য-মিথ্যা প্রমাণ করবে কে? আর্মস্ট্রং ছাড়া এখানে তো ডাক্তার আর কেউ নেই।'

'আপনার কথায় যুক্তি আছে,' চিন্তিত মুখে বললো লমবার্ড। 'আমি ঠিক এভাবে ভাবিনি...।'

২

'কে হতে পারে মিস্টার ব্লোর, বলুন দেখি?' ব্লোরকে প্রশ্ন করলো টমাস। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় তার ঠোঁটটা একটু একটু কাঁপছে।

'এটাই তো আসল প্রশ্ন টমাস।' প্রাক্তন ইন্সপেক্টর উত্তর দিল।

'বিচারপতি স্যার তো বললেন আমাদেরই মধ্যে একজন। কে হতে পারে? কে সেই নরাধম?'

'আমরা সবাই এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি টমাস।'

টমাস এবার চেপে ধরলো ব্লোরকে। 'কিন্তু আপনার নিশ্চয়ই একটা কিছু ধারণা আছে, স্যার। সেটাই বলুন। কাকে আপনার সন্দেহ?'

'সন্দেহ?' অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল ব্লোর, 'তা সন্দেহ হয়, নিশ্চয়ই হয়। কিন্তু প্রমাণ কই? তাছাড়া... আমার ভুলও হতে পারে। যে-ই হোক, লোকটা বুদ্ধিমান, দারুণ বুদ্ধিমান...।'

টমাসের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। ভয়ে আর উত্তেজনায় একটু একটু কাঁপছে সে। কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, 'এ এক ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মতো ঘটনা।'

কৌতূহলী চোখে তার দিকে তাকালো ব্লোর। 'তোমার কাকে সন্দেহ হয় টমাস?' প্রশ্ন করলো প্রাক্তন সি.আই.ডি।

'জানি না স্যার... সত্যিই জানি না,' মাথা নাড়তে নাড়তে উত্তর দিল টমাস। 'কিচ্ছু ভাবতে পারছি না আমি... ভয়ে আমার হাত-পা সিঁটিয়ে যাচ্ছে।'

৩

'এখান থেকে পালাতে হবে।' ভাঙা গলায় প্রায় চিৎকার ক'রে উঠলেন আর্মস্ট্রং. 'পালাতেই হবে! পালাতেই হবে!'

জানালা দিয়ে বাইরে সমুদ্রের দিকে তাকালেন বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ। 'আবহাওয়ার কথা অবশ্য বলা যায় না,' চিন্তিত মুখে বললেন তিনি। 'কিন্তু ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে আমরা যদি খবর পাঠাতেও পারি, তবু চব্বিশ ঘন্টার আগে কারো পক্ষে এই দ্বীপে আসা সম্ভব হবে না। তা-ও যদি সমুদ্র শান্ত হয়, তবেই।'

দুহাতে মাথা চেপে ধরে কেমন একটা শব্দ করলেন আর্মস্ট্রং। হতাশ গলায় বললেন, 'ততক্ষণে খুনিটা আমাদের সবাইকে সাবাড় ক'রে ফেলবে।'

'না না, তা হবে কেন?' ভরসা দিলেন বিচারপতি, 'আমরা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবো।'

বিচারপতির কথা শুনে ডাক্তার ভাবলো বুড়ো হলে কি হবে, লোকটা দ্রুত চিন্তা করতে পারে। এরকম ভয়ংকর বিপদের মধ্যেও কেমন ঠান্ডা মাথায় কি করণীয় তা ভাবছে।

বিচারপতি ভাবলেন– কি যে বলে ডাক্তার! সাবাড় করে ফেলবে? লোকটা একেবারে ভিতুর ডিম।

বিচারপতিকে শুনিয়ে ডাক্তার বললো, 'তিনটা খুন কিন্তু এরই মধ্যে হয়ে গেছে। মনে রাখবেন।'

'তা ঠিক।' স্বীকার করলেন বিচারপতি, 'কিন্তু আমরা এতদিন অপ্রস্তুত ছিলাম, অসাবধান ছিলাম। সেজন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। এখন আমরা বিপদ সম্পর্কে সজাগ– সাবধান। এখন আর খুনির পক্ষে কাজটা সহজ হবে না।'

'কিন্তু আমাদের কি করার আছে?' হতাশ গলায় বললেন ডাক্তার, 'আগে আর পরে সবাইকে–'

'করার অনেক কিছুই আছে,' ডাক্তারকে বাধা দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন বিচারপতি।

'কে খুনি সেটাই তো আমরা জানি না–'

আবার তাকে বাধা দিলেন বিচারপতি। বললেন, 'কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়।'

'তার মানে... আপনি জানেন?' অবাক হলো ডাক্তার।

'অবশ্য প্রমাণ নেই, স্বীকার করছি,' সাবধানে বললেন বিচারপতি। 'কোর্টের সামনে হাজির করতে হলে যেসব প্রমাণ লাগে, তেমন অকাট্য প্রমাণ এখনো পাইনি। কিন্তু সবকিছু বিবেচনা করলে সন্দেহের তীর একজনের দিকেই যায়। হ্যাঁ– সেই একজন...।'

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।' বোকার মতো বললেন আর্মস্ট্রং।

৪

মিস ব্লেন্ট নিজের ঘরেই আছেন। বাইবেলটা হাতে নিয়ে তিনি জানালার পাশে এসে বসলেন। একবার খুলেও আবার বন্ধ ক'রে দিলেন বইটা। এক মুহূর্ত ইতস্তত ক'রে ওটা সরিয়ে রাখলেন পাশে। তারপর উঠে গিয়ে ড্রয়ার খুলে একটা কালো নোটবই নিয়ে এলেন। নোটবইটা খুলে লিখতে শুরু করলেন তিনি :

ভয়ংকর একটা ঘটনা ঘটেছে। জেনারেল ম্যাকআর্থার মারা গেছেন (তাঁর কাজিনের সঙ্গে এলসি ম্যাকফারসনের বিয়ে হয়েছে) তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। লাঞ্চের পরে বিচারপতি দারুণ একটা বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর মতে খুনি আমাদেরই মধ্যে লুকিয়ে আছে। তার মনে শয়তান ভর করেছে আমাদের কারো ওপর। ব্যাপারটা আমি আগেই আঁচ করেছিলাম। কিন্তু লোকটা কে? এখন এই একটাই প্রশ্ন সবার মনে। উত্তরটা কেউ জানে না; আমি শুধু জানি...।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন মিস ব্রেন্ট। তাঁর চোখ দুটো একসময় ঘোর লাগা মানুষের চোখের মতো হয়ে গেল। হাতে ধরা পেন্সিলটা একটু একটু কাঁপছে। কাঁপা কাঁপা হাতে বড় বড় অক্ষরে লিখলেন হত্যাকারীর নাম বিয়াত্রিসে টেইলর...! মিস ব্রেন্টের চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল। একটু পরেই একটা ঝাঁকি খেয়ে হঠাৎ যেন জেগে উঠলেন তিনি। নোটবইয়ের পাতায় চোখ গেল তাঁর। আঁতকে উঠলেন তিনি। ফিসফিস ক'রে বললেন, 'এটা কি লিখেছি আমি? তাহলে কি আমি... পাগল হয়ে যাচ্ছি?'

৫

ঝড়ের দাপট বেড়ে গেছে। বাড়িটাকে ঘিরে ঘূর্ণির মতো পাগল হাওয়া বয়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড আক্রোশে। ড্রইংরুমে বসে আছে সবাই। আড়চোখে তাকাচ্ছে একে অন্যের দিকে। চায়ের ট্রে হাতে টমাস ঢুকলো। সবাই প্রায় একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলো। টমাস বললো, 'পর্দাটা সরিয়ে দেব? একটু আলো আসবে।'

সম্মতি পেয়ে জানালার পর্দা সরিয়ে দিল টমাস। টেবিল ল্যাম্পগুলোও জ্বালিয়ে দিল। আঁধার আর গুমোট ভাবটা একটু যেন কাটলো তাতে। সেই সাথে আশার ক্ষীণ আলোও দেখা দিতে শুরু করলো কারো কারো মনে। কালকের মধ্যে ঝড় নিশ্চয়ই থেমে যাবে। স্পিডবোটও হয়তো এসে যাবে... বিপদ কেটে যাবে...।

ভেরা জিজ্ঞেস করলো, 'মিস ব্রেন্ট আপনি চা ঢালবেন?'

'নাহ্ তুমিই ঢালো,' বুড়ি উত্তর দিল। 'এই টি-পটটা আমার জন্য বেশ ভারি। তাছাড়া... মনটাও ভালো নেই। আর এদিকে... দুটো বল আমি খুঁজে পাচ্ছি না... ছাই রঙের উলের বল... কোথায় যে হারালাম!'

ভেরা চা ঢালতে শুরু করলো। কাপ-পিরিচের টুং-টাং শব্দে স্বাভাবিক পারিবারিক একটা আবহ তৈরি হলো। চা! আহ্ বিকেলের চা। লমবার্ড হাসি মুখে কিছু একটা মন্তব্য করলো। ব্লোর তাতে সায় দিল। আর্মস্ট্রং মজার একটা গল্প বললেন। এমনকি বুড়ো বিচারপতি, যিনি চা খান না, তিনিও আজ তৃপ্তির সঙ্গে চায়ে চুমুক দিলেন।

এরকম হাসিখুশি পরিবেশের মধ্যে টমাস এসে হাজির হলো। ওকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। 'ইয়ে... মানে মাফ করবেন স্যার।' ইতস্তত ক'রে বললো টমাস, 'কেউ কি জানেন বাথরুমের পর্দাটা কোথায় গেল?'

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। লাঞ্চের পরে বিচারপতি দারুণ একটা বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর মতে খুনি আমাদেরই মধ্যে লুকিয়ে আছে। তার মানে শয়তান ভর করেছে আমাদের কারো ওপর। ব্যাপারটা আমি আগেই আঁচ করেছিলাম। কিন্তু লোকটা কে? এখন এই একটাই প্রশ্ন সবার মনে। উত্তরটা কেউ জানে না; আমি শুধু জানি...।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন মিস ব্রেন্ট। তাঁর চোখ দুটো একসময় ঘোর লাগা মানুষের চোখের মতো হয়ে গেল। হাতে ধরা পেন্সিলটা একটু একটু কাঁপছে। কাঁপা কাঁপা হাতে বড় বড় অক্ষরে লিখলেন হত্যাকারীর নাম বিয়াত্রিসে টেইলর...! মিস ব্রেন্টের চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল। একটু পরেই একটা ঝাঁকি খেয়ে হঠাৎ যেন জেগে উঠলেন তিনি। নোটবইয়ের পাতায় চোখ গেল তাঁর। আঁতকে উঠলেন তিনি। ফিসফিস ক'রে বললেন, 'এটা কি লিখেছি আমি? তাহলে কি আমি... পাগল হয়ে যাচ্ছি?'

৫

ঝড়ের দাপট বেড়ে গেছে। বাড়িটাকে ঘিরে ঘূর্ণির মতো পাগল হাওয়া বয়ে যাচ্ছে প্রচন্ড আক্রোশে। ড্রইংরুমে বসে আছে সবাই। আড়চোখে তাকাচ্ছে একে অন্যের দিকে। চায়ের ট্রে হাতে টমাস ঢুকলো। সবাই প্রায় একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলো। টমাস বললো, 'পর্দাটা সরিয়ে দেব? একটু আলো আসবে।'

সম্মতি পেয়ে জানালার পর্দা সরিয়ে দিল টমাস। টেবিল ল্যাম্পগুলোও জ্বালিয়ে দিল। আঁধার আর গুমোট ভাবটা একটু যেন কাটলো তাতে। সেই সাথে আশার ক্ষীণ আলোও দেখা দিতে শুরু করলো কারো কারো মনে। কালকের মধ্যে ঝড় নিশ্চয়ই থেমে যাবে। স্পিডবোটও হয়তো এসে যাবে... বিপদ কেটে যাবে...।

ভেরা জিজ্ঞেস করলো, 'মিস ব্রেন্ট আপনি চা ঢালবেন?'

'নাহ্ তুমিই ঢালো,' বুড়ি উত্তর দিল। 'এই টি-পটটা আমার জন্য বেশ ভারি। তাছাড়া... মনটাও ভালো নেই। আর এদিকে... দুটো বল আমি খুঁজে পাচ্ছি না... ছাই রঙের উলের বল... কোথায় যে হারালাম!'

ভেরা চা ঢালতে শুরু করলো। কাপ-পিরিচের টুং-টাং শব্দে স্বাভাবিক পারিবারিক একটা আবহ তৈরি হলো। চা! আহ্ বিকেলের চা। লমবার্ড হাসি মুখে কিছু একটা মন্তব্য করলো। ব্লোর তাতে সায় দিল। আর্মস্ট্রং মজার একটা গল্প বললেন। এমনকি বুড়ো বিচারপতি, যিনি চা খান না, তিনিও আজ তৃপ্তির সঙ্গে চায়ে চুমুক দিলেন।

এরকম হাসিখুশি পরিবেশের মধ্যে টমাস এসে হাজির হলো। ওকে উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। 'ইয়ে... মানে মাফ করবেন স্যার।' ইতস্তত ক'রে বললো টমাস, 'কেউ কি জানেন বাথরুমের পর্দাটা কোথায় গেল?'

'বাথরুমের পর্দা!' চায়ের কাপ থেকে মুখ তুলে অবাক গলায় প্রশ্ন করলো লমবার্ড, 'পর্দার আবার কি হলো?'

'নেই স্যার। গায়েব হয়ে গেছে। আমি সবগুলো পর্দা সরিয়ে দিচ্ছিলাম। দেখি বাথরুমেরটা নেই। হাওয়া হয়ে গেছে– তাজ্জব ব্যাপার।'

'সকালে কি ওটা ছিল?' বিচারপতি জানতে চাইলেন।

'ছিল স্যার।'

'কিরকম পর্দা ওটা টমাস?' ব্লোর প্রশ্ন করলো।

'গোলাপী রঙের ওয়াটারপ্রুফ পর্দা। শাওয়ার কার্টেন। বাথরুমের টাইলসের রঙের সাথে ম্যাচ ক'রে টানানো হয়েছিল।'

'এখন নেই?'

'নেই স্যার।'

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো সবাই। শেষে ব্লোর বললো, 'নেই তো নেই। কি আর করা যাবে। ভুতুড়ে কান্ড অবশ্য। কিন্তু সবকিছুই তো এখানে ভুতুড়ে আর অদ্ভুতুড়ে। যাক গে, বাদ দাও টমাস। সামান্য একটা পর্দাই তো। পর্দা দিয়ে তো আর কাউকে হত্যা করা যায় না। বাদ দাও।'

'ঠিক আছে, স্যার। ধন্যবাদ স্যার।' টমাস চলে গেল।

আবার সেই সন্দেহের কালো ছায়া নেমে এলো সবার মনে। আবার ওরা একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগলো সন্দেহের চোখে।

৬

ডিনার এলো, খাওয়া হলো এবং টেবিলও পরিষ্কার করা হলো। খুব সাধারণ ডিনার। বেশির ভাগই টিনের খাবার। ডিনার শেষে ড্রইংরুমে এসে বসলো সবাই। কারো মুখে কোনো কথা নেই, সবাই চুপচাপ, চিন্তিত ও আতংকিত। পরিবেশটা এক সময় অসহ্য হয়ে উঠলো। ন'টার দিকে এমিলি ব্রেন্ট উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আমি ঘুমোতে চললাম।'

ভেরা বললো, 'আমিও।'

মহিলা দুজন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো। লমবার্ড আর ব্লোর গেল তাদের এগিয়ে দিতে। দোতলার সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ালো তারা। দেখলো দুই মহিলা তাদের নিজ নিজ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। ভেতর থেকে ঘরে তালা দেওয়ার শব্দ শোনা গেল।

ব্লোর হেসে উঠলো। 'তালা লাগনোর কথা আজকাল আর কাউকে বলতে হয় না।'

'যাক, অন্তত রাতটুকুর জন্য দুই মহিলা এখন নিরাপদ।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো লমবার্ড। সিঁড়ি দিয়ে সে নামতে শুরু করলো। তাকে অনুসরণ করলো ব্লোর।

৭

ঘন্টাখানেক পরে পুরুষরাও যে যার ঘরে চলে গেল। সবাই ওরা একসাথে উপরে উঠলো। টমাস সকালের জন্য টেবিল সাজাচ্ছিল। সে ওদের যেতে দেখলো। সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে গিয়ে থামলো সবাই। টমাসের কানে এলো বিচারপতি বলছেন, 'বোধহয় না বললেও চলে– সবাই দরজায় তালা দিয়ে শোবেন।'

ব্লোর যোগ করলো, 'শুধু তাই না। তালা মেরে দরজার হ্যান্ডেলের নিচে চেয়ার দিয়ে ঠেকা দিয়ে রাখবেন। বাইরে থেকে তালা খোলার নানারকম কায়দাকানুন জানে শয়তান লোকেরা।'

'ব্লোর! আপনি দেখি অনেক কিছু জানেন?' চাপা গলায় বললো লমবার্ড।

'শুভরাত্রি ভদ্রমহোদয়গন,' বিচারপতি বললেন। 'সাবধানে থাকবেন। আশা করি কাল সকালে আবার দেখা হবে।'

টমাস ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে এলো। পা টিপে টিপে সে উঠে এলো দোতলার সিঁড়ির মাঝামাঝি পর্যন্ত। উঁকি দিয়ে দেখলো অতিথি চারজন যার যার ঘরে ঢুকে গেলেন। তালা মারার শব্দও পাওয়া গেল। 'সব ঠিক আছে।' মাথা নাড়িয়ে বিড়বিড় ক'রে বললো টমাস।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে সে আবার গেল ডাইনিং রুমে। টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখলো– হ্যাঁ, সকালের জন্য সব রেডি। রাশান পুতুলগুলোর দিকে ওর নজর গেল। সাতটা পুতুল পাশাপাশি সাজানো আছে। হঠাৎ হাসলো টমাস। 'আজ রাতে আর কাউকে শয়তানি করতে দেব না।' বিড়বিড় ক'রে বললো সে।

এগিয়ে গিয়ে স্টোররুমের দরজাটা বন্ধ করলো টমাস। তারপর অন্য দরজা দিয়ে হলঘরে বেরিয়ে এলো। এই দরজায় তালা মেরে সে চাবিটা পকেটে রাখলো। সবশেষে আলো নিভিয়ে দ্রুত সিঁড়ি টপকে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

তার ঘরে লুকোনোর মতো একটা জায়গাই আছে। লম্বা ওয়ারড্রোবটা। সেটা খুলে তাড়াতাড়ি ভেতরটা দেখে নিল টমাস। না, কেউ নেই। দরজায় তালা মেরে বাতি নিভিয়ে সে বিছানায় শুয়ে পড়লো। ঘুমের দেশে তলিয়ে যেতে যেতে টমাস ভাবলো, 'আজকে আর কেউ রুশ পুতুল সরাতে পারবে না। দরজায় ভালোভাবে তালা মেরে দিয়েছি...।'

একাদশ পরিচ্ছেদ

১

প্রতিদিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙে ফিলিপ লমবার্ডের। আজও ভাঙলো। বালিশ থেকে মাথা তুলে সে কান পাতলো। ঝড়ের তীব্রতা কমেছে, তবে এখনো পুরোপুরি থামেনি। বৃষ্টি থেমে গেছে...। সকাল আটটার দিকে আবার বাতাস উঠলো। লমবার্ড অবশ্য বাতাসের শব্দ শুনতে পেল না। সে আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

সাড়ে ন'টার দিকে বিছানায় উঠে বসলো লমবার্ড। ভুরু কুঁচকে টেবিল ঘড়িটার দিকে তাকালো। হাতে তুলে সে ওটাকে কানের কাছে ধরলো। হাসি ছড়িয়ে পড়লো ওর মুখে। হাসলে লোকটাকে নেকড়ের মতো দেখায়। আপনমনে সে বললো, 'এবারে একটা কিছু করা দরকার।'

মিনিট পাঁচেক পর ব্লোরের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো লমবার্ড। বন্ধ দরজায় সাবধানে টোকা দিল– টক্‌টক্‌। কিছুক্ষণ পর দরজা একটু ফাঁক হলো। এলোমেলো চুল, ঘুমঘুম চোখে দরজার ফাঁক দিয়ে তাকালো ব্লোর। 'সারাদিন ঘুমাবেন নাকি? বেলা তো অনেক হলো।' লমবার্ড বললো।

'ঘটনা কি?' জিজ্ঞেস করলো ব্লোর।

'কেউ কি এসেছে আপনার ঘরে, চা-টা কিছু দিয়েছে? ক'টা বাজে?'

ঘাড় ফিরিয়ে টেবিলের উপরে রাখা ঘড়িটা দেখলো ব্লোর। 'দশটা বাজতে পঁচিশ মিনিট বাকি।' বললো সে, 'এতক্ষণ ঘুমালাম কিভাবে? টমাস কোথায়?'

'খুঁজে পেলাম না তো।' উত্তর দিল লমবার্ড।

'মানে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলো ব্লোর।

'মানে, টমাসকে আশেপাশে দেখছি না,' সহজভাবেই উত্তর দিল লমবার্ড। 'ওর ঘরে নেই। রান্নাঘরেও দেখলাম না। এত বেলা হয়েছে চুলো জ্বালায়নি। চায়ের আয়োজনও করেনি লোকটা।'

'গেল কোথায় তাহলে?' যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলো ব্লোর, 'বাইরে কোথাও গেল না তো? আমি কাপড়টা পরে নিই। আপনি ততক্ষণ দেখেন অন্য কেউ কিছু জানে কিনা।'

একের পর এক বন্ধ ঘরে নক করতে লাগলো লমবার্ড। দেখা গেল আর্মস্ট্রং আগেই উঠে গেছেন। কাপড় পরে উনি রেডি। বিচারপতিকে ডেকে তুলতে হলো। ভেরা ক্লেথর্নকে রেডি পাওয়া গেল। এমিলি ব্রেন্টের ঘর ফাঁকা। ঘরে কেউ নেই।

সদলবলে তারা সবাই টমাসকে খুঁজতে বেরোলো। টমাসের ঘরটা খালি। বিছানার চাদর এলোমেলো। তার মানে রাতে সে এখানেই ঘুমিয়েছে। বাথরুমে রেজার সাবান ব্রাশ– এসব দেখে বোঝা গেল ওগুলো সকালবেলা ব্যবহার করা হয়েছে। 'তার মানে ঘুম থেকে উঠে কোথাও গেছে।' লমবার্ড মন্তব্য করলো।

'কোথাও লুকিয়ে নেই তো?' কাঁপা কাঁপা গলায় বললো ভেরা, 'আমাদের জন্যে হয়তো লুকিয়ে অপেক্ষা করছে।'

'সবই সম্ভব।' সায় দিল লমবার্ড, 'এই দ্বীপে এখন আর কিছুই অসম্ভব নয়। আমরা সবাই একসঙ্গে থাকবো। তাহলে কোনো ভয় নাই।'

'মনে হয় বাইরে কোথাও গেছে।' আর্মস্ট্রং বললেন।

ব্লোর এসে সবার সঙ্গে যোগ দিল। তার গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। 'মিস ব্রেন্ট কোথায় গেলেন? এ যে দেখি আরেক রহস্য!' অবাক হয়ে বললো ব্লোর।

হলরুমে আসতেই দেখা গেল এমিলি ব্রেন্ট দরজা দিয়ে ঢুকছেন। তার পরণে ট্র্যাক স্যুট, পায়ে কেডস। তিনি বললেন, 'সমুদ্র এখনো উত্তাল। এরকম অবস্থায় কোনো স্পীডবোট দ্বীপে আসতে পারবে না।'

'আপনি একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, মিস ব্রেন্ট?' ব্লোর জিজ্ঞেস করলো। 'কাজটা তো ভীষণ বিপজ্জনক।'

'আমি খুব সতর্ক ছিলাম, মিস্টার ব্লোর।' এমিলি ব্রেন্ট উত্তর দিলেন।

'টমাসকে কোথাও দেখেছেন?' ব্লোরই আবার প্রশ্ন করলো।

'না তো,' বললেন মিস ব্রেন্ট, 'আজ সকালে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কেন বলুন তো?'

একথার কেউ কোনো উত্তর দিল না। বিচারপতি নেমে এলেন। এর মধ্যেই তিনি পরিপাটি ক'রে কাপড়-চোপড় পরেছেন, শেভ করেছেন এবং নকল দাঁতের পাটিটাও যথাস্থানে বসিয়ে নিয়েছেন। 'টমাস দেখি ব্রেকফাস্টের জন্যে কাপ-প্লেট সব রেডি ক'রে রেখেছে,' তিনি মন্তব্য করলেন।

লমবার্ড বললো, 'ও হয়তো কাল রাতেই এসব রেডি ক'রে তারপর শুতে গেছে।'

সবাই একসাথে টেবিলের কাছে এগিয়ে এলো। ভেরার চোখেই প্রথম ধরা পড়লো ব্যাপারটা। ওর পাশে বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ ছিলেন। বিচারপতির কনুই খামচে ধরলো ভেরা। ভীষণ ভয় পাওয়া গলায় বললো, 'দেখুন! দেখুন!! পুতুলগুলো...!!!'

টেবিলের উপর হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে সাতটি নয়, ছয়টি রুশ পুতুল।

২

একটু পরেই টমাসকে খুঁজে পাওয়া গেল। বাড়ির পিছনে উঠোনের ওপাশের ছোট ঘরটাতে। কাঠ কাটছিল টমাস। সকালবেলা চুলো ধরানোর জন্য। ছোট্ট কুঠারটা ওর হাতেই ধরা আছে। আরেকটা বড় কুঠার দরজার পাশে হেলান দিয়ে রাখা। ওটার ইস্পাতে রক্তের দাগ লেগে আছে। টমাসের মাথার খুলি দু'ভাগ হয়ে গেছে...।

৩

'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে,' বললেন ডক্টর আর্মস্ট্রং, 'খুনি নিঃশব্দে পেছন থেকে এগিয়ে এসেছে। কুড়ালের এক আঘাতে দু'ফাঁক ক'রে দিয়েছে টমাসের...।'

রান্নাঘর থেকে ময়দা এনে হাতলে মাখিয়ে হাতের ছাপ নিতে চেষ্টা করছে ব্লোর। বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ প্রশ্ন করলেন, 'কাজটা করতে কি খুব বেশি শক্তির প্রয়োজন?'

'একজন মহিলার পক্ষেও করা সম্ভব,' গম্ভীর মুখে বললেন আর্মস্ট্রং। 'এটাই বোধহয় আপনি জানতে চাইছেন?' কথাটা বলেই চকিতে চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন ডাক্তার। ভেরা আর এমিলি ব্রেন্ট রান্নাঘরে গেছে। 'ভেরা তো গেম টিচার। দেখেই বোঝা যায় নিয়মিত ব্যায়াম করে বা সাঁতার কাটে। ওর পক্ষে অনায়াসেই কাজটা করা সম্ভব। মিস ব্রেন্টকে দেখে যদিও ছোটখাট দুর্বল মানুষ মনে হয়, কিন্তু তার পক্ষেও অসম্ভব নয়। তাছাড়া মনে রাখতে হবে মানসিক ভারসাম্যহীন উন্মাদ টাইপ মানুষ কখনো কখনো ভীষণ শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।'

চিন্তিত মুখে মাথা নাড়লেন বিচারপতি। ব্লোর উঠে দাঁড়ালো। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'নাহ্ আঙুলের ছাপ পাওয়া গেল না। কাজের শেষে রুমাল বা কোনো কাপড় দিয়ে হাতলটা মুছে নিয়েছে।'

হঠাৎ তীক্ষ্ণ হাসির শব্দে সবাই চমকে তাকালো। উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ভেরা... হাসছে। উঁচু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে পাগলের মতো হাসছে সে। হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার সারা শরীর। হাসতে হাসতে সে বললো, 'মৌমাছি! হি! হি! মধুর চাক কোথায় পাবো আমরা? এই দ্বীপে কি মৌচাক আছে, বলুন... আছে? হি! হি! হি!...।'

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ভেরার দিকে। কি হলো মেয়েটার? আবোল-তাবোল বকছে কেন? সত্যিই কি পাগল হয়ে গেল?

অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ভেরা আবার বললো, 'কি– ওভাবে দেখছেন কি? ভাবছেন আমি পাগল হয়ে গেছি, তাই না? যা বলছি ঠিকই বলছি। এখন আমাদের মৌচাক খুঁজতে হবে। ছড়াটা মনে নেই? *একটি ম'লো কুঠার-ঘায়ে রইলো বাকি ছয়।* আমরা হারাধনের ছয়টি ছেলে এখন বাকি আছি। পরের লাইনটা মনে আছে তো? *হারাধনের ছয়টি ছেলে দেখে মাছির নাচ / একটি ম'লো*

হুলের বিষে রইলো বাকি পাঁচ। তাই বলছি হুলওয়ালা মাছি, মানে মৌমাছির নাচ দেখার জন্য এখন আমাদের মৌচাক খুঁজে বের করতে হবে। হি! হি! হি!'

তীক্ষ্ণ স্বরে আবার পাগলের মতো হাসতে শুরু করলো ভেরা। আর্মস্ট্রং এগিয়ে গিয়ে প্রচন্ড একটা চড় কষালেন মেয়েটার গালে। থতমত খেয়ে একটা হেঁচকি তুলে হঠাৎ থেমে গেল ভেরা। 'ধন্যবাদ... এখন আমি ঠিক আছি... ঠিক আছি...' বললো সে। তার গলার স্বর আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে উঠোন থেকে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে স্বাভাবিকভাবেই ও বললো, 'আমরা দু'জনে মিলে ব্রেকফাস্ট রেডি করছি। আপনারা কিছু লাকড়ি দিয়ে যান, প্লীজ।' ভেরার দিকে তাকিয়ে সবাই দেখলো ওর গালে ডাক্তারের পাঁচ আঙুলের ছাপ লাল হয়ে ফুটে আছে।

ব্লোর নিচু গলায় বললো, 'বাহ্ দারুণ দাওয়াই দিলেন তো!'

'কি করবো বলুন!' ক্ষমা চাওয়ার সুরে বললেন ডাক্তার, 'চড়টা শেষমেষ দিতেই হলো। এমনিতেই যা ঘটছে, তার উপরে আবার হিস্টিরিয়ার রোগী সামলানো সম্ভব না।'

'কিন্তু মেয়েটা তো হিস্টিরিয়া টাইপ না,' স্বগতোক্তি করলো লমবার্ড।

'না, না,' ডাক্তার সায় দিলেন, 'ঠান্ডা মেজাজের মেয়ে। হঠাৎ শক পেয়ে ওরকম হয়েছে।'

মৃত্যুর আগে বেশ কিছু কাঠ কেটে রেখে গেছে টমাস। তা থেকে ওরা তিনজনে মিলে কয়েকটা টুকরো নিয়ে গেল রান্নাঘরে। ভেরা আর এমিলি ব্রেন্ট ব্রেকফাস্টের আয়োজনে ব্যস্ত। মিস ব্রেন্ট চুলা ধরাচ্ছেন, ভেরা রুটি কাটছে। ওদের দেখে এমিলি ব্রেন্ট বললেন, 'ধন্যবাদ। ব্রেকফাস্ট এখনি রেডি হয়ে যাবে। বড়জোর আধঘন্টা কি একটু বেশি। কেতলির পানিটা ফুটলেই...।'

৪

'আমি কি ভাবছি জানেন?' লমবার্ডকে প্রশ্ন করলো ব্লোর।

'কিভাবে জানবো? আমি তো গনক নই।' হালকা গলায় উত্তর দিল লমবার্ড।

ব্লোরের হাবভাব বেশ সিরিয়াস। লমবার্ডের গলায় কৌতুকের সুরটুকু সে লক্ষ্যই করলো না। সিরিয়াস ভাবে বললো, 'আমেরিকায় ঘটেছিল ঘটনাটা– থুত্থুড়ে বুড়ো-বুড়ি। দু'জনকেই কুড়ুলের কোপে খতম করা হলো। বাড়িতে মেয়ে আর পরিচারিকা ছাড়া আর কেউ ছিল না। এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হলো যে পরিচারিকা কাজটা করেনি। মেয়েটা আইবুড়ি। সে করেছে এটাও অবিশ্বাস্য। এতটাই অবিশ্বাস্য যে প্রমাণের অভাবে সে বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়নি ঘটনাটার। একটু দম নিল ব্লোর। তারপর আবার বললো, 'কুড়ুলটা দেখে আমার কেসটার কথা মনে পড়লো। তারপর যখন রান্নাঘরে গেলাম, আইবুড়িটাকে দেখে মনে হলো ... কেমন শান্ত

আর নির্বিকারভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে... যেন কিছুই হয়নি। অথচ অন্যজন– মানে মেয়েটা, প্রায় পাগলের মতো আচরণ করছে– সেটাই তো স্বাভাবিক, তাই না?'

চিন্তিত মুখে লমবার্ড বললো, 'হতে পারে।'

ব্লোর আবার বললো, 'কিন্তু অন্যজন! আইবুড়িটা? কি শান্ত– ধীর স্থির, কোনো হেলদোল নেই, যেন কিছুই ঘটেনি। তিনি আবার সুমধুর সুরে আমাদের বললেন, "ব্রেকফাস্ট এখনি রেডি হয়ে যাবে, বড়জোর আধঘন্টা কি একটু বেশি"– ভাবা যায়! ঐ মহিলার মধ্যে ঘাপলা আছে– বিরাট ঘাপলা। আইবুড়িদের মধ্যে এরকম দেখা যায়, তবে সবাই যে খুন করতে শুরু করে তা নয়, কিন্তু অনেকের মাথায় গন্ডগোল শুরু হয়। এই মহিলা মনে হয় পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছে। এটা এক ধরণের ধর্মীয় উন্মাদনা। মহিলা বোধহয় ভাবছে ঈশ্বর তাকে ধরাধামে পাঠিয়েছে পাপিদের শাস্তি দিতে। এরকমই কিছু একটা ভাবছে বোধহয় সে। জানেন বুড়িটা সারাদিন ঘরে বসে বাইবেল পড়ে।'

'এ থেকে কিছু প্রমাণ হয় না, ব্লোর।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো লমবার্ড।

'আজ সকালে বুড়ি বাইরে বেরিয়েছিল, ট্র্যাক স্যুট পরে,' ব্লোর বললো। 'আবার বলে সমুদ্রের অবস্থা দেখতে গিয়েছিল।'

'টমাসকে হত্যা করা হয় খুব সকালে,' পাল্টা যুক্তি দেখালো লমবার্ড। 'যখন সে কাঠ কাটছিল। যদি এমিলি ব্রেন্ট তাকে হত্যা ক'রে থাকে, তাহলে হত্যা করার পর ব্রেন্ট কেন শুধু শুধু ঘন্টার পর ঘন্টা দ্বীপে ঘুরে বেড়াবে? এটাই কি স্বাভাবিক না যে টমাসকে হত্যার পর খুনি তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে ঘুমিয়ে থাকার ভান করবে?'

'কিন্তু আসল কথাটাই তো আপনি ধরতে পারছেন না,' অধৈর্যভাবে বললো ব্লোর। 'আমরা সবাই যখন খুনির ভয়ে অস্থির, বুড়ি তখন দিব্যি একা একা দ্বীপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটা কিভাবে সম্ভব? এটা কেবল তখনি সম্ভব যদি সে জানে যে তার ভয়ের কোনো কারণ নাই। অর্থাৎ সে নিজেই খুনি।'

'হ্যাঁ, যুক্তিটা ভালো,' স্বীকার করলো লমবার্ড। 'আমি ঠিক এভাবে চিন্তা করিনি।' তারপর হেসে যোগ করলো, 'তা-ও ভালো যে আমার উপর থেকে সন্দেহটা আপনার গেছে।'

'আসলে ঐ রিভলভারটা,' লজ্জিতভাবে বললো ব্লোর, 'ঐ রিভলভারটাই আমার চিন্তাকে ভুল পথে নিয়ে গেছে। আর...ঐ অদ্ভুত গল্পটাও। যেটা আপনি আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। যাই হোক, এখন আমার ভুল ভেঙেছে।' একটু চুপ থেকে সে আবার বললো, 'আশা করি আপনিও আমাকে নির্দোষ মনে করেন।'

'হ্যাঁ, করি,' চিন্তিতভাবে বললো লমবার্ড। 'সত্যি বলতে কি এরকম ঘটনা ঘটাতে হলে যে পরিমাণ কল্পনাশক্তি থাকা দরকার, আপনার তা নেই বলে আমার ধারণা। কিন্তু তারপরেও আপনাকে চিনতে যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে

বলবো– অভিনেতা হিসেবে আপনি দারুণ!' হঠাৎ গলা নামিয়ে লমবার্ড বললো, 'দেখুন ব্লোর, অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে আমরা দুজনও বাঁচি না মরি তার কোনো ঠিক নেই। একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে, স্রেফ কৌতূহল– অভিযোগটা কি সত্যি?'

অস্বস্তি ফুটে উঠলো ব্লোরের চেহারায়। অনেকক্ষণ চুপ থেকে সে বললো, 'ঠিক আছে। এখন আর মিথ্যে বলবো না। হ্যাঁ, ল্যান্ডর নির্দোষ ছিল। ওর বিরুদ্ধে আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলাম। ওর গ্যাং লীডার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। ল্যান্ডরকে ফাঁসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ওরা। ওদের দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল। দেখো এসব কিন্তু আমি অন্য কারো সামনে কখনো স্বীকার করিনি। করবোও না।'

'আহা, এখানে তো অন্য কেউ নেই। ল্যান্ডরকে ফাঁসানোর বিনিময়ে বেশ ভালো একটা দাঁও মেরেছিলে নিশ্চয়ই ভায়া?' চোখ টিপে হাসলো লমবার্ড।

'তেমন কিছু না,' উত্তর দিল ব্লোর। 'গ্যাং লীডার খচ্চরটা বড় চিপ্পুস ছিল। অবশ্য প্রমোশনটা পেয়েছিলাম।'

'আর ওদিকে ল্যান্ডরের সাজা হয়ে গেল, তাই না? বেচারা পরে জেলখানার ভেতরেই পটল তুললো।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সে যে এত তাড়াতাড়ি পটল তুলবে, সেটা আমি আগে থেকে জানবো কিভাবে?'

'তা ঠিক। ওটা তোমার দুর্ভাগ্য।'

'আমার কেন হবে? ল্যান্ডরের দুর্ভাগ্য।'

'তোমারও। কেননা ল্যান্ডরকে হত্যার অভিযোগে এখন তোমার প্রাণটাও যায় যায়।'

'আমার প্রাণ?' ব্লোর বললো, 'অত সোজা না। আমি টমাসের মতো বোকা নই অথবা জেনারেলের মতো বুড়োও নই। আমাকে মারা অত সহজ হবে না। বাজি রেখে বলতে পারি।'

'আমি বাজিতে বিশ্বাস করি না,' লমবার্ড বললো। 'তাছাড়া তুমি যদি মরেই যাও বাজি জিতে কি হবে? বাজির টাকা দেবে কে– তুমিতো ফুটুস!'

'দেখো লমবার্ড, কি বলতে চাচ্ছ তুমি আসলে?'

'বলতে চাচ্ছি তোমার বাঁচার কোনো সম্ভাবনাই নাই।'

'কি?'

'কল্পনাশক্তি– কল্পনাশক্তির বড়ই অভাব তোমার মধ্যে, ভায়া। মিস্টার অজ্ঞাতনামা যখনই চাইবে তখনই তোমাকে বোকা বানাতে পারবে।'

লাল হয়ে গেল ব্লোর। রেগেমেগে বললো, 'আর তোমাকে?'

'আমাকে?' চোয়াল শক্ত হলো লমবার্ডের। 'আমার কল্পনাশক্তির অভাব নাই। বিপদে আমি আগেও পড়েছি, বেরিয়েও এসেছি। বুদ্ধি খাটিয়ে। এবারও আমি বিপদ কেটে বেরিয়ে যাবো।'

৫

কড়াইয়ে ডিম ভাজা হচ্ছে। চুলার সামনে দাঁড়িয়ে ভেরা ভাবছে ওরকম বোকার মতো আচরণ করলাম কেন তখন? ছি ছি! ভীষণ ভুল হয়ে গেছে। মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। ধীরস্থিরভাবে করতে হবে যা করার। লোকে তো তার উপস্থিত বুদ্ধিরও প্রশংসা করে। সেই যে সবাই তখন বলেছিল– *'মিস ক্লেথর্ন বিপদেও বুদ্ধি হরায়নি– মাথা ঠান্ডা রেখেছিল– সিরিলের দুর্ঘটনার সময় সাথে সাথেই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল– সাঁতার কেটে এগিয়ে গিয়েছিল–।'*

সেসব কথা এখন না ভাবাই ভালো। সেসব তো অতীত– মৃত অতীত...। ভেরা পাথরটার কাছে পৌঁছানোর অনেক আগেই সিরিল ডুবে গিয়েছিল। ভেরা টের পাচ্ছিল প্রবল স্রোতে তাকেও টেনে নিয়ে যাচ্ছে, খোলা সাগরের দিকে। আতংকিত না হয়ে সে শুধু ভেসে থাকতে চেষ্টা করেছে। তারপর উদ্ধারকারীরা এগিয়ে এলো নৌকা নিয়ে। ভেরার সাহসের খুব প্রশংসা করেছিল তারা। কেবল উদ্ধারকারীরা নয়, সবাই ভেরার সাহসের প্রশংসা করেছে, শুধু হুগো বাদে। খবরটা শুনে হুগো কেমন অদ্ভুত চোখে তাকিয়েছিল ভেরার দিকে...। ভাবলে এখনও কষ্ট হয়। হুগো এখন কোথায়? কি করছে সে? বিয়ে ক'রে সংসারী হয়েছে, না হয়নি...?

'ভেরা ডিম তো পুড়ে গেল!' এমিলি ব্রেন্টের কথায় সংবিত ফিরলো ভেরার।

প্রায় পুড়ে যাওয়া ডিমটা হাতা দিয়ে তাড়াতাড়ি তুলে নিলেন মিস ব্রেন্ট। কড়াইয়ে আরেকটা ডিম ছাড়তে ছাড়তে ভেরা বললো, 'আপনি আজকে আশ্চর্যরকম শান্ত আর অবিচল আছেন, মিস ব্রেন্ট!'

নাক উঁচু ক'রে এমিলি ব্রেন্ট বললেন, 'আমি এভাবেই বড় হয়েছি। কোনো কিছুতে বিচলিত হয়ে হৈ-চৈ করা আমার স্বভাব নয়।'

ভেরা অবাক হয়ে ভাবলো এই মহিলা এমন কেন? ... হয়তো খুব অসুখী ছিল তার শৈশব... অথবা শৈশব-কৈশোরে কড়া শাসন আর নিয়ম-কানুনের মধ্যে কাটাতে হয়েছে তাকে। ভেরা প্রশ্ন করলো, 'এখানে যা অবস্থা... আপনার ভয় করছে না? নাকি মৃত্যুকে আপনি ভয় পান না?'

মৃত্যু! কথাটা শুনে এমিলি ব্রেন্টের মনে হলো তার অবিচলিত নির্বিকার ব্যক্তিত্বে কেউ যেন সুঁচের খোঁচা দিল। বুড়ি মনে মনে ভাবলো– আমি মরবো? এত সহজে? না, এমিলি ব্রেন্ট এত সহজে মরছে না। এই মেয়েটা কিচ্ছু বোঝে না। ব্রেন্ট পরিবারের লোকদের তো ও চেনে না। ব্রেন্টরা ঈশ্বরভক্ত মানুষ। ঈশ্বরের পেয়ারা বান্দা। তারা ভুল করে না, এত সহজে মরেও না। আমিও এত সহজে মরছি না...।

'ঈশ্বর সর্বময় শক্তি। ভয় নাই, রাত্রির তমসাকে ভয় নাই।' পবিত্র গ্রন্থে এই কথা লেখা আছে। আর এখন তো দিন। সবকিছু স্বচ্ছ, দৃশ্যমান। ভয়ের কিছুই নাই। *'আমরা কেউই এই দ্বীপ ছেড়ে পালাতে পারবো না।'* কে যেন বলেছে কথাটা? ও, হ্যাঁ... জেনারেল ম্যাকআর্থার। লোকটা হতাশাগ্রস্ত ছিলেন।

পলায়নবাদি। মৃত্যুকে যেন ইচ্ছে করেই কাছে টেনে নিয়েছেন। অনেকটা আত্মহত্যার মতো। বিয়াত্রিসে টেইলর... গতরাতে ওকে আবার স্বপ্নে দেখেছেন তিনি। জানালার ওপাশে... কাঁচের উপর মুখটা চেপে ধরে আছে আর কাঁদছে... অনুনয় বিনয় করছে যেন তাকে ভেতরে আসতে দেওয়া হয়। কিন্তু এমিলি ব্রেন্ট কিছুতেই তাকে ভেতরে আসতে দেবেন না। কেননা সে ভেতরে এলেই ভয়ংকর একটা অঘটন ঘটে যাবে...।

হঠাৎ চমকে উঠে মিস ব্রেন্ট দেখলেন ভেরা কেমন অদ্ভুত চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'চলো, চলো। সব তো রেডি। টেবিলে দিয়ে দিই, চলো...।'

৬

খাবার টেবিলে দেখা গেল সবাই খুব বিনয়ী হয়ে গেছে। একে অন্যের পাতের দিকে খেয়াল রাখছে। 'আপনাকে আরেকটু কফি ঢেলে দেব, মিস ব্রেন্ট?'... 'আরেক স্লাইস রুটি, মিস ক্লেথর্ন?'... 'আরেকটা বেকন নেবেন?'... ছয়জন মানুষ– হারাধনের ছয়টি ছেলে, সবাই উপরে উপরে ভদ্র আচরণ করে যাচ্ছে খাবার টেবিলে।

কিন্তু ভেতরে? ভেতরে তাদের ক্রুর কঠিন ভয়ংকর চিন্তারা ঘুরপাক খাচ্ছে। 'এরপর? এরপর কি? কে? কোন জন?'... 'বুদ্ধিটা কি কাজে লাগবে? কে জানে! চেষ্টা ক'রে দেখা যায়। অবশ্য যদি সময় পাই। সময় পাবো তো? হায় ঈশ্বর!'... 'ধর্মীয় গোঁড়ামি। এটাই কারণ...তবে, মহিলাকে দেখে বোঝার উপায় নাই...অবশ্য কে জানে ভুল করছি কি না।'... 'অদ্ভুত ঘটনা, সত্যিই অদ্ভুত ঘটনা। উল হারিয়ে যাচ্ছে, বাথরুমের লাল পর্দাটাও হারালো। ভাবতে পারছি না– কি হচ্ছে এসব? পাগল হয়ে যাবো না তো?'... 'বোকা! যা বলেছি বোকাটা সবই বিশ্বাস করেছে। কাজটা কঠিন হয়নি...তবু, সাবধান থাকতে হবে, খুব সাবধান।'... 'ছয়টা পুতুল। ছয়টা রুশ পুতুল।...মাত্র ছয়টা। আজ রাতের পরে ছয়টা থাকবে তো? দেখা যাক...।'

দ্বাদশপরিচ্ছদ

১

ব্রেকফাস্ট শেষ হলো। বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ মুখে একটু শব্দ করলেন। স্বভাবসুলভ মৃদু কিন্তু কর্তৃত্বের গলায় বললেন, 'পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হওয়া দরকার। আধঘন্টা পরে সবাই ড্রইংরুমে বসতে পারি। কি বলেন?'

সবাই সম্মত হলো। ভেরা প্লেটগুলো জড়ো করছিল। ও বললো, 'আমি থালাবাসনগুলো ধুয়ে মুছে রাখছি।'

ফিলিপ লমবার্ড এগিয়ে এলো। বললো, 'ঠিক আছে। আমি আপনাকে সাহায্য করবো। কাপ-প্লেটগুলো রান্নাঘরে নিয়ে আসছি।'

'ধন্যবাদ।'

এমিলি ব্রেন্ট উঠতে নিয়েও ধপ ক'রে আবার চেয়ারে বসে পড়লেন। 'উফ!' অদ্ভুত একটা শব্দ করলেন তিনি।

'মিস ব্রেন্ট!' উদ্বিগ্ন হলেন বিচারপতি। 'আপনার কোনো অসুবিধা হয়নি তো?'

'তেমন কিছু না,' ক্ষমা চাওয়ার গলায় বললেন মিস ব্রেন্ট। 'আমি মিস ক্লেথর্নকে সাহায্য করার জন্য উঠছিলাম। কিন্তু মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গেল।'

'মাথা ঘুরছে?' প্রশ্ন করলেন আর্মস্ট্রং, 'খুবই স্বাভাবিক। ডাক্তারি ভাষায় একে বলে ডিলেয়েড শক্। এখনি ঠিক হয়ে যাবে। একটা ওষুধ দিচ্ছি–'

'না! না!!' প্রায় চিৎকার ক'রে উঠলেন মিস ব্রেন্ট। সবাই চমকে তার দিকে তাকালো। বোঝাই যাচ্ছে– প্রচন্ড ভয় পেয়েছেন মহিলা। কারণটা বুঝতেও কারো দেরি হল না। ডাক্তারের মুখ লাল হয়ে উঠলো। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনার মর্জি,' কোনোমতে বললেন তিনি।

'আসলে...ওষুধ লাগবে না।' ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন মিস ব্রেন্ট, 'একটু বসে থাকলে এমনিই ঠিক হয়ে যাবে।'

টেবিলের জিনিসগুলো রান্নাঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ব্লোর ভেরাকে বললো, 'আমিও আসছি হাত লাগাতে। ঘরের কাজ করতে আমার ভালো লাগে।'

ভেরা বললো, 'ধন্যবাদ।'

ডাইনিং রুম ফাঁকা হয়ে গেল। শুধু মিস ব্রেন্ট একা একটা চেয়ারে বসে থাকলেন। মাথা ঘোরা ভাবটা তার পুরোপুরি যায়নি। বেশ দুর্বল লাগছে শরীর। ঘুম পাচ্ছে খুব। ঘুম ঘুম একটা ঘোরের মধ্যে তিনি শুনতে পেলেন ভেরা, লমবার্ড আর ব্লোর কথা বলছে রান্নাঘরে। অন্যরকম একটা শব্দও ভেসে আসছে। মৌমাছির পাখার গুনগুন শব্দ।

মৌমাছিটাকেও দেখলেন মিস ব্রেন্ট। বন্ধ জানলার কাঁচ বেয়ে উড়ছে ওটা। ...ভেরা আজ সকালেই মৌমাছির কথা বলছিল না? মৌমাছি মৌচাক...আর মধু। মধু খেতে ভালোবাসেন মিস ব্রেন্ট। চাক ভাঙা মধু। চাকটাকে পাতলা একটা কাপড়ের মধ্যে নিয়ে চাপ দিলে পড়বে ফোঁটা ফোঁটা মধু– টপ্...টপ্...টপ্...

ঘরে কে যেন ঢুকলো...তার সারা গা ভেজা। টপ টপ ক'রে পানি পড়ছে...বিয়াত্রিসে টেইলর নদী থেকে উঠে আসছে। মিস ব্রেন্টের মনে হলো ঘাড় ফেরালেই তিনি মেয়েটাকে দেখতে পাবেন। কিন্তু ঘাড় ফেরাতে পারছেন না...

কাউকে ডাকতেও পারছেন না তিনি...গলা দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছে না...মনে হচ্ছে বাড়িটা নির্জন, সারা বাড়িতে কেউ নেই– তিনি একা। ...পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কে যেন এগিয়ে আসছে। বোধহয় নদীতে ডুবে যাওয়া সেই মেয়েটাই। শ্যাওলা আর কাদার সোঁদা গন্ধ এসে লাগলো তার নাকে। ...কাঁচের শার্সিতে মৌমাছিটা গুনগুন করেই যাচ্ছে। এমন সময় সুঁচের খোঁচাটা টের পেলেন তিনি। তার ঘাড়ের পাশে হুল ফুটিয়েছে মৌমাছি...।

২

ড্রইংরুমে সবাই অপেক্ষা করছে এমিলি ব্রেন্টের জন্য। ভেরা বললো, 'আমি কি গিয়ে ওনাকে ডেকে আনবো?'

ব্লোর হঠাৎ বললো, 'এক মিনিট।'

ভেরা বসে পড়লো। সবার কৌতূহলী চোখ ব্লোরের দিকে। ব্লোর বললো, 'দেখুন, আমি একটা কথা বলি। আমার মনে হয় রহস্যের সমাধান পাওয়া গেছে। এইসব খুনের হোতা ঐ বুড়ি।'

আর্মস্ট্রং প্রশ্ন করলো, 'খুনের মোটিভ কি?'

'ধর্মীয় উন্মাদনা। আপনিই বলুন ডাক্তার এরকম মানসিক ব্যধি কি হতে পারে না? আপনার কি মত?'

ডাক্তার কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন। তারপর উত্তর দিলেন, 'হতে পারে। ডাক্তারি শাস্ত্রমতে অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রমাণ কোথায়?'

'রান্নাঘরে আজকে সকালে মহিলা অদ্ভুত আচরণ করছিলেন,' ভেরা বললো। 'এমন ঠান্ডা চোখে তিনি তাকিয়েছিলেন...মাগো!'

'এ দিয়ে কিছুই প্রমাণ হয় না,' লমবার্ড বললো। 'আমরা সবাই ইদানিং অদ্ভুত আচরণ করছি।'

'আরও একটা ব্যাপার আছে,' ব্লোর বললো। 'ঐ গ্রামোফোন রেকর্ডটা বাজার পর আমরা সবাই আত্মপক্ষ সমর্থন ক'রে যার যার বক্তব্য দিয়েছি। কিন্তু ঐ বুড়ি কোনো বক্তব্য দেয়নি। কেন? কারণ আমার মনে হয় দেওয়ার মতো কোনো বক্তব্য তার নাই।'

ভেরা নড়ে উঠলো। 'কথাটা পুরোপুরি ঠিক না,' বললো সে। 'মিস ব্রেন্ট পরে আমাকে তার বক্তব্য বলেছেন।'

'তিনি কি বলেছেন, মিস ক্লেথর্ন?' বিচারপতি প্রশ্ন করলেন।

ভেরা বিয়াত্রিসে টেইলরের আত্মহত্যার গল্পটা বললো। 'সত্যি করুণ গল্প,' বিচারপতি মন্তব্য করলেন। 'আচ্ছা, মিস ক্লেথর্ন, মহিলাকে কি অনুতপ্ত মনে হয়েছে? উনি কি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন?'

'একটুও না,' ভেরা বললো। 'তার ধারণা– তিনি যা করেছেন ঠিকই করেছেন।'

'পাথর দিয়ে তৈরি এইসব আইবুড়িদের মন।' ব্লোর মন্তব্য করলো।

ঘড়ি দেখলেন বিচারপতি। 'এগারোটা বাজতে পাঁচ মিনিচ বাকি। এবার মিস ব্রেন্টকে ডাকা উচিত।'

'কিন্তু... তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেবেন না?' ব্লোর প্রশ্ন করলো।

বিচারপতি বললেন, 'কি ব্যবস্থা নেব? আমাদের হাতে তো কোনো প্রমাণ নেই। শুধু সন্দেহের উপর ভিত্তি ক'রে তো কোনো ব্যবস্থা নেয়া যায় না। যাই হোক, আমি ডক্টর আর্মস্ট্রংকে অনুরোধ করবো তিনি যেন মিস ব্রেন্টের দিকে নজর রাখেন, তার আচরণ লক্ষ্য করেন। চলুন... এখন ডাইনিং রুমে যাওয়া যাক।'

এমিলি ব্রেন্ট আগের মতো একই ভঙ্গিতে চেয়ারে বসে আছেন। দূর থেকে অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়লো না। শুধু অবাক ব্যাপার– এতজন মানুষের পায়ের শব্দ শুনেও তিনি ঘাড় ফেরালেন না।

একটু পরেই কারণটা বোঝা গেল। ...তার ঘাড়ে জামায় রক্ত, ঠোঁট নীল, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে। অস্ফুট স্বরে ব্লোর বললো, 'সর্বনাশ! মহিলা মারা গেছেন!'

৩

'আরও একজন গেল।' বিচারপতির শান্ত মৃদু কণ্ঠ শোনা গেল।

আর্মস্ট্রং ঝুঁকে মহিলাকে পরীক্ষা করছেন। মহিলার মুখের কাছে নাক নিয়ে গন্ধ শুঁকলেন তিনি, মাথা নাড়লেন, তারপর চোখের পাতা তুলে পরীক্ষা করলেন। 'কিভাবে মৃত্যু হয়েছে ডাক্তার?' অধৈর্যভাবে প্রশ্ন করলো লমবার্ড। 'একটু আগেই তো সুস্থ মানুষটাকে রেখে গেলাম আমরা।'

ঘাড়ের কাছে ছোট্ট একটা লাল দাগ দেখতে পেলেন ডাক্তার। 'মৃত্যুর কারণ খুঁজে পেয়েছি,' বললেন তিনি। 'এটা সিরিঞ্জের সুঁইয়ের দাগ।'

জানালার কাঁচে মৌমাছিটাকে আবার দেখা গেল। বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করছে ওটা। 'মৌমাছি!' ভেরা চিৎকার দিল, 'দেখো দেখো একটা মৌমাছি! আজ

সকালে কি বলেছিলাম মনে আছে তো? *'হারাধনের ছয়টি ছেলে দেখে মাছির নাচ / একটি ম'লো হুলের বিষে রইলো বাকি পাঁচ।'*

'কিন্তু হুলের বিষে মহিলা মারা যাননি,' গম্ভীর মুখে বললেন আর্মস্ট্রং। 'মারা গেছেন সিরিঞ্জের বিষে।'

'কি বিষ ছিল ওটা?' বিচারপতি জানতে চাইলেন।

'নিশ্চিতভাবে বলা মুসকিল,' উত্তর দিলেন আর্মস্ট্রং। 'খুব সম্ভব পটাসিয়াম সায়ানাইড। টনি মার্সটনকে যেটা দেয়া হয়েছিল। মহিলা প্রায় সাথে সাথেই মারা গেছেন।'

'কিন্তু মৌমাছি?' ভেরা প্রশ্ন করলো, 'ছড়ার সঙ্গে এরকম মিল! এটা কি কাকতালীয়?'

'না, কাকতালীয় নয়,' লমবার্ডের গলায় শ্লেষের সুর। 'খুনি বোধহয় ছড়াটা খুব ভালোবাসে। তাই ছড়ার সঙ্গে মিল রেখে একের পর এক খুনগুলো ক'রে যাচ্ছে। উন্মাদের পাল্লায় পড়েছি আমরা, বদ্ধ উন্মাদ–' এই প্রথমবারের মতো লমবার্ডের গলাটা একটু কেঁপে গেল।

বিচারপতির শান্ত মৃদু গলা শোনা গেল। 'আমাদের মধ্যে কেউ কি সিরিঞ্জ সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছে?'

'আমি এনেছি।' একটু ইতস্তত ক'রে বললেন ডাক্তার। সঙ্গে সঙ্গে চার জোড়া সন্দেহের চোখ তার দিকে তাকালো দেখে ডাক্তার আবার বললেন, 'প্রায় সব ডাক্তারই সিরিঞ্জ সঙ্গে রাখে। কখন কি কাজে লাগে বলা তো যায় না। আমিও রাখি।'

'অবশ্যই অবশ্যই,' বিচারপতি বললেন। 'আচ্ছা ডাক্তার সিরিঞ্জটা কোথায়?'

'আমার স্যুটকেসে আছে।'

'তথ্যটা যাচাই করা দরকার।' বিচারপতি বললেন।

পাঁচজনের নীরব মিছিলটা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলো। স্যুটকেসের জিনিসগুলো সব মেঝেতে ঢালা হলো। সবাই দেখলো জিনিসগুলোর মধ্যে কোনো সিরিঞ্জ নেই।

৪

'নিশ্চয়ই কেউ চুরি করেছে।' আর্মস্ট্রং প্রায় চিৎকার ক'রে উঠলেন। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। চার জোড়া চোখের নীরব দৃষ্টি তাকে দেখছে। ঘরের মধ্যে অস্বস্তিকর এক নীরবতা। অসহায়ের মতো এক এক ক'রে সবার মুখের দিকে তাকালেন ডাক্তার। দুর্বল গলায় বললেন, 'কেউ নিয়েছে... নিশ্চয়ই কেউ নিয়েছে আমার অজান্তে...।'

ব্লোর আর লমবার্ড মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। বিচারপতি বললেন, 'আমরা এখানে পাঁচজন– আমাদের মধ্যেই একজন কেউ ভয়ংকর খুনি। পরিস্থিতি এখন বিপজ্জনক রূপ নিয়েছে। নিরীহ চারজনের নিরাপত্তার দিকটা আমাদের দেখতে হবে। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি– ডক্টর আর্মস্ট্রং, আপনার কাছে কি কি ওষুধ আছে?'

'এই যে আমার ওষুধের বাক্স।' আর্মস্ট্রং বাক্সটা দেখালেন। 'আপনারা দেখতে পারেন। কিছু ঘুমের ওষুধ– ট্রায়োনোল আর সালফানোল ট্যাবলেট, এক প্যাকেট ব্রোমাইড, বাইকারবোনেট অফ সোডা, অ্যাসপিরিন– ব্যস্ আর কিছু নেই। আমার কাছে কোনো সায়ানাইড নেই।'

বিচারপতি বললেন, 'আমার কাছেও কিছু সালফানোল ট্যাবলেট আছে। বেশি পরিমাণে খেলে এই ট্যাবলেটও বিপজ্জনক হতে পারে। মিস্টার লমবার্ড আপনার কাছে তো একটা রিভলভার আছে, তাই না?'

'থাকলে অসুবিধা কি?' লমবার্ড জবাব দিল।

'অসুবিধা তেমন কিছু না,' বললেন বিচারপতি। 'সবার নিরাপত্তার কথা ভেবে আমি একটা প্রস্তাব করছি। প্রস্তাবটা এরকম– ডাক্তারের ওষুধগুলো, আমার ট্যাবলেটগুলো, আপনার রিভলভার এবং আর কারও কাছে যদি কোনো বিপজ্জনক ওষুধ বা অস্ত্রশস্ত্র থাকে, তাহলে সেগুলো সব এক ক'রে আমরা নিরাপদ কোনো জায়গায় রাখতে পারি। এরপর আমরা প্রত্যেকের ঘর সার্চ করবো। তারপর প্রত্যেকের শরীরও সার্চ করবো। এভাবেই কেবল আমরা আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারি।'

'আমি আমার রিভলভার হাতছাড়া করছি না।' রেগেমেগে বললো লমবার্ড।

বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ বললেন, 'দেখুন মিস্টার লমবার্ড, আপনার গায়ে বেশ জোর আছে দেখেই বোঝা যায়। আবার এদিকে ইন্সপেক্টর ব্লোরও বেশ শক্তিশালী মানুষ। আপনাদের দুজনের মধ্যে মারামারি হলে কে জিতবে বলা মুসকিল। ব্লোরের সঙ্গে আমি, ডাক্তার আর মিস ক্লেথর্ন যদি যোগ দিই, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই শক্তিতে পারবেন না, তাই না? এখন বলুন আপনি কি করবেন? রিভলভার দেবেন, না দেবেন না?'

লমবার্ডের চেহারাটা হঠাৎ বদলে গেল। কোনঠাসা জন্তুর মতো ওর দাঁতগুলো বেরিয়ে এলো। কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললো, 'ঠিক আছে, দেব।'

'এইতো বুদ্ধিমান মানুষের মতো কথা,' বললেন বিচারপতি। 'রিভলভারটা কোথায়, মিস্টার লমবার্ড?'

'আমার ঘরে। টেবিলের ড্রয়ারে।'

'চমৎকার।'

'আমি গিয়ে নিয়ে আসছি,' লমবার্ড বললো।

'তার চেয়ে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে গেলে কেমন হয়?'

'আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাই না?' লমবার্ড হাসলো– কোনঠাসা নেকড়ের মতো হাসি। 'ঠিক আছে, চলুন।'

মিছিলটা এবার গেল লমবার্ডের ঘরে। লমবার্ড টেবিলের কাছে গিয়ে ড্রয়ারটা খুললো। খুলেই এক পা পিছিয়ে এলো সে, মুখ দিয়ে বিস্ময়ের একটা শব্দ করলো– ড্রয়ার ফাঁকা। রিভলভারটা ড্রয়ারে নেই।

৫

'এবার খুশি?' প্রশ্ন করলো লমবার্ড। ব্লোরের ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে। সম্পূর্ণ নগ্ন। তার গায়ে একটা সুতোও নেই। ঘরের দরজা বন্ধ। বাইরে করিডোরে দাঁড়িয়ে আছে ভেরা। ঘরের মধ্যে বাকি তিনজন পুরুষ। লমবার্ডের ঘর সার্চ করার পর একে একে ওয়ারগ্রেভ, আর্মস্ট্রং এবং ব্লোরের ঘর সার্চ করা হয়েছে। এখন বডি সার্চ চলছে। লমবার্ডের পর বাকি তিনজনের বডিও সার্চ করা হলো একই কায়দায়।

ব্লোরের ঘর থেকে চারজন পুরুষ বেরিয়ে এলো। ভেরার কাছে এসে দাঁড়ালো তারা। বিচারপতি বললেন, 'আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না, মিস ক্লেথর্ন। রিভলভারটা খুঁজে বের করতেই হবে। সবাইকে সার্চ করা দরকার। আপনার সঙ্গে সুইমিং কস্টিউম আছে না?'

ভেরা মাথা ঝাঁকালো। 'আছে।'

'তাহলে এক কাজ করুন। ঘরে গিয়ে অনুগ্রহ ক'রে সেটা পরে আসুন।'

ভেরা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলো। একটু পরেই সে তার টাইট-ফিটিং সাঁতারের পোশাকটা পরে বেরিয়ে এলো।

'ধন্যবাদ মিস ক্লেথর্ন,' বিচারপতি বললেন। 'আপনি করিডোরে দু'মিনিট অপেক্ষা করুন। আমরা আপনার ঘরটা সার্চ ক'রে নিই।'

ভেরা করিডোরে দাঁড়িয়ে থাকলো। ঘর সার্চ করা হয়ে গেলে সে আবার ঘরে ঢুকে পোশাক পাল্টে বেরিয়ে এলো। বিচারপতি বললেন, 'একটা বিষয়ে এখন আমরা নিশ্চিত যে কারো ঘরে বিষাক্ত কোনো ওষুধ অথবা অস্ত্রশস্ত্র নেই। যে ওষুধগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে, সেগুলো এখন আমরা একটা নিরাপদ জায়গায় রাখবো। রান্নাঘরে একটা সিলভার কেস আছে, তাই না?'

'আছে হয়তো,' ব্লোর বললো। 'কিন্তু কেসের চাবিটা কার কাছে থাকবে? আপনার কাছে নিশ্চয়ই?'

বিচারপতি একথার কোনো উত্তর না দিয়ে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালেন। সবাই তাকে অনুসরণ করলো। রান্নাঘরের কাবার্ডে একটা সিলভার কেস পাওয়া গেল। ওটার ভেতর ওষুধগুলো রেখে তালাবন্ধ করলেন বিচারপতি। তারপর কেসটাকে রাখা হলো কাবার্ডের মধ্যে। কাবার্ডের গায়েও তালা লাগালেন বিচারপতি। এবার তিনি সিলভার কেসের চাবি দিলেন লমবার্ডের হাতে আর কাবার্ডের চাবি দিলেন ব্লোরকে। বললেন, 'আপনারা দুজনই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। আবার শক্তিতে দুজন প্রায় সমান সমান। সুতরাং কেউ কাউকে সহজে কাবু করতে পারবেন না। আবার বাকি তিনজনের কারো পক্ষেও সম্ভব না আপনাদের কাউকে কাবু করা। তাছাড়া কেউ যদি কাবার্ডের তালা ভাঙতে চায়, তাতে বেশ শব্দ হবে। কোনোমতে তালা ভাঙতে পারলেও সিলভার কেসটা ভাঙা সহজ হবে না। ওটা যথেষ্ট শক্ত।' একটু দম নিলেন বিচারপতি। তারপর বললেন, 'একটা সমস্যার সমাধান এখনও হয়নি। মিস্টার লমবার্ডের রিভলভারটা কোথায় গেল?'

'রিভলভারের মালিকেরই সেটা জানার কথা।' ব্লোর মন্তব্য করলো।

কথাটা শুনে লমবার্ডের নাকের ডগা লাল হয়ে গেল। রেগেমেগে সে বললো, 'এই মাথামোটা লোকটাকে আমি কবার বলবো– রিভলভারটা চুরি হয়ে গেছে।'

ওয়ারগ্রেভ জিজ্ঞেস করলেন, 'শেষ কখন আপনি ওটাকে দেখেছেন?'

'গত রাতে,' লমবার্ড জবাব দিল। 'ঘুমোতে যাওয়ার আগে রেডি অবস্থায় ওটাকে আমি ড্রয়ারে রেখেছি। হঠাৎ কখন কাজে লাগে একথা ভেবে।'

'তাহলে আজ সকালে ওটা চুরি হয়েছে,' বিচারপতি বললেন। 'যখন আমরা টমাসকে খুঁজছিলাম, হয়তো সেই সময়। অথবা যখন ওর ডেড বডি খুঁজে পাওয়া গেল তখন।'

'নিশ্চয়ই ওটা কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে। খুঁজে দেখা দরকার।' ভেরা বললো।

বিচারপতি চিন্তিতভাবে চিবুকে হাত বুলোচ্ছিলেন। তিনি বললেন, 'খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। খুনি অনেক সময় পেয়েছে। ওটাকে সে এমনভাবে লুকিয়ে রাখবে যে খুঁজে পাওয়া মুসকিল।'

'রিভলভারটা কোথায় আছে আমি জানি না,' ব্লোর বললো। 'তবে সিরিঞ্জটা কোথায় পাওয়া যাবে, তা আমি অনুমান করতে পারি। আসুন সবাই আমার সঙ্গে।'

দরজা খুলে ব্লোর বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলো। কিছুটা ঘুরে সে ডাইনিং রুমের জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। সবাই দেখলো– জানালা থেকে একটু দূরে পড়ে আছে সিরিঞ্জটা। ওটার কাছাকাছি পড়ে আছে আরও একটা জিনিস– রুশ পুতুল। হারিয়ে যাওয়া পাঁচ নম্বর রুশ পুতুলটা ওখানে পড়ে আছে।

'যা ভেবেছি, ঠিক তাই,' সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বললো ব্লোর। 'মিস ব্রেন্টকে হত্যা করার পর জানালা খুলে খুনি সিরিঞ্জটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলেছে। সেই সঙ্গে পুতুলটাও সে ছুঁড়ে দিয়েছে বাইরে।'

সিরিঞ্জের উপরে আঙুলের ছাপ পাওয়া গেল না। রুমাল দিয়ে মুছে ফেলা হয়েছে। ভেরা বললো, 'চলুন এবার রিভলভারটা খোঁজা যাক।'

'ঠিক আছে,' বিচারপতি সম্মতি জানালেন। 'তবে, খোঁজার সময় সাবধান। সবাই একসঙ্গে থাকতে হবে। কেউ আলাদা হয়ে গেলেই খুনি সুযোগ পেয়ে যাবে।'

বাড়িটার সব ক'টা তলার আনাচ-কানাচ তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখা হলো। কিছুই পাওয়া গেল না। রিভলভার এখনো মিসিং।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১

পাঁচজন মানুষ। পাঁচজন আতংকিত ভীত মানুষ। সবাই সবাইকে সন্দেহ করছে। সন্দিগ্ধ চোখে তাকাচ্ছে একে অন্যের দিকে। সন্দেহটা আর লুকোনোরও চেষ্টা করছে না কেউ। যেন সবাই সবার শত্রু। আবার কেউ কাউকে ছেড়েও যেতে পারছে না। নিরাপত্তার কারণে।

ওদের আর পুরোপুরি মানুষ বলেও মনে হচ্ছে না এখন। বিচারপতি ওয়ারগ্রেভকে দেখাচ্ছে বুড়ো একটা কচ্ছপের মতো। কুঁজো হয়ে নিশ্চল বসে আছেন তিনি। ঘাড়ের ভেতর থেকে মাথাটা বেরিয়ে আছে। সরীসৃপের মতো ঠান্ডা চোখ দুটো সতর্কভাবে ঘুরছে এদিক-ওদিক। ইন্সপেক্টর ব্লোরকে দেখাচ্ছে বিশাল একটা ভালুকের মতো। ভালুকের মতোই হেলে-দুলে হাঁটছে সে। চোখ দুটো লাল। ক্যাপ্টেন ফিলিপ লমবার্ডের চলাফেরা অনেকটা চিতার মতো- ক্ষিপ্র, নিঃশব্দ। ক্ষীণ শব্দেও সে থমকে দাঁড়াচ্ছে। কান দুটো তার শিকারী চিতার মতোই খাড়া হয়ে আছে। আপন মনে প্রায়ই হেসে উঠছে সে– চিতার হাসি।

ভেরা চেয়ারে বসে আছে। হাত-পা গুটিয়ে ছোট্ট একটা পাখির মতো বসে আছে সে। তাকে খুব অসহায় দেখাচ্ছে, যেন নড়া-চড়া করতেও ভয় হচ্ছে তার।

সবচেয়ে করুণ অবস্থা আর্মস্ট্রংয়ের। খুব নার্ভাস দেখাচ্ছে তাকে। হাত দুটো একটু একটু কাঁপছে। একের পর এক সিগারেট ধরাচ্ছেন তিনি। পুরোটা খাচ্ছেন না। দু'এক টান দিয়েই ফেলে দিচ্ছেন। তার শুধু মনে হচ্ছে কিছু একটা করা দরকার। বারবার সেকথাই বলছেন তিনি নার্ভাসভাবে। 'কিছু একটা করা দরকার...এখনি, কিছু একটা...এভাবে চুপচাপ বসে থাকার কোনো মানে হয় না। কিছু করা দরকার...আগুন জ্বালানো যায় না– বনফায়ার...?'

ব্লোর বললো, 'এই আবহাওয়ায়?'

আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। দমকা বাতাস ঝাপটা দিচ্ছে জানালায়। সেই সঙ্গে কাঁচের উপর বৃষ্টির পিটপিট শব্দ। ঘরের ভিতর বন্দী পাঁচজন মানুষ। বদ্ধ ঘরে তাদের পাগল হওয়ার দশা। অলিখিতভাবে বিচিত্র এক নিয়ম চালু হয়ে গেছে।

যখন দরকার হচ্ছে একজন ক'রে ঘরের বাইরে যাচ্ছে। সে ফিরে না আসা পর্যন্ত দ্বিতীয় কেউ আর বাইরে যাচ্ছে না।

আগুন জ্বালানোর কথা শুনে আশাবাদী গলায় লমবার্ড বললো, 'ঝড়-বৃষ্টি শিগ্রী থেমে যাবে, বুঝলেন? একটু ধৈর্য ধরতে হবে। তারপর আমরা আগুন জ্বালাবো। অথবা অন্য কোনোভাবে সিগনাল পাঠাবো। কিংবা একটা ভেলা বানিয়ে নেব। একসময় থামবে ঝড়-বৃষ্টি... শুধু সময়ের প্রশ্ন...।'

'সময়ের প্রশ্ন– অ্যাঁ? সময়?' হঠাৎ পাগলের মতো হেসে উঠলেন আর্মস্ট্রং, 'সময়ই তো আমাদের হাতে নেই...তার আগেই আমরা হাপিস হয়ে যাবো, হারাধনের ছেলেরা– হাপিস, হা! হা!! হা!!!'

'তা কেন হবো?' বিচারপতির মৃদু স্পষ্ট গলা শোনা গেল। 'সাবধান থাকলে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। আমরা সবাই সাবধান থাকবো...খুব সাবধান...।'

দুপুরের খাবার সময়মতোই খাওয়া হলো। ওরা পাঁচজন একসঙ্গে রান্নাঘরে গেল। স্টোর রুমে এখনো প্রচুর খাবার থরে থরে সাজানো আছে। সেখান থেকে কিছু কোল্ড মিট আর ফলের টিন খুলে টেবিলের চারপাশে দাঁড়িয়ে সাদামাটাভাবে সারা হলো দুপুরের খাবার। তারপর পাঁচজন একসঙ্গে আবার ফিরে এলো ড্রইংরুমে। যে যার আসনে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো। অন্তহীন অর্থহীন অপেক্ষা। অবশ্য শুধু অপেক্ষা নয়– অপেক্ষা এবং নজর রাখা। পরস্পরের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা।

নজর রাখতে রাখতে ওদের ভাবনা-চিন্তাও ধীরে ধীরে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে– 'আর্মস্ট্রং...নিশ্চয়ই আর্মস্ট্রং...ও ছাড়া আর কেউ নয়। লোকটার চোখ দু'টো কেমন অস্বাভাবিক– পাগলের মতো। একটু আগে আমার দিকে কিভাবে যেন তাকাচ্ছিল...কে জানে, লোকটা হয়তো আসলে ডাক্তার নয়... আমাদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য ডাক্তার সেজেছে। এমনও তো হতে পারে লোকটা আসলে উন্মাদ...পাগলা গারদ থেকে পালিয়ে এসেছে...নিশ্চয়ই তাই। সবাইকে বলবো নাকি– চিৎকার দেব? না, চিৎকার দেওয়া ঠিক হবে না। লোকটা সাবধান হয়ে যাবে...আচ্ছা, ক'টা বাজে? মাত্র সোয়া তিনটা...হায় ঈশ্বর! পাগল হয়ে যাবো...ঐ যে লোকটা আবার আড়চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে...।'

'আমাকে কাবু করতে পারবে না। আমি সাবধান আছি...যথেষ্ট সাবধান। এর চেয়েও বড় বিপদ আমি পার হয়ে এসেছি...কিন্তু রিভলভারটা? ওটা কোথায় গেল...কে নিল? কারো সঙ্গে নাই, এটা আমরা জানি। সবাইকেই সার্চ করা হয়েছে...এই মুহূর্তে কারো সঙ্গে নাই...কিন্তু কেউ না কেউ নিশ্চয়ই জানে, ওটা কোথায় আছে...?'

'ওরা পাগল হয়ে যাচ্ছে...মৃত্যুভয়! মৃত্যুভয়ে সবাই পাগল হয়ে যাচ্ছে...মৃত্যুর ভয় কার না আছে? সবার আছে...আমারও আছে...হ্যাঁ,

আছে...কিন্তু তাতে কি মৃত্যু থামবে? থামবে না...অন্ধ হলেও প্রলয় বন্ধ হয় না। মেয়েটা...মেয়েটার উপর নজর রাখতে হবে...হ্যাঁ, মেয়েটা...।'

'চারটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি...চারটা বাজতে কুড়ি মিনিট...ঘড়ির কাঁটা নড়ছেই না...সময় কি থেমে গেল নাকি? কে জানে...কিছুই ভাবতে পারছি না আমি...কিচ্ছু না। এরকম উদ্ভট ঘটনাও পৃথিবীতে ঘটতে পারে...? পারে যে, সে তো দেখতেই পাচ্ছি...আচ্ছা, আমরা জেগে আছি, না ঘুমিয়ে আছি...মনে হচ্ছে যেন ঘুমিয়ে আছি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখছি...জাগা দরকার...আমার মাথাটা...মনে হচ্ছে যেন ছিঁড়ে যাবে। কিছুই ভাবতে পারছি না...এরকম ঘটনাও ঘটে! ক'টা বাজলো– মাত্র পৌনে চারটা...হায় ঈশ্বর...!'

'মাথাটা ঠান্ডা রাখতে হবে...খুব ঠান্ডা। ভেবে-চিন্তে ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে হবে...চমৎকার এগোচ্ছে কাজ, একেবারে প্ল্যান মাফিক। কিন্তু সাবধান থাকতে হবে...খুব সাবধান। কেউ যেন ঘূর্ণাক্ষরেও সন্দেহ না করে। এবার একটু ট্রিক খাটাতে হবে...হ্যাঁ কৌশল...কৌশল করতে হবে। কিন্তু কাকে বেছে নেয়া যায়...কাকে? এ না ও? না, ওকেই বেছে নেয়া যাক...হ্যাঁ, ওকেই...।'

ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে পাঁচটা বাজলো। চমকে সবাই তাকালো ঘড়ির দিকে। ভেরা জিজ্ঞেস করলো, 'কে কে চা খাবে?'

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। কেউ উত্তর দিল না। নীরবতা ভাঙলো ব্লোর। 'আমি এক কাপ খাবো।'

ভেরা উঠলো। বললো, 'আমি বানিয়ে আনছি। আপনারা এখানেই থাকুন।'

বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ বাধা দিলেন, বললেন, 'আমার মনে হয়, সবাই মিলে যাওয়াই ভালো। চা বানানোটা সবাই নিজ চোখে দেখতে পাবেন।'

ভেরা প্রথমে বুঝতে পারেনি। একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। তারপর বুঝতে পেরে পাগলের মতো হেসে উঠলো। 'ও হ্যাঁ, তাইতো। নজর রাখা...হি-হি-হি! ভুলেই গিয়েছিলাম। আসুন, আসুন!'

পাঁচজন মিছিল ক'রে রান্নাঘরে গেল। চা বানানো হলো। ভেরা আর ব্লোর চা খেল। বাকি তিনজন নিল হুইস্কি। নতুন একটা বোতল খোলা হলো। কাবার্ড থেকে নতুন গ্লাস বের করা হলো। গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে হাসলেন বিচারপতি– সরীসৃপের মতো আধ-বোঁজা চোখের হাসি। হাসতে হাসতে বললেন, 'সাবধান থাকতে হবে...খুব সাবধান!'

চা-পর্ব শেষে সবাই আবার ড্রইংরুমে ফিরে গেল। ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। লমবার্ড সুইচ টিপলো। কিন্তু আলো জ্বললো না। 'ওহ হো, তাইতো!' বললো সে, 'জ্বলবে কিভাবে? টমাস তো নেই। জেনারেটার চালানো হয়নি।' একটু ইতস্তত ক'রে লমবার্ড আবার বললো, 'সবাই মিলে গিয়ে জেনারেটার চালু করা যায়।'

বিচারপতি বললোন, 'অন্ধকারে বাইরে যাওয়া ঠিক হবে না। তারচে বরং মোমবাতি জ্বালানো যাক। স্টোররুমে মোমবাতির প্যাকেট আছে, আমি দেখেছি।'

লমবার্ড স্টোররুমে গেল মোমবাতি আনতে। অন্ধকারে বাকি চারজন সতর্কভাবে নজর রাখলো পরস্পরের দিকে। এক হাতে মোমবাতির প্যাকেট, অন্য হাতে কয়েকটা ছোট পিরিচ নিয়ে একটু পরেই ফিরে এলো লমবার্ড। পাঁচটা মোমবাতি জ্বালানো হলো। ঘরের নানা জায়গায় সেগুলোকে রাখা হলো। মাত্র পৌনে ছয়টা বাজে তখন।

২

ছ'টা কুড়ি মিনিটে ভেরার মনে হলো এভাবে এখানে আর চুপচাপ বসে থাকা যায় না। মাথাটা ভীষণ ধরেছে। ঘরে গিয়ে মাথাটা একটু ধুয়ে ফেলা দরকার ঠান্ডা পানিতে। উঠে ড্রইংরুমের দরজা পর্যন্ত চলে গিয়েছিল ভেরা। ঘরে আলো নেই। মনে পড়তেই ফিরে এসে মোমবাতির প্যাকেট থেকে একটা মোমবাতি বের ক'রে জ্বালিয়ে নিল। ওটাকে পিরিচের উপর বসিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে নিজের ঘরে ঢুকলো ভেরা। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেই সে থমকে দাঁড়ালো। কেমন একটা গন্ধ...সমুদ্রের লোনা পানির গন্ধ...।

না, ভুল হয়নি তার। ঠিকই ধরেছে সে। সমুদ্রের গন্ধই। দ্বীপে এরকম গন্ধ এমনিতেই পাওয়া যায়। কিন্তু এ গন্ধটা যেন একটু অন্যরকম। কেমন স্মৃতি জাগানিয়া। ঠিক এরকম গন্ধই ছিল সেদিন শ্যাওলা ঢাকা পাথরগুলোর গায়ে...যেখানে সাঁতরে গিয়েছিল সিরিল। ...*'সাঁতার কেটে পাথরগুলোর কাছে যাবো মিস ক্রেথর্ন?... প্লিজ যাই না, কি হবে...পারবো আমি...প্লিজ...!'* ছেলেটার প্যানপ্যানানি এখনো কানে লেগে আছে। হুগোর কথাটাও মনে পড়লো।...সিরিল না থাকলে হুগো তার ভাইয়ের সম্পত্তি পেত। টাকা-পয়সার ওর কোনো অভাব থাকতো না। হুগোর সঙ্গে ভেরার বিয়ে হতো...।

হুগো...হুগো এখন কোথায়? মনে হয় আশেপাশেই কোথাও আছে সে, সারাক্ষণ ভেরার কাছেই আছে...। এক পা এগিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো ভেরা। এমন সময় জানালা দিয়ে দমকা বাতাস এসে মোমবাতি নিভিয়ে দিল। দপ করে নিভে গেল আলো। অন্ধকারে হঠাৎ প্রচন্ড ভয় পেল ভেরা। 'বোকার মতো করো না।' নিজেকে ধমক লাগালো সে। 'ভয় পাওয়ার মতো কিছুই ঘটেনি। নিচে ওরা চারজন ড্রইংরুমে বসে আছে। এই ঘরে কেউ নেই।'

কিন্তু গন্ধটা?...সেই পরিচিত গন্ধটা এখনো ওর নাকে লাগছে...আরও তীব্র হয়ে লাগছে– কেন? তাহলে কি এই ঘরে অন্ধকারে...কেউ ঘাপটি মেরে আছে...?

মৃদু একটা শব্দও যেন শুনতে পেল ভেরা। নাকি ওটা তার কল্পনা? কিন্তু...তা কি করে হয়?...স্পষ্ট শুনলো সে। অন্ধকারে স্থির মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে ভেরা...এমন সময় শীতল একটা হাতের স্পর্শ লাগলো ওর গলায়...ভেজা একটা হাত...সমুদ্রের গন্ধটা ভীষণভাবে নাকে লাগলো এই সময়...।

৩

চিৎকার দিল ভেরা। গলায় যত শক্তি ছিল সব এক করে চেঁচাতে লাগলো। তীক্ষ্ণ তীব্র উচ্চ কম্পাঙ্কের ভীষণ চিৎকার। প্রচন্ড ভয় পেয়েছে সে। নিচে থেকে ছুটে আসা লোকজন, তাদের শোরগোল, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ– এসব কিছুই শোনেনি ভেরা। আতংকের বোধ ছাড়া আর কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না তার চেতনায়। দোরগোড়ায় আলোর আভাস দেখে তার হুঁশ হলো। মোমবাতি হাতে লোকজন ঢুকছে তার ঘরে।

ভেসে আসছে উত্তেজিত কথাবার্তা। নানারকম প্রশ্ন। 'ঘটনা কি?' 'এত চিৎকার কেন?' 'কি হয়েছে?'

দরজার দিকে এক পা এগোলো ভেরা। তারপর টলে পড়ে গেল মেঝের উপর। অর্ধ-চেতনার ঘোরে সে দেখলো কে একজন ঝুঁকে আছে তার উপর...। হঠাৎ কে একজন বলে উঠলো, 'আরে ওটা কি? দেখো দেখি কি ঝুলছে ওটা?' কিছুটা সংবিত ফিরে এসেছে ভেরার। চোখ খুলে সে দেখলো ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। ছাদ থেকে ঝুলছে মোটা দড়ির মতো কি যেন একটা সামুদ্রিক লতা। বাতাসে দুলছে ওটা। এই জিনিসটাই দমকা বাতাসে দোল খেয়ে অন্ধকারে ভেরার গলায় এসে লেগেছিল। এটাকেই খুনির শীতল হাত ভেবে ভয়ে সে ভিরমি খেয়েছে।

কথাটা ভেবেই হাসি পেল ভেরার। এখনো খুব দুর্বল বোধ করছে সে। আবার অর্ধ-চেতনার গভীরে ডুবে যেতে যেতে সে ভাবলো, 'সামুদ্রিক লতা!...গন্ধটা তাহলে আমার কল্পনা নয়...এত তীব্রভাবে গন্ধটা আমার নাকে লাগছিল– আশ্চর্য...!'

যুগ যুগ যেন পার হয়ে গেল। ভেরা টের পেল কে যেন তার ঠোঁটের কাছে গ্লাস ধরেছে। ব্র্যান্ডির গন্ধ লাগলো নাকে। প্রচন্ড তৃষ্ণা অনুভব করলো ভেরা। এক ঢোঁকে সে ব্র্যান্ডিটুকু পান করতে চাইলো। আচমকা অ্যালার্মের শব্দ বেজে উঠলো ওর মাথার মধ্যে। গ্লাসটা ঠেলে ও উঠে বসলো। ওর ঘোর লাগা ভাবটা অনেকটাই কেটে গেছে। তীক্ষ্ণ গলায় ভেরা প্রশ্ন করলো, 'এটা কোত্থেকে এলো? কে এনেছে এটা?'

ব্লোরের গলা শোনা গেল। 'আমি এনেছি।'

ভেরা বললো, 'আমি এটা খাবো না।'

অস্বস্তিকর একটা নীরবতা নেমে এলো। লমবার্ডের হাসি শোনা গেল এবার। 'শাবাশ ভেরা।' হাসি মুখে বললো সে, 'ভয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিলে তুমি, তবু বুদ্ধি হারাওনি দেখছি। আমি দৌড়ে গিয়ে একটা নতুন বোতল নিয়ে আসছি।' ছুটে চলে গেল লমবার্ড।

'আমি এখন ঠিক আছি,' দুর্বল গলায় বললো ভেরা। 'একটু পানি খাবো।'

আর্মস্ট্রং ওকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন। ডাক্তারের সাহায্যেই সে বেসিনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ট্যাপ খুলে গ্লাসে ভরে ঢক্ ঢক্ করে পানি পান করলো।

ব্লোর বললো, 'ব্র্যান্ডিটা কিন্তু কোনো দোষ করেনি।'

'এত নিশ্চিত হয়ে বলছেন কিভাবে?' আর্মস্ট্রং প্রশ্ন করলেন।

'আমি কিছু মেশাইনি ওতে। তাই–'

'আপনি মিশিয়েছেন আমি তা বলছি না,' যুক্তি দেখালেন আর্মস্ট্রং। 'শুধু বলছি আপনার মেশানোর সুযোগ ছিল। তাছাড়া, আপনি না মেশালেও বোতলে আগে থেকেই কেউ কিছু মিশিয়ে রাখেনি তা আমরা জানবো কিভাবে?'

লমবার্ড ফিরে এলো। তার হাতে নতুন একটা বোতল। বোতলটা সে ভেরার চোখের সামনে ধরলো। 'এটা সীল মারা বোতল।' বললো সে, 'এর মধ্যে কোনো চালাকি নেই। বোতলের মুখের প্লাস্টিকের মোড়কটা ছিঁড়ে ছিপি খুললো লমবার্ড। শ্লেষ মেশানো গলায় বললো, 'ভাঁড়ারে বোতলের কোনো অভাব নাই। মিস্টার অজ্ঞাতনামা আমাদের খাবার আর পানির জোগানটা ঠিক রেখেছেন। বড়ই দয়ালু তিনি।'

অজ্ঞাতনামার নাম শুনে কেঁপে উঠলো ভেরা। আর্মস্ট্রং গ্লাস ধরলেন, লমবার্ড ওতে ব্র্যান্ডি ঢেলে দিল। 'এটা খেয়ে নিন, মিস ক্লেথর্ন,' আন্তরিক গলায় বললো লমবার্ড। 'ভালো বোধ করবেন।'

ভেরা এক চুমুক ব্র্যান্ডি খেল। ওর গালের গোলাপি রঙ আবার ফিরে আসতে শুরু করেছে। লমবার্ড হেসে বললো, 'অজ্ঞাতনামার এবারের প্ল্যানটা অন্তত ভেস্তে গেছে।'

'আমাকে কি মারতে চেয়েছিল?' ভেরা ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ। বোধহয় ভেবেছিল ভয়ে আপনি অক্কা পাবেন।' বললো লমবার্ড, 'এভাবে হঠাৎ ভয় পেয়ে হার্টফেল করা মোটেও অসম্ভব নয়। তাই না ডাক্তার?'

'অসম্ভব নয়,' ডাক্তার বললেন। 'তবে ভেরার মতো হেলদি ইয়ং মেয়ের ভয় পেয়ে হার্টফেল করার সম্ভাবনা কম। তবে, যদি–' কথাটা শেষ করলেন না ডাক্তার। ব্লোরের আনা ব্র্যান্ডির গ্লাসটা হাতে তুলে নিলেন তিনি। একটা আঙুল ভিজিয়ে আঙুলটা সাবধানে ঠোঁটে ছোঁয়ালেন। তারপর কিছুটা সন্দিহান গলায় বললেন, 'স্বাদ তো ঠিকই আছে মনে হচ্ছে।'

ব্লোর এক পা এগিয়ে এলো। রাগি গলায় বললো, 'আমি কিছু মিশিয়েছি এরকম কথা যদি বলেন, আপনাকে তাহলে আমি আস্ত রাখবো না ডাক্তার।'

ভেরা চারপাশে তাকিয়ে হঠাৎ বললো, 'আরে! আমরা সবাই এখানে, বিচারপতি কোথায়?'

পুরুষ তিনজন পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। লমবার্ড বললো, 'আশ্চর্য তো! আমি ভেবেছি সবাই উপরে এসেছে।'

ব্লোর বললো, 'আমিও তাই ভেবেছি। আপনি তো আমার পিছে ছিলেন, ডাক্তার। বিচারপতিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখেননি?'

'ঠিক খেয়াল করিনি,' ডাক্তার উত্তর দিলেন। 'ভেবেছি উনি পিছে পিছে আসছেন। বুড়ো মানুষ, তার তো একটু দেরি হতেই পারে। কিন্তু...।'

সবার ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো। লমবার্ড আবার বললো, 'খুবই অদ্ভুত!'

ব্লোর তাড়া দিল। 'চলুন, খুঁজতে হবে। বিচারপতিকে খোঁজা দরকার।'

সবার আগে আগে চললো ব্লোর। অন্যরা তাকে অনুসরণ করলো। সবার শেষে ভেরা। নামতে নামতে আর্মস্ট্রং বললো, 'ভদ্রলোক হয়তো ড্রইংরুমেই বসে গেছেন।'

হলরুম ফাঁকা। আর্মস্ট্রং চিৎকার দিয়ে ডাকলেন, 'ওয়ারগ্রেভ! ওয়ারগ্রেভ!! আপনি কোথায়?'

কোনো উত্তর নেই। কাঁচের জানালায় বৃষ্টির টিপটিপ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। ড্রইংরুমের দরজার মুখে আর্মস্ট্রং হঠাৎ থমকে থেমে গেলেন। অন্যরাও দরজায় এসে ভিড় করলো। আর্মস্ট্রংয়ের ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি দিল সবাই। কে যেন অস্ফুট গলায় কিছু বললো।

ঘরের শেষ মাথায় হাতলওয়ালা চেয়ারটায় বসে আছেন বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ। তার দুপাশে হাতল দুটোর ওপর জ্বলছে দুটো মোমবাতি। গোলাপি সিল্কের একটা গাউন পরে আছেন তিনি। তার মাথায় বিচারপতির ধূসর পরচুলা। মাথাটা সামান্য একটু হেলে আছে। দৃশ্যটা এমন অদ্ভুত!...যেন এজলাসে বসেছেন বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ...।

ডক্টর আর্মস্ট্রং হাতের ইশারায় সবাইকে অপেক্ষা করতে বললেন। তিনি নিজে দ্রুত এগিয়ে গেলেন বিচারপতির কাছে। বিচারপতির পলকহীন চোখদুটো ঝুঁকে দেখলেন একবার। পরচুলাটা এক হাতে তুলে ধরলেন। পরমুহূর্তেই ওটা খসে পড়লো তার হাত থেকে। বিচারপতির টাক মাথাটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মাথার মাঝখানটা লাল... রক্তাক্ত। রক্তের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে গাল আর চিবুক বেয়ে...।

ডক্টর আর্মস্ট্রং কব্জি ধরে মৃতের পালস পরীক্ষা করলেন। তারপর অন্যদের দিকে ফিরে নিষ্প্রাণ গলায় বললেন, 'নেই। গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।'

ব্লোর বললো, 'সেই রিভলভারটা!'

আগের মতোই নিষ্প্রাণ গলায় আর্মস্ট্রং বললেন, 'মাথায় গুলি করেছে। সাথে সাথেই মৃত্যু হয়েছে।'

ভেরা ঝুঁকে মেঝে থেকে পরচুলাটা তুললো। কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, 'এই তো মিস ব্রেন্টের হারানো উল! সেই উল দিয়েই পরচুলা বানিয়েছে...!'

ব্লোর বললো, 'লাল গাউনটা তৈরি হয়েছে বাথরুমের পর্দা দিয়ে...!'

ভেরা ফিসফিস করে বললো, 'তাহলে...তাহলে এজন্যই জিনিসগুলো চুরি করেছিল!'

ফিলিপ লমবার্ড জোরে হেসে উঠলো। *'হারাধনের পাঁচটি ছেলে সবাই চায় বিচার / একটি গেল কোর্ট-কাচারি রইলো বাকি চার।* ব্যস্ বিচারপতির খেল খতম। আর তিনি এজলাসে বসবেন না। নির্দোষ মানুষদের আর ফাঁসিকাঠে

ঝোলাবেন না। এখন যদি এডওয়ার্ড সেটন এখানে থাকতো, কি হাসিটাই না হাসতো সে! হা-হা-হা!'

লমবার্ডের হাসি অন্যদের মনে আঘাত করলো। ভেরা তীব্র ভর্ৎসনার সুরে বললো, 'আজ সকালেই তো আপনি বলেছিলেন বিচারপতি খুনি?'

'বলেছিলাম।' হঠাৎ গলার স্বর সম্পূর্ণ বদলে গেল লমবার্ডের। ফিসফিস করে সে বললো, 'ভুল বলেছিলাম। আসলে তিনি নির্দোষ ছিলেন। এখন জানলাম...কিন্তু বড্ড দেরিতে...।'

'কিন্তু গুলির আওয়াজ শুনলাম না কেন?' ব্লোর প্রশ্ন করলো।

'মিস ক্রেথর্নের চিৎকার, বাতাসের শব্দ, দৌড়াদৌড়ি, হাঁকডাক– এসবের মধ্যে গুলির শব্দ শোনা সম্ভব ছিল না।' লমবার্ড ব্যাখ্যা দিল। একটু থেমে সে যোগ করলো, 'তবে, এই একই কৌশল দ্বিতীয়বার খাটবে না। অন্য কোনো বুদ্ধি তাকে বের করতে হবে।'

'কোনো না কোনো বুদ্ধি সে ঠিকই বের করবে।' শ্লেষ মাখানো সুরে বললো ব্লোর। তার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যাতে লমবার্ড ওর দিকে তাকালো। এবং...দুজন শক্তিশালি মানুষ একে অন্যের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকলো অনেক অনেকক্ষণ...।

আর্মস্ট্রং বললেন, 'আমরা চারজন এখানে। অথচ এখনো আমরা জানি না কে সে...।'

ব্লোর বললো, 'আমি জানি।'

'আমার কোনো সন্দেহ নেই যে...।' কথাটা শেষ করলো না ভেরা।

আর্মস্ট্রং বললেন, 'আমিও মোটামুটি নিঃসন্দেহ...।'

ফিলিপ লমবার্ড বললো, 'আমার মনে হয় আমিও জানি।'

ওরা চারজন ভীত আতংকিত মানুষ সন্দেহের চোখে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগলো। ভেরা উঠে দাঁড়ালো। 'আমি ক্লান্ত,' বললো সে। 'আমার ঘুম দরকার। আমি চললাম।'

লমবার্ড বললো, 'বসে থেকে আর কি হবে? আমিও উঠলাম।'

ব্লোর বললো, 'আমারও আপত্তি নাই...।'

'এছাড়া আর করার কি আছে?' বিড়বিড় করলেন আর্মস্ট্রং, 'কিন্তু ঘুম যে কারো আসবে না, সে তো জানা কথাই।'

হলঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল সবাই। ব্লোর বললো, 'কে জানে রিভলভারটা এখন কোথায়...?'

২

সিঁড়ি বেয়ে সবাই উঠে গেল উপরে।

এরপর যা ঘটলো সেই দৃশ্যটা সিনেমার কৌতুক দৃশ্যের মতো। ওরা চারজনই দাঁড়িয়ে আছে যার যার ঘরের সামনে। চারটা হাত প্রায় এক সঙ্গে হাতল

টেনে ঘরের দরজা খুললো। যেন অদৃশ্য কোনো সিগনালে একই সময় চারজন ঘরে ঢুকলো এবং ভিতর থেকে এক সঙ্গে দরজা বন্ধ করে নিল। এরপর ছিটকিনি আর তালা লাগানোর খটাখট শব্দও শোনা গেল এবং চেয়ার টেনে হাতলের নিচে দেওয়ার শব্দও ভেসে এলো। হারাধনের চারটি ভয়কাতর ছেলে অন্তত আজ সারা রাতের জন্য নিরাপদ।

৩

ফিলিপ লমবার্ড স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললো। দরজা থেকে সরে এসে সে দাঁড়ালো ড্রেসিং টেবিলের সামনে। আয়নায় নিজের মুখটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো। 'হ্যাঁ...এবার খেলা জমের জমেছে।' নিজেকে নিজেই বললো লমবার্ড।

নেকড়ের মতো হাসিটা আবার ঝলসে উঠলো তার মুখে। দ্রুত কাপড় ছাড়লো লমবার্ড। বিছানার পাশে গিয়ে হাতঘড়িটা টেবিলের উপর রাখলো। টেবিলের ড্রয়ারটা টেনে খুললো লমবার্ড। এবার অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো রিভলভারটার দিকে। এটা এখানে এলো কোত্থেকে...জানি?

৪

ভেরা ক্লেথর্ন বিছানায় শুয়ে আছে। বিছানার পাশে টেবিলের উপর মোমবাতিটা জ্বলছে। মোমবাতি নেভানোর সাহস পাচ্ছে না ভেরা। অন্ধকারে ওর খুব ভয় করে...।

নিজেকে সে বারবার বলছে- কখনো পর্যন্ত কোনো ভয় নাই। গতরাতে কিছু ঘটেনি। আজও কিছু ঘটবে না- কিছু না। দরজা বন্ধ। কেউ ঘরে ঢুকতে পারবে না। কেউ তোমার কাছে আসতে পারবে না...।

বলতে বলতে হঠাৎ তার মনে হলো সত্যিই তো সিনরাত ঘরের মধ্যে থাকলেই তো পারি। দু'একদিন না খেলে কি হবে? কিছু না। এর মধ্যে বাইরে থেকে সাহায্য এসে যাবে...।

বুদ্ধিটা ভালো। কিন্তু সে কি পারবে সিনরাত এখানে বন্দী থাকতে? বন্দী থাকা মানেই তো শুধু ভাবনা আর ভাবনা...।

নিজের অজান্তেই সে কর্নওয়ালের সমুদ্র সৈকতের কথা ভাবতে শুরু করলো। সৈকত...হুগো...সিরিলের সঙ্গে তার কথোপকথন...একের পর এক অর্থহীন ভাবনায় মিছিল আসছে মনে। ছোট্ট সিরিল সারাক্ষণ ঘ্যানঘ্যান করতো...মিস ক্লেথর্ন, পাথরটা পর্যন্ত যাই? যাবো? আমি তো পারবো যেতে।

'আমি জানি সিরিল তুমি পারবে।'

'তাহলে যাবো, মিস?'

'শোনো সিরিল, তোমার মা জানলে খুব রাগ করবেন। এক কাজ করা যায়। আপাতত তুমি পাথর পর্যন্ত যেতে পারবে। আমি তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলতে থাকবো। মা আমার দিকে তাকিয়ে থাকবেন, সেই ফাঁকে তুমি সাঁতরে

পাথরটার কাছে চলে যাবে। কেমন? মা যখন ফিরে তাকাবেন তোমার দিকে, দেখবেন তুমি পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছো। দারুণ সারপ্রাইজ হবে, তাই না?'

'ওহ! দারুণ হবে মিস ক্লেথর্ন।'

আগামিকাল। হ্যাঁ, আগামিকাল হুগো যাবে নিউকুয়ে শহরে। যখন সে ফিরে আসবে, তার আগেই যা ঘটার ঘটে যাবে। কিন্তু...যদি কোনো গন্ডগোল হয়? সবকিছু হয়তো প্ল্যানমাফিক হলো না, তখন? সিরিল তো বলে দেবে– 'মিস ক্লেথর্নই তো বললো আমি যেতে পারি।' যাক গে, অত ভাবলে চলে না। একটু ঝুঁকি তো নিতেই হবে। তাছাড়া, তেমন কিছু ঘটলে সরাসরি অস্বীকার করবে ভেরা। বলবে, 'এসব কি বলছো সিরিল, দুষ্টু ছেলের মতো? ছিঃ মিথ্যে কথা বলতে নেই।' ভেরার কথাটা কেউ অবিশ্বাস করবে না। বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে বলার অভ্যাস আছে সিরিলের। এটা সবাই জানে। সিরিল নিজে অবশ্য জানবে যে মিস ক্লেথর্ন মিথ্যে কথা বলছে। কিন্তু তাতে কি? তাছাড়া, এসব হয়তো কিছুই হবে না। ভেরা ভান করবে সে ডুবন্ত সিরিলকে বাঁচানোর প্রাণপন চেষ্টা করছে। বেশি কিছু করতেও হবে না...একটু দেরিতে সিরিলের কাছে পৌছালেই হবে। কেউ কিছু বুঝতে পারবে না...।

হুগো কি বুঝতে পেরেছিল? হয়তো পেরেছিল। বোধহয় সেজন্যই ওরকম অদ্ভুত চোখে ভেরার দিকে তাকিয়েছিল সেদিন। কে জানে। হয়তো সেজন্যই তদন্ত শুরু হওয়ার পর তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল। ভেরা ওকে চিঠি লিখেছে। কিন্তু হুগো কোনো উত্তর দেয়নি...হুগো...।

বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে থাকে ভেরা। হুগোর কথা ভেবে আর কি হবে? ভাবলেই কষ্ট হয়। খুব কষ্ট। আর ভাববে না ভেরা। ভুলে যাবে। যা হারিয়ে গেছে তা আর ফিরে পাওয়া যায় না, তবু...আজকে সন্ধ্যায় এরকম মনে হলো কেন? কেন মনে হলো হুগো তার সঙ্গেই আছে, কাছাকাছি আছে...?

চিৎ হয়ে ছাদের দিকে তাকালো ভেরা। ছাদের মাঝখানে বড় কালো একটা হুক। হুকটা এতদিন সে লক্ষ্যই করেনি। ওখান থেকেই শ্যাওলার মতো সেই লতাটা ঝুলছিল।

গলার কাছে ঠান্ডা সেই স্পর্শের কথা মনে হতেই শিউরে উঠলো ভেরা। কালো হুকটা কেমন বিশ্রি দেখতে...খুব বিশ্রি, তবু বারবার চোখ চলে যায় ওদিকেই...বড় কালো একটা লোহার হুক...।

৫

ইন্সপেক্টর ব্লোর বিছানায় বসে আছে। তার চোখ দুটো টকটকে লাল। বিশালদেহী লোকটাকে বসা অবস্থাতেও ভালুকের মতো দেখাচ্ছে। ঘুমের কোনো লক্ষণ নেই তার চোখেমুখে। দশজনের মধ্যে ছয় জন শেষ...এত যুক্তি বুদ্ধি বিচক্ষণতা– এতকিছু নিয়েও শেষে বুড়োকেও চলে যেতে হলো অন্যদের মতো।

বুড়োটা কি যেন বলতো? 'সাবধান থাকতে হবে... খু-ব সাবধান।' ব্যাটা বুড়ো ভাম। বিচারকের আসনে বসতে বসতে অভ্যেসটা তার এমন হয়ে গিয়েছিল যেন সবার দন্ডমুন্ডের কর্তা। ব্যাটা ভড়ংবাজ! ইহজন্মের মতো এবার তার ভড়ংবাজি খতম।

বাকি থাকলো চারজন। মেয়েটা, লমবার্ড, আর্মস্ট্রং আর আমি। খুব শিগ্রি আরেকজন যাবে। যে যাবে তার নাম হেনরি ব্লোর নয়, এটা নিশ্চিত। কিন্তু রিভলভারটা? ওটা কোথায়?...রিভলভারটা সত্যিই চিন্তার বিষয় হয়ে গেল।

বিছানায় বসে ভুরু কুঁচকে রিভলভারটার কথা ভাবতে থাকলো ব্লোর। নীরব রাত। নিচ তলায় ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজলো। কাপড়-চোপড় পরেই বিছানায় লম্বা হয়ে শুলো ব্লোর। ভাবতে লাগলো। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনাগুলো পরপর সাজালো। চাকরি জীবনে যে কোনো রহস্যের কিনারা করার সময় এভাবেই ঘটনাগুলোকে সে মনে মনে সাজিয়ে নিত।

মোমবাতি পুড়ে যাচ্ছে। ম্যাচটা হাতের নাগালে আছে কিনা দেখে নিল ব্লোর। ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দিল। অন্ধকারে কেমন একটা অস্বস্তি ঘিরে ধরলো তাকে। হাজার বছর ধরে মানুষের মনে অন্ধকারকে যে ভয়, সেই ভয় ধীরে ধীরে মনের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে টের পেল ব্লোর। মুখগুলো একে একে অন্ধকারে ভেসে উঠলো তার মনের পর্দায়। উলের পরচুলা পরা বিচারপতির সেই এজলাসে বসে থাকার অভিনয়...চিরনিদ্রায় মিসেস রজার্সের প্রশান্ত মুখচ্ছবি ...বিষম খেতে খেতে লাল হয়ে যাওয়া টনি মার্সটনের মুখ...। আরও একটা মুখ-চশমা পরা ফ্যাকাসে একটা মুখ। কোথায় যেন দেখেছে একে ব্লোর...ঠিক মনে করতে পারছে না...বহুদিন আগেকার পরিচিত...কে যেন? কিছুতেই মনে আসছে না নামটা...।

হ্যাঁ, মনে পড়েছে– ল্যান্ডর!

আশ্চর্য, ল্যান্ডরের মুখটা প্রায় ভুলেই গিয়েছে সে। গতকালই ঐ মুখটা মনে করতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কিছুতেই মনে পড়েনি। আর...আজকে হঠাৎ এত স্পষ্ট আর জীবন্ত হয়ে দেখা দিল!

ল্যান্ডরের বউ ছিল। পাতলা ছিপছিপে চেহারার মহিলা, সারাক্ষণ উদ্বেগে আকুল একটা মুখ। বাচ্চাও ছিল একটা। বছর চৌদ্দর এক কিশোরী। কোথায় আছে ওরা এখন... কে জানে! কথাটা কোনোদিন উদয় হয়নি ব্লোরের মনে। আজ হলো... হঠাৎ...।

কিন্তু রিভলভার! রিভলভারটা গেল কোথায়? ভেবে ভেবে রহস্যের কোনো কিনারা করতে পারে না ব্লোর। তবে ও নিশ্চিত, এই বাড়িতেই কারো কাছে আছে ওটা।

নিচে ঘড়িতে ঢং করে একটা বাজলো। চিন্তায় ছেদ পড়লো ব্লোরের। উঠে বসলো সে। হালকা একটা শব্দ শুনতে পেয়েছে ব্লোর। তার ঘরের সামনে, করিডোর থেকে এসেছে শব্দটা। অন্ধকার করিডোরে কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে।

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল ব্লোরের। এত রাতে চোরের মতো পা টিপে টিপে কে হাঁটছে? যে-ই হাঁটুক, তার মতলব নিশ্চয়ই ভালো নয়...।

অত বড় ভালুকের মতো শরীরটা নিয়ে নিঃশব্দে ক্ষিপ্র পায়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো ব্লোর। কান পাতলো। শব্দটা এখন আর শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু ব্লোর নিশ্চিত সে ঠিকই শুনেছে। ভুল হয়নি তার। ঘাড়ের কাছে ওর চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেল। ভয় পেয়েছে এক্স-ইন্সপেক্টর হেনরি ব্লোর...।

অনেকক্ষণ কান খাড়া করে ও দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলো। কিন্তু শব্দটা আর শোনা গেল না। ব্লোরের প্রচন্ড ইচ্ছে হলো বাইরে গিয়ে দেখে– কে হাঁটছে অন্ধকারে। কিন্তু ও জানে দরজা খোলাটা হবে চরম বোকামি। অন্ধকারে ঘাপটি মেরে হয়তো এজন্যই অপেক্ষা করছে খুনি। এমন হতে পারে শব্দটা এই উদ্দেশ্যেই করা। যাতে কৌতূহল দমন করতে না পেরে বেরিয়ে আসে ব্লোর।

উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ব্লোর। এখন নানারকম শব্দ শুনতে পাচ্ছে ও। কাপড়ের খসখসানি, মানুষের ফিসফিসানি– এরকম নানাধরণের শব্দ ভেসে আসছে চারপাশ থেকে। ব্লোর জানে এগুলো তার উত্তেজিত মনের কল্পনা। কিন্তু...ঐ আরেকটা শব্দ। এটা কল্পনা নয়। কারো পায়ের শব্দ। সাবধানে হাঁটছে কেউ। করিডোর ধরে এগিয়ে আসছে হালকা সাবধানী শব্দটা। দরজার সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

মনস্থির করে ফেললো ব্লোর। ক্ষিপ্র পায়ে নিঃশব্দে সে ফিরে গেল বিছানার কাছে। দেশলাইয়ের প্যাকেটটা দ্রুত পকেটে নিল। দেয়াল থেকে প্লাগটা খুলে তারটা জড়ালো টেবিল ল্যাম্পের গায়ে। বেশ ভারি জিনিসটা, ক্রোমিয়ামের তৈরি। অস্ত্র হিসেবে ভালোই কাজে দেবে।

দরজার কাছে এসে হ্যান্ডেলের নিচ থেকে চেয়ারটা সরালো ব্লোর। তারপর তালা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো অন্ধকার করিডোরে। নিচের হলঘর থেকে শব্দ আসছে। ব্লোরের খালি পা, জুতা নাই। মোজা পরা পায়ে ও দৌড়ে সিঁড়ির মাথায় চলে এলো। বাইরে ঝড় পুরোপুরি থেমে গেছে। বাতাসের শব্দও নাই। ব্লোর বুঝলো এজন্যই হালকা পায়ের শব্দও এত পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে কাঁচের জানালা। চাঁদের আলো এসে পড়েছে সিঁড়িতে। আবছা একটা ছায়ামূর্তি দেখা গেল দূরে। মূর্তিটা হলঘরে ঢুকলো।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো ব্লোর। এটা ফাঁদ নয়তো! এক মুহূর্ত ভাবলো সে। মনে মনে হাসলো। লোকটা কে জানার সহজ একটা উপায় আছে। সিঁড়ি বেয়ে আবার উপরে উঠে গেল ব্লোর। করিডোর ধরে হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালো ডক্টর আর্মস্ট্রংয়ের ঘরের সামনে। নক করলো। কোনো উত্তর নাই। একটু অপেক্ষা করে লমবার্ডের দরজায় গেল। টোকা মারার সাথে সাথে ভেতর থেকে উত্তর এলো। 'কে...কে ওখানে?'

'আমি ব্লোর। আর্মস্ট্রং তার ঘরে নাই। দাঁড়াও একমিনিট...।' ছুটে গিয়ে করিডোরের শেষ মাথায় ভেরার দরজায় ধাক্কা দিল ব্লোর। 'মিস ক্রেথর্ন! মিস ক্রেথর্ন!!'

ভেরার গলা শোনা গেল। 'কে ওখানে? কি চাই?'

'আমি ব্লোর মিস ক্লেথর্ন। এক মিনিট অপেক্ষা করুন। এখুনি আসছি।'

লমবার্ডের দরজায় দৌড়ে এলো ব্লোর। দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে লমবার্ড। তার বাঁ হাতে মোমবাতি। ডান হাত প্যান্টের পকেটে। 'কি হয়েছে?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করলো লমবার্ড।

ব্লোর ঝটপট ঘটনা বর্ণনা করলো। শুনে লমবার্ডের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'তাহলে আর্মস্ট্রং...অ্যাঁ? সে-ই আমাদের অজ্ঞাতনামা?' বললো সে। তারপর এগিয়ে গেল আর্মস্ট্রংয়ের দরজার দিকে। 'আগে ভালোভাবে চেক করে নিই ব্লোর।'

দরজায় নক করলো লমবার্ড। জোরে জোরে ডাকলো। 'আর্মস্ট্রং! আর্মস্ট্রং!!' উত্তর নেই। হাঁটু গেড়ে বসে চাবির ফুটোয় চোখ রাখলো লমবার্ড। 'ওপাশে তালায় চাবি ঢোকানো নেই।' বললো সে।

ব্লোর বললো, 'তার মানে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে চাবি নিয়ে গেছে।'

লমবার্ড মাথা নাড়লো। 'হ্যাঁ। এবার তাকে ধরবো ব্লোর,' বললো সে। 'এবার আর রেহাই নেই। এক সেকেন্ড।'

ভেরার রুমের কাছে দৌড়ে গেল লমবার্ড। 'ভেরা?'

'হ্যাঁ?'

'আমরা আর্মস্ট্রংকে ধরতে যাচ্ছি,' লমবার্ড বললো। 'সে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে। যাই ঘটুক না কেন, আপনি দরজা খুলবেন না– কেমন? বুঝেছেন?'

'বুঝেছি।'

'এমনকি যদি আর্মস্ট্রং এসে বলে আমি বা ব্লোর মারা গেছি– আপনি দরজা খুলবেন না। শুধু আমরা দুজন একসাথে এসে ডাকলে তবেই দরজা খুলবেন। বুঝেছেন?'

'বুঝেছি। আমি অত বোকা নই।'

'ঠিক আছে।'

ব্লোরের কাছে এসে লমবার্ড বললো, 'চলো, অভিযান শুরু করা যাক।'

'আমাদের সাবধান থাকতে হবে, খুব সাবধান।' ব্লোর বললো, 'ওর কাছে রিভলভার আছে।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হাসলো লমবার্ড, বললো, 'রিভলভারটা ওর কাছে নেই। আমার কাছে আছে। এই যে। যে নিয়েছিল সে আজ সন্ধ্যায় আবার আমার ড্রয়ারে রেখে গেছে।'

ব্লোর থমকে দাঁড়ালো। ওর চোখ-মুখের চেহারা অন্যরকম হয়ে গেছে। সেটা লক্ষ্য করে অধৈর্যভাবে লমবার্ড বললো, 'আমি তোমাকে গুলি করতে যাচ্ছি না, ব্লোর। চাইলে কিন্তু এখনি করতে পারি...। যদি তাই ভেবে থাকো, তাহলে যাও ঘরে গিয়ে খিল দিয়ে বসে থাকো। আমি একাই যাচ্ছি আর্মস্ট্রংকে ধরতে।'

কথাগুলো বলে ধবধবে জ্যোৎস্নার মধ্যে হাঁটা দিল লমবার্ড। একটু ইতস্তত করে শেষে ব্লোরও তাকে অনুসরণ করলো। ভাবলো যা থাকে কপালে। হয়তো

বেরিয়েই বলছি। তবে খালি হাতে সশস্ত্র অপরাধীদের ধরা অবশ্য অভিজ্ঞতাও তার আছে। আর যা কিছুরই অভাব থাকুক, সাহসের কোনো অভাব নেই ইন্সপেক্টর ব্লোরের। বিপদ দেখলে লেজটা গুটিয়ে পড়ে এবং জীবন বাজি রেখে লড়তেও জানে।

৬

ভেরা তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিল। দরজার দিকে চোখ গেল তার। শক্ত কাঠের দরজা। ছিটকিনি লাগিয়ে তালা দেওয়া হয়েছে। হাতলের নিচে শক্ত কাঠের চেয়ার দিয়ে ঠেকনা দেওয়া আছে। দরজা ভেঙে কেউ ভিতরে ঢুকতে পারবে না। আর্মস্ট্রং তো পারবেই না। লোকটা তেমন শক্তিশালী নয়।

তবে হয়তো চালাকি করতে পারে। ফিলিপ যেমন বলেছে, এসে হয়তো বললো ফিলিপ বা ব্লোর মারা গেছে। অথবা হয়তো নিজেই আহত হওয়ার ভান করতে পারে। কঁকাতে কঁকাতে এসে দরজা খোলার অনুরোধ জানাতে পারে।

আরও অনেক কিছুই করতে পারে খুনিটা। হয়তো চিৎকার দিতে দিতে এসে বললো, 'আগুন! আগুন লেগেছে! ভেরা বের হও।'...অথবা হয়তো সত্যি সত্যি আগুন লাগিয়ে দিল বাড়িটায়। কে জানে! আর এদিকে ভেরা দরজা বন্ধ করে বসে থেকে আগুনে পুড়ে মরবে।

জানালার কাছে গেল ভেরা। উঁকি দিয়ে নিচে দেখলো। এদিক দিয়ে পালানো সম্ভব। নিচে একটা ফুলের ঝাড় আছে। উঁচু থেকে পড়লে হয়তো একটু ব্যাথা-ট্যাথা পাবে। কিন্তু পালানো সম্ভব।

বিছানায় বসে ডায়েরীটা হাতে নিল ভেরা। লিখতে শুরু করলো। কিছু একটা করে সময় কাটানো দরকার। হঠাৎ চমকে উঠলো ও। নিচ থেকে একটা শব্দ ভেসে এসেছে। ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙার শব্দ। কান খাড়া করে থাকলো ও অনেকক্ষণ। কিন্তু শব্দটা আর শোনা গেল না।

মনে হলো করিডোরে পায়ের শব্দ হচ্ছে। ব্লোরের মতো সে-ও শুনতে পেল কাপড়ের খসখসানি, চাপা ফিসফিসানি। ভেরার মনে হলো এসব বোধহয় সত্যি না, তার মনের কল্পনা। তবে নিচে লোকজনের চলাচলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এটা সত্যি। কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছে। কথা বলছে কেউ। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে। উপরে চলে গেল। নিজেদের পায়ের শব্দ লুকানোর কোনো চেষ্টা করছে না এরা। দরজা খুলছে, আবার বন্ধ হচ্ছে। এবার চিলেকোঠার দিক থেকে আসছে শব্দগুলো। সবশেষে দুজোড়া পায়ের শব্দ ভেরার দরজার সামনে এসে থামলো।

ফিলিপ লমবার্ডের গলা শোনা গেল। 'ভেরা, আপনি ঠিক আছেন তো?'

'হ্যাঁ, কি ঘটেছে?'

'আমরা ভিতরে আসতে পারি?' ব্লোরের গলা।

চেয়ার সরিয়ে তালা খুলে সাবধানে দরজা খুললো ভেরা। ওরা দুজন হাঁপাচ্ছে। দুজনেরই জুতো আর প্যান্টের নিচের দিকটা ভেজা।

'ঘটনা কি?' আবার প্রশ্ন করলো ভেরা।

'আর্মস্ট্রং লাপাত্তা।' লমবার্ড উত্তর দিল।

'কি?' প্রায় চিৎকার করে উঠলো ভেরা।

'ভ্যানিশ হয়ে গেছে।' আবার বললো লমবার্ড।

'হ্যাঁ, ভ্যানিশ।' সায় দিল ব্লোর, 'ম্যাজিকের মতো ভ্যানিশ।'

'কি বলছেন এসব?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো ভেরা। 'নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে।'

'নেই।' উত্তর দিল ব্লোর, 'দ্বীপটা আমরা চষে ফেলেছি। লুকানোর তেমন কোনো জায়গাও অবশ্য নেই এই দ্বীপে। একেবারে ন্যাড়া, হাতের তালুর মতো ন্যাড়া একটা দ্বীপ। চাঁদের আলোও আছে বাইরে। একদম ফকফকা, দিনের মতো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সব।'

'হয়তো আপনাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে।' ভেরা মন্তব্য করলো।

'সেটাও আমরা ভেবে দেখেছি,' ব্লোর বললো। 'বাড়িটা তন্নতন্ন করে খুঁজেছি আমরা। আনাচ-কানাচ সব জায়গা সার্চ করেছি। নেই, একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে লোকটা।'

'এ-ও বিশ্বাস করতে হবে!' অবাক হয়ে বললো ভেরা।

'আরও একটা রহস্য আছে,' লমবার্ড বললো। 'ডাইনিং রুমের জানালার একটা কাঁচ ভাঙা এবং ...টেবিলের উপর এখন তিনটে পুতুল আছে। তি-ন-টে রুশ পুতুল...।'

পঞ্চদশ অধ্যায়

১

তিনজন মানুষ ব্রেকফাস্ট সারছে। বাইরে চমৎকার রোদ উঠেছে। সুন্দর একটা দিন। রাতেই ঝড় থেমে গেছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষগুলোর মনেও পরিবর্তন এসেছে। তাদের মনে হচ্ছে তারা যেন দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছে এইমাত্র। বিপদ আছে এখনো সত্যি, কিন্তু দিনের আলোয় বিপদকে অন্যরকম লাগে। অতটা ভয় করে না। গত রাতে ভীষণ আতংকের একটা পরিবেশ সবাইকে যেমন আতংকিত করে তুলেছিল, সেই আতংকটা এখন আর নেই।

লমবার্ড বললো, 'একটা আয়না জোগাড় করতে হবে। দ্বীপের উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা জেলেপল্লীর দিকে এস-ও-এস পাঠাবো। ওখানে কারও যদি চোখে পড়ে যায়, তাহলে সাহায্য এসে যাবে আশা করি। নাহলে রাতের বেলা আগুন জ্বালাবো আমরা। বনফায়ার করবো। অবশ্য ওরা ভাবতে পারে আমরা বনফায়ার করে নাচ-গান করছি।'

'কেউ না কেউ নিশ্চয়ই মোর্স কোড বুঝতে পারবে,' আশা প্রকাশ করলো ভেরা। 'তাহলেই সন্ধ্যা নামার আগেই সাহায্য চলে আসবে।'

লমবার্ড বললো, 'ঝড় থেমেছে সত্যি। আবহাওয়াও ভালো হয়েছে। কিন্তু সাগর এখনো উত্তাল। বড় বড় ঢেউ উঠছে, কালকের আগে সাহায্য আশা করা ভুল হবে। কেননা সাগরের এই অবস্থায় নৌকা বা স্পিডবোট নিয়ে কেউ দ্বীপে ভিড়তে পারবে না।'

'আরও একটা রাত কাটাতে হবে এখানে?' ভেরার চোখেমুখে স্পষ্ট ভয়ের ছাপ।

'কি আর করা যাবে?' কাঁধ ঝাঁকালো লমবার্ড, 'চব্বিশ ঘন্টা। আর মাত্র চব্বিশ ঘন্টা টিকতে পারলেই... মুক্তি!'

'আর্মস্ট্রংয়ের ব্যাপারটা আলোচনা করা দরকার।' গম্ভীর মুখে বললো ব্লোর, 'তার কি হলো? কোথায় গেলেন তিনি?'

'একটা সূত্র আমাদের হাতে আছে,' লমবার্ড জবাব দিল। 'তিনটি রাশান পুতুল। এ থেকে ধরে নেয়া যায় আর্মস্ট্রং মারা গেছেন।'

'কিন্তু ডেডবডি কোথায় গেল?' প্রশ্ন তুললো ভেরা।

'সেটাই তো মিলিয়ন ডলার প্রশ্ন।' সায় দিল ব্লোর।

'আমি লা-জবাব।' লমবার্ড বললো, 'এর জবাব আমার জানা নাই।'

ব্লোর চিন্তিত গলায় বললো, 'বডিটাকে কেউ সমুদ্রে ফেলে দেয়নি তো?'

'কে ফেলবে?' রেগেমেগে জিজ্ঞেস করলো লমবার্ড, 'তুমি? আমি? তুমি তো সারাক্ষণ আমার সঙ্গেই ছিলে। আমার পক্ষে যেমন আর্মস্ট্রংকে হত্যা করা সম্ভব ছিল না, তেমনি তার বডি বয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলাও সম্ভব ছিল না। এটা তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে?'

'জানি না। কিন্তু একটা জিনিস জানি।'

'কি জিনিস?' অবাক হয়ে জানতে চায় লমবার্ড।

'রিভলভারটা,' বললো ব্লোর। 'ওটা তোমার রিভলভার। এখনও তোমার কাছেই আছে। ওটা যে হারিয়ে গিয়েছিল, তার কি প্রমাণ আছে?'

'কেন? আমরা সবাইকে সার্চ করিনি?'

'হ্যাঁ, করেছি।' যুক্তি দেখালো ব্লোর, 'তুমি হয়তো ওটাকে তখন কোথাও লুকিয়ে রেখেছিলে। পরে আবার ফিরিয়ে নিয়েছ।'

'হায় রে, এই বুদ্ধুকে আমি কিভাবে বিশ্বাস করাবো? কসম কাটছি কেউ ওটাকে আমার অগোচরে আবার ড্রয়ারে রেখে দিয়েছে। বিশ্বাস করো ঘটনাটা আমার কাছেও বিস্ময়কর।'

'কিভাবে বিশ্বাস করবো?' ঠান্ডা গলায় বললো ব্লোর। 'আর্মস্ট্রং বা অন্য কেউ ওটা যদি নিয়েই থাকে, তাহলে আবার ফিরিয়ে দেবে কেন?'

'জানি না,' অসহায় ভাবে বললো লমবার্ড। 'আমি নিজেও ভাবছি। কেন আবার ফিরিয়ে দিল?'

'কাজেই যে গল্পটা তুমি বানিয়েছ, সেটা সুবিধার হয়নি। আরেকটু বিশ্বাসযোগ্য একটা গল্প বানাতে পারতে।'

'পারতাম,' চিন্তিত মুখে বললো লমবার্ড। 'কিন্তু বানাইনি। এটাই প্রমাণ যে আমি সত্যি কথাই বলছি।'

'আমার তা মনে হয় না।'

'তা তো হবেই না।'

'দেখ লমবার্ড,' ব্লোর বললো, 'তুমি যদি সত্যিই ভালো মানুষ হয়ে থাকো, তাহলে –'

'ভালো মানুষ?' লমবার্ড হেসে উঠলো। 'আমি কখনো দাবি করিনি যে আমি ভালো মানুষ।'

'যাই হোক,' ব্লোর বললো। 'তোমার কথা যদি সত্যিই হয়, তাহলে একটা কাজ করা যায়। তোমার হাতে যতক্ষণ রিভলভারটা আছে, ততক্ষণ মিস ক্লেথর্ন বা আমি– দুজনের কেউই নিজেকে নিরাপদ মনে করবো না। এখন তুমি ভেবে দেখ– ওষুধগুলোর সঙ্গে তোমার রিভলভারটাও সিলভার কেসের মধ্যে রাখতে

রাজি আছো কিনা। আগের মতোই আমাদের দুজনের কাছে দুটো চাবি থাকবে। এটাই সবচেয়ে সহজ সমাধান।'

ফিলিপ লমবার্ড একটা সিগারেট ধরালো। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললো, 'গাধার মতো কথা বলো না।'

'তার মানে তুমি রাজি নও?'

'না, আমি রাজি নই। এই রিভলভারটা আমার। আত্মরক্ষার জন্য এটা আমি নিজের সঙ্গে রাখতে চাই।'

'সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত একটাই,' দৃঢ় ভাবে বললো ব্লোর। 'যে তুমিই–'

'আমিই মিস্টার অজ্ঞাতনামা, এই তো? তোমার যা খুশি ভাবতে পারো। কিন্তু একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি। আমি যদি অজ্ঞাতনামা হই তাহলে গতরাতে তোমাকে বা মিস ক্লেথর্নকে হত্যা করলাম না কেন? বহুবার তো আমি সুযোগ পেয়েছি, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। করনি... হয়তো কোনো কারণ আছে। তবে তখন করনি বলে পরে করবে না তার কি গ্যারান্টি আছে?'

ভেরা বলে উঠলো, 'আপনারা দুজন অযথা তর্কাতর্কি করছেন। আমার মনে হয় আর্মস্ট্রং বাড়ির মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে আছে।'

'হতেও পারে।' লমবার্ড সায় দিল।

'কিন্তু আমরা তো সারা বাড়ি খুঁজেছি।' আপত্তি জানালো ব্লোর।

'পিস্তলটাও তো আপনারা খুঁজেছিলেন,' যুক্তি দেখালো ভেরা। 'কিন্তু পাননি। ওটাকে ঠিকই কেউ লুকিয়ে রেখেছিল।'

কথা শুনে হাসলো লমবার্ড। বললো, 'একটা পিস্তল আর একজন মানুষের মধ্যে সাইজে একটু তফাৎ আছে ভেরা। একটা পিস্তল লুকানো যত সহজ, একজন মানুষ লুকানো তত সহজ নয়।'

'তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আর্মস্ট্রং বাড়ির মধ্যেই আছে।' ভেরা বললো।

২

সারা সকাল দ্বীপের উঁচু জায়গাগুলোতে কাটালো ওরা। আয়নায় সূর্যের আলো ফেলে সিগনাল পাঠালো মূল ভূখন্ডের দিকে। কিন্তু জেলেপল্লীর দিক থেকে পাল্টা কোনো সিগনাল এলো না। চমৎকার একটা দিন। অবশ্য নিচে তাকালেই দেখা যায় উথাল পাথাল সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়ছে। একটা নৌকাও কোথাও নাই। ছোট্ট দ্বীপটা আরেকবার খুঁজে দেখা হলো, ডাক্তারের কোনো হদিস মিললো না।

বাড়ির সামনের খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে ভেরা বললো, 'আমি আর ঐ অভিশপ্ত বাড়ির মধ্যে যেতে চাই না। এখানে খোলা জায়গায় আমরা নিরাপদ আছি। এখানেই থেকে গেলে হয়।'

'আইডিয়াটা মন্দ নয়,' লমবার্ড সায় দিল। 'খোলা জায়গার অনেক সুবিধা। কেউ আমাদের দিকে এগিয়ে এলে দূর থেকেই তাকে আমরা দেখতে পাবো।'

'তাহলে আমরা এখানেই থাকি।' উৎসাহী হয়ে উঠলো ভেরা।

'রাতে তো কোথাও থাকতে হবে।' উৎসাহের ফানুসটা ফাটিয়ে দিল ব্লোর, 'বাড়ির মধ্যে যেতেই হবে, আগে আর পরে।'

'ইস! ঐ বাড়িতে রাত কাটাতে হবে? ভাবতেই আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে।' করুণভাবে বললো ভেরা।

'নিজের ঘরে দরজায় তালা মেরে আপনি নিরাপদ থাকতে পারবেন, মিস ক্লেথর্ন।' লমবার্ড সাহস দিল।

'তা হোক, তবু,' ভেরা বললো, 'এখানে এত ভালো লাগছে! চারদিকে এত বিপদ, তারপরও চমৎকার লাগছে এখানে। এই আলোয়। মনে হচ্ছে বিপদ আমার কাছে ঘেঁষতে পারবে না।'

ঘড়ি দেখলো ব্লোর। 'দুটো বাজে,' বললো সে। 'লাঞ্চের কি ব্যবস্থা হবে?'

'আমি বাড়ির ভেতর যাচ্ছি না।' ঘোষনা দিল ভেরা। বাচ্চা মেয়ের মতো জেদি গলায় বললো, 'আমি এখানেই থাকবো।'

'কিন্তু খেতে তো হবে মিস ক্লেথর্ন,' ব্লোর তাকে বোঝাতে লাগলো। 'না খেলে যে দুর্বল হয়ে যাবেন।'

'টিনের খাবার দেখলেই আমার বমি আসছে,' ভেরা বললো। 'আমি খাবো না। একদিন না খেলে কি হয়? কত লোকই তো দিনের পর দিন অনাহারে থাকে।'

'আমার কিন্তু ঠিক সময় মতো খাবার চাই। তোমার কি মত লমবার্ড?'

'আমারও টিনের খাবার আর ভালো লাগছে না।' লমবার্ড উত্তর দিল, 'আমি এখানে মিস ক্লেথর্নের সাথেই থাকবো।'

ব্লোর ইতস্তত করছে দেখে ভেরা বললো, 'আপনি নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারেন মিস্টার ব্লোর। আমার কোনো ক্ষতি হবে না। ফিলিপ আমাকে গুলি করবে না।'

'বেশ, আপনি যখন বলছেন। তবে আমরা সবাই একসাথে থাকবো এরকমই কিন্তু কথা ছিল।'

'একসাথেই তো আছি,' লমবার্ড বললো। 'তুমিই বাড়ির মধ্যে যেতে চাচ্ছো। যদি বলো আমি তোমার সঙ্গে যেতে পারি।'

'না, না, থাক। দরকার নাই।' তাড়াতাড়ি বললো ব্লোর।

লমবার্ড হাসলো। বললো, 'আমাকে ভয় পাচ্ছো, তাই না? অথচ ভেবে দেখো আমি চাইলে এখনি তোমাদের দুজনকে গুলি করতে পারি। ঠিক কিনা?'

'তা পারো,' স্বীকার করলো ব্লোর। 'কিন্তু তাহলে সেটা তো প্ল্যানমাফিক হবে না। হারাধনের ছড়ার মতো একটি একটি ক'রেও হবে না। তাছাড়া ছড়ায় আছে: *'হারাধনের তিনটি ছেলে ধরে বোয়াল রুই / একটি ম'লো পাথর চাপায় রইলো বাকি দুই।'* মৃত্যুটা পাথর চাপায়ও হবে না।'

'বাহ! তুমি তো দেখি ভূত-ভবিষ্যত সবই জানো।' ব্যঙ্গ করলো লমবার্ড।

প্রসঙ্গ পাল্টে ব্লোর বললো, 'একা একা বাড়ির মধ্যে যেতে আমার অবশ্য একটু অস্বস্তি হচ্ছে...।'

'অতএব লমবার্ড...,' নাটকীয় ভঙ্গিতে লমবার্ড বললো, 'তুমি যদি তোমার রিভলভারটা আমাকে একটু ধার দিতে...। এই তো বলতে চাচ্ছো? জ্বী না জনাব, দুঃখিত। আমার রিভলভার আমি আপনাকে ধার দিতে পারছি না, খুউব দুঃখিত।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিল ব্লোর। ও দূরে চলে গেলে বিড়বিড় করে লমবার্ড বললো, 'শিকারী জন্তুরা খিদে পেলেই কেবল শিকার করে, অন্য সময় নয়...।'

ভেরা কথাটা শুনতে পায়নি। মৃদু গলায় সে বলে উঠলো, 'আচ্ছা, ব্লোর যে যাচ্ছে, কাজটা তো বিপজ্জনক।'

'বিপজ্জনক কেন হবে?' লমবার্ড বললো, 'আর্মস্ট্রং যদি বাড়ির মধ্যে থেকেও থাকে, তার কাছে তো কোনো অস্ত্র নাই। এদিকে ব্লোর পুরোপুরি সতর্ক, আর যথেষ্ট শক্তিশালী একজন মানুষ। ওরকম দুজন আর্মস্ট্রংকে সে একাই কাবু করতে পারবে। তবে আমি শিওর আর্মস্ট্রং বাড়ির মধ্যে নাই, থাকতে পারে না।'

'তাহলে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিটি কে?' ভেরা প্রশ্ন করলো।

'ব্লোর।'

'সত্যি আপনি তাই মনে করেন?'

'গতরাতে ব্লোরের গল্পটা তো আপনি শুনেছেন,' লমবার্ড বললো। 'সেটা যদি সত্যি হয়, তাহলে আমার পক্ষে কোনোভাবেই আর্মস্ট্রংকে মারা সম্ভব নয়। তার মানে আমি নির্দোষ। কিন্তু ব্লোরের গল্পটা যে সত্যি তার প্রমাণ কি? ওর মুখের কথা ছাড়া অন্য কোনো প্রমাণ নাই। করিডোরে পায়ের শব্দ শুনেছে, একটা লোককে নিচে নেমে দরজা খুলে বাইরে যেতে দেখেছে– এসবই মিথ্যে কথা হতে পারে। আমার দরজায় নক করার ঘন্টা দুয়েক আগেই হয়তো সে আর্মস্ট্রংকে খতম করে এসেছে।'

'কিন্তু কিভাবে কাজটা করলো?'

কাঁধ ঝাঁকালো ব্লোর। 'তা কিভাবে বলবো? কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ব্লোরই সেই লোক। ভেবে দেখুন ওর সম্পর্কে আমরা কি জানি? প্রায় কিছুই না। ও একজন এক্স সি.আই.ডি। হয়তো এটাও একটা মিথ্যা কথা, কে জানে! লোকটা হয়তো ব্যবসায়ী কিংবা উন্মাদ কোনো কোটিপতি। অথবা পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে আসা কোনো খুনি, কে বলতে পারে? তবে একটা কথা ঠিক, ওর যা শক্তি আর সাহস খুনগুলো ওর পক্ষেই করা সম্ভব।'

ভেরার মুখটা সাদা হয়ে গেছে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে ও বললো, 'যদি...যদি আমাদেরও মারে?'

রিভলভার রাখা পকেটে আলতো চাপড় মেরে লমবার্ড বললো, 'পারবে না। আমার ওপর আস্থা রাখো।' হঠাৎ গাঢ় স্বরে সে বললো, 'আচ্ছা, আমার ওপর আস্থা আছে তো তোমার? বিশ্বাস করো তো আমাকে?'

'কাউকে না কাউকে বিশ্বাস তো করতেই হবে।' অসহায়ের মতো বললো ভেরা, 'কিন্তু ব্লোর সম্পর্কে তুমি বোধহয় ভুল করছো। আমার এখনো বিশ্বাস আর্মস্ট্রংই অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি।' হঠাৎ মুখ তুলে সে বললো, 'আচ্ছা তোমার কি এরকম মনে হয়...কে যেন আমাদের উপর নজর রাখছে...আড়াল থেকে লক্ষ্য করছে আমাদের...অপেক্ষা করছে সুযোগের...এরকম মনে হয়?'

'হলেও সেটা মনের ভুল, কল্পনা।'

'যাক, তাহলে তোমারও মনে হয়।' সন্তুষ্ট হলো ভেরা। 'আচ্ছা আরেকটা কথা বলো। এমনও তো হতে পারে ...না, থাক। একটা গল্প পড়েছিলাম পত্রিকায়। একজন বিচারপতি, আমেরিকার ছোট্ট এক শহরে...অনেক গোপন অপরাধের বিচার করতে শুরু করলেন...অনেকেরই মৃত্যুদন্ড হলো। পরে নাকি জানা গেছে বিচারপতি লোকটা অন্য জগৎ থেকে এসেছে। পত্রিকায় এরকমই লিখেছিল।'

'অন্য জগৎ!' লমবার্ডের চোখ কপালে উঠে গেল। 'বল কি? সুপার ন্যাচারাল ব্যাপার-স্যাপার! না না, এসবে আমি বিশ্বাস করি না। এখানে যা ঘটছে, তাতে সুপারন্যাচারাল কিছু নাই। পুরোটাই বাস্তব।'

মৃদুস্বরে ভেরা বললো, 'আমার মাঝে মাঝে মনে হয়...।'

লমবার্ড ভালোভাবে তাকালো ভেরার দিকে। 'এটা হচ্ছে বিবেক...বিবেকের দংশন...।' বললো সে। তারপর আস্তে, খুব আস্তে জিজ্ঞেস করলো, 'ছেলেটাকে তুমি তাহলে সত্যিই ডুবিয়ে মেরেছ?'

'না না ছিঃ। কি বলছো এসব?'

সহজ ভঙ্গিতে হাসলো লমবার্ড। বললো, 'মেরেছ, মেরেছ... বোঝাই যায়। কেন মেরেছ কে জানে! বোধহয় কোনো পুরুষ মানুষ জড়িত ছিল, তাই না?...তোমার প্রেমিক?'

হঠাৎ খুব ক্লান্ত বোধ করলো ভেরা। বোঝাটা কারো সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার তীব্র একটা ইচ্ছে হলো তার। সে বললো, 'হ্যাঁ প্রেমিক।' আর কিছু বলতে পারলো না।

'ধন্যবাদ ভেরা।' মৃদু কণ্ঠে বললো লমবার্ড, 'এটুকুই শুধু জানতে চেয়েছিলাম।'

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো ভেরা। উত্তেজিত গলায় বললো, 'টের পেয়েছ? মাটিটা কেমন কেঁপে উঠলো। ভূমিকম্প না তো?'

'না, ভূমিকম্প না।' লমবার্ড বললো, 'কিন্তু ভারি কি যেন একটা পড়লো মাটির উপর। তাছাড়া একটা চিৎকারও যেন শুনলাম...তুমি শুনেছ? বাড়িটার

দিকে তাকালো দুজন। লমবার্ড আবার বললো, 'বাড়ির দিক থেকেই চিৎকারটা এসেছে। চলো দুজনে গিয়ে দেখা যাক।'

'না বাবা, আমি যাচ্ছি না।'

'তাহলে তুমি থাকো। আমি গিয়ে দেখে আসি।'

'আচ্ছা চলো, দুজনেই যাই।'

ঢালটুকু হেঁটে এসে বাড়ির সামনে দাঁড়ালো ওরা দুজন। বাড়ির সামনেটা শান্ত নিশ্চুপ। দেখে কিছু বোঝার উপায় নাই। একটু ইতস্তত ক'রে ওরা ভিতরে ঢুকলো। প্রবেশ পথে ব্লোরকে পাওয়া গেল। হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। মাথাটা ওর ছাতু হয়ে গেছে। মাথায় বিশাল ভারি মার্বেল পাথরের একটা চাঙড়া পড়েছে উপর থেকে।

উপর দিকে তাকালো লমবার্ড। জিজ্ঞেস করলো, 'ঐ জানালাটা কার?'

'আমার!' ফিসফিস ক'রে বললো ভেরা, 'আর এটা পাথরের ফ্রেমে বসানো সেই বিরাট সাদা ঘড়িটা।'

৩

ভেরার কাঁধে হাত রাখলো লমবার্ড। ভীষণ দরকারি কথা বলার সুরে সে বললো, 'পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আর্মস্ট্রং লুকিয়ে আছে বাড়ির মধ্যে। আমি ওকে পাকড়াও করতে যাচ্ছি।'

ভেরা লমবার্ডকে আঁকড়ে ধরলো। বললো, 'বোকামি ক'রো না। এবার কিন্তু আমাদের পালা। ব্লোরের এই অবস্থা দেখে উত্তেজিত হয়ে তুমি ওকে খুঁজতে যাবে– আর্মস্ট্রং হয়তো ঠিক এটাই চাচ্ছে।'

লমবার্ড একটু থমকালো। চিন্তিত মুখে বললো, 'তোমার কথায় যুক্তি আছে।'

'তাহলে আমার কথাই ঠিক ছিল, স্বীকার করছো তো?'

'হ্যাঁ, তোমার কথাই ঠিক।' স্বীকার করলো লমবার্ড। 'কিন্তু কোথায় লুকিয়ে ছিল শয়তানটা? আমরা তো প্রতি ইঞ্চি জায়গা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেছি।'

'তাহলেই বোঝ। আগে যখন খুঁজে পাওনি, এখনও পাবে না।' যুক্তি দেখালো ভেরা।

'তবু, খোঁজা উচিত...।' মৃদু আপত্তি জানালো লমবার্ড।

'আগে থেকেই হয়তো লুকোনোর একটা ভালো জায়গা ঠিক ক'রে রেখেছে আর্মস্ট্রং। হয়তো গুপ্ত কোনো কুঠুরি আছে এই বাড়িটায়, যেমন পুরোনো দিনের বাড়িতে থাকে।'

'কিন্তু এটা তো পুরোনো দিনের বাড়ি না।'

'তাতে কি! হয়তো সে স্পেশাল ডিজাইন ক'রে বানিয়ে নিয়েছে।'

'মনে হয় না।' ডানে বাঁয়ে মাথা নাড়লো লমবার্ড। 'গুপ্ত কুঠুরিও আমরা খুব ভালোভাবে খুঁজেছি।'

'তবুও আমার মনে হয় আছে। তোমরা খুঁজে পাওনি।'

'সেটাই তো আমি এখন খুঁজে দেখতে চাচ্ছি।' লমবার্ড বললো।

'তা তো চাচ্ছ। কিন্তু আর্মস্ট্রং জানে তুমি তাকে খুঁজতে যাবে। সে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে।'

লমবার্ড পকেট থেকে রিভলভারটা বের ক'রে দেখালো। বললো, 'আমিও প্রস্তুত। আমার কাছে এটা আছে।'

'ব্লোরও প্রস্তুত ছিল। তুমি তো নিজেই বলেছিলে ব্লোর যথেষ্ট সতর্ক, যথেষ্ট শক্তিশালী। কিন্তু কই, পারলো আর্মস্ট্রং-এর বুদ্ধির সঙ্গে? পারলো না।'

ভেরার যুক্তি মেনে নিল লমবার্ড। রিভলভারটা আবার পকেটে রেখে দিয়ে বললো, 'ঠিক আছে। থাক তবে। এত ক'রে যখন বলছো, বাড়ির ভিতরে আর যাবো না।'

৪

খোলা জায়গাটায় ফিরে এসে লমবার্ড বললো, 'কিন্তু রাত হলে কি করবো আমরা?'

ভেরা কোনো উত্তর দিল না। লমবার্ড বিরক্ত হয়ে বললো, 'কিছু বলছো না কেন?'

'কি বলবো বলো?' অসহায়ের মতো উত্তর দিল ভেরা। 'আমি কিছু ভাবতে পারছি না। আমার ভীষণ ভয় করছে...।'

একটু ভেবে নিয়ে লমবার্ড বললো, 'শোনো একটা কাজ করা যায়। আজকে আবহাওয়া ভালো আছে। চাঁদও উঠবে একটু পরে। উঁচু জায়গাটার কাছাকাছি একটা ভালো স্পট বেছে নেব আমরা। সেখানে বসে রাতটা পার ক'রে দেব। তবে ঘুমানো চলবে না। আর...সাবধান থাকতে হবে...খুব সাবধান। কেউ যদি আসে দূর থেকেই দেখতে পাবো আমরা। রিভলভার তো আছেই। দরকার হলে গুলি চালাবো।' একটু ভেবে লমবার্ড আবার বললো, 'অবশ্য তোমার একটু কষ্ট হবে। পাতলা পোশাকে আছ তুমি, হয়তো ঠান্ডাও লাগতে পারে।'

'ঠান্ডা?' হাসলো ভেরা। 'মরে গেলে তো আরও ঠান্ডা হয়ে যাবো।'

লমবার্ডও হাসলো বিষন্নভাবে। 'তা ঠিক...।' বললো সে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর অস্থির হয়ে উঠলো ভেরা। অস্থিরভাবে বললো, 'এখানে চুপচাপ বসে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাবো। চলো একটু হাঁটাহাঁটি করি।'

সমুদ্রের ধারে ছোট-বড় পাথরগুলোর পাশে পাশে হাঁটতে লাগলো ওরা। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। জলে-স্থলে দিন শেষের কোমল গোলাপী আভা। সেই আভায় হাঁটছে দুজন মানব-মানবী। একটু হেসে ভেরা বললো, 'ইস! এখন যদি সমুদ্রে গোসল করতে পারতাম!'

লমবার্ড মনোযোগ দিয়ে কি যেন দেখছিল। হঠাৎ সে বলে উঠলো, 'ওটা কি? ঐ যে বড় পাথরটার পাশে, ওটা কি?'

ভেরাও দেখলো। 'মনে হচ্ছে কার যেন কাপড়!'

'কাপড়?' অবাক হলো লমবার্ড। 'কাপড় কোত্থেকে আসবে এখানে? বোধহয় সবুজ লতাপাতা।'

'চলো কাছে গিয়ে দেখা যাক।' ভেরা বললো।

'আরে! কাপড়ই তো! আবার জুতাও দেখা যাচ্ছে...এদিক দিয়ে নেমে এসো।'

কাছে গিয়ে চমকে উঠলো ভেরা। 'কাপড় নয়...মানুষ!'

দুটো পাথরের মাঝখানে আটকা পড়ে আছে শরীরটা। একেবারে কাছের পাথরটায় দাঁড়িয়ে ঝুঁকে দেখলো ওরা। লবণ পানিতে ধুয়ে ধুয়ে সাদাটে হয়ে গেছে মুখটা। তবু চেনা যায়। 'এ যে আর্মস্ট্রং!' সবিস্ময়ে বললো লমবার্ড।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

১

সময় হঠাৎ যেন থমকে দাঁড়ালো। দুজন মানুষ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে দেখছে একটা মৃতদেহ। জলে ডোবা, লবণ পানিতে ধোয়া আর্মস্ট্রংয়ের দেহ। *'একটি ম'লো জলে ডুবে... ।'* হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর পার হয়ে গেল যেন, দু'এক মুহূর্তের মাঝেই। তারপর ধীরে ধীরে অতি ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়ালো ওরা দুজন। পরস্পরের চোখের দিকে তাকালো। ভেরা আর লমবার্ড... *'রইলো বাকি দুই'*।

পাগলের মতো হেসে উঠলো লমবার্ড। 'তাহলে আমরা দুজন বাকি...অ্যাঁ...ভেরা?'

'হ্যাঁ, আমরা মাত্র দুজন।' ফিসফিস করে বললো ভেরা, 'তুমি আর আমি। আর কেউ নেই এই দ্বীপে।'

'ঠিক।' বললো লমবার্ড, 'আর কেউ নেই। তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়ালো?'

'পাথরটা কিভাবে পড়লো ব্লোরের উপর?'

কাঁধ ঝাঁকালো লমবার্ড। 'ট্রিক। কৌশল। স্বীকার করতেই হবে, কৌশলটা দারুণ।'

দুজন দুজনের দিকে তাকালো ওরা। দুজনের চোখেই খেলে গেল তীব্র একটা অন্যরকম আলো। এ আলোয় ভালোবাসা নেই, মায়া-মমতা নেই। আছে শুধু ঘৃণা আর সন্দেহের কালো ছায়া। ভেরা ভাবলো– এর মুখটা আগে ভালোভাবে লক্ষ্য করিনি কেন? মুখটা দেখতে ঠিক নেকড়ের মতো। তেমনি হিংস্র চোখ, ক্রুর চাহনি, হাসিটাও কেমন ভয়ংকর!

নেকড়ের মতো হেসে লমবার্ড বললো, 'তাহলে শেষের দিকে পৌঁছে গেছি আমরা ...অ্যাঁ? একদম শেষে– *হারাধনের দুইটি ছেলে ঝগড়া করে দ্যাখ্ / একটি ম'লো গুলি খেয়ে রইলো বাকি এক*...চমৎকার ছড়া তাই না? ছড়ায় ছড়ায় মৃত্যু।'

'বুঝেছি...।' শান্তভাবে বললো ভেরা। সমুদ্রের দিকে তাকালো সে। মৃত্যুর আগে জেনারেল ম্যাকআর্থারও তাকিয়েছিলেন সমুদ্রের দিকে। বলেছিলেন এই শেষ। দ্বীপ ছেড়ে আমরা কেউ পালাতে পারবো না। মৃত্যুকে যেন সাদর অভ্যর্থনা

জানিয়েছিলেন জেনারেল। কিন্তু ভেরা তা করবে না। আর্মস্ট্রংয়ের দেহটা দেখলো সে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'আহা, বেচারা আর্মস্ট্রং।'

'বেচারা?' আবার যেন নেকড়ের হাসি হাসলো লমবার্ড। 'তোমার মনেও দয়ামায়া আছে তাহলে?'

'থাকবে না কেন?' বললো ভেরা। 'তোমার মনে নেই?'

'এক ফোঁটাও না। অন্তত তোমার জন্য নয়।'

ভেরা আবার মৃতদেহটার দিকে তাকালো। বললো, 'একে এখানে ফেলে রাখা ঠিক হচ্ছে না। চলো ধরাধরি করে বাড়ির মধ্যে রেখে আসি। তারপর তোমার যা করার ক'রো।'

'কি দরকার?' নির্বিকারভাবে বললো লমবার্ড। 'এখানেই তো বেশ আছেন আমাদের ডাক্তার।'

'ঠিক আছে। পানিতে না রেখে অন্তত ডাঙায় টেনে এনে রাখি।' বলে নিজেই এগিয়ে গেল ভেরা। একটু ঝুঁকে মৃতের একটা হাত ধরে টানতে লাগলো। ভীষণ ভারি মৃতদেহটা।

লমবার্ড হাসলো। 'বেশ। মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আসামির শেষ ইচ্ছাও তো পূরণ করা হয়। সেই নিয়মটাই না হয় রক্ষা করা যাক।' এগিয়ে গিয়ে মৃতদেহটার অন্য হাত ধরে সে টানতে লাগলো।

খুব ভারি দেহটা। দুজনেই টানছে। টানতে গিয়ে বালুতে পা আটকে যাচ্ছে। ভেরা হঠাৎ হেলে পড়ে যাচ্ছিল লমবার্ডের গায়ে। দুজনেই হাঁপাচ্ছে খুব। হাঁপাতে হাঁপাতেই লমবার্ড বললো, 'মোটেই সহজ নয় কাজটা।'

পানি থেকে বেশ কিছু দূরে টেনে এনে রাখা হলো মৃতদেহটাকে। জোয়ারের পানি এখন এর নাগাল পাবে না। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লমবার্ড বললো, 'হয়েছে। এবার খুশি তো?'

'খু-উ-ব খুশি!' ভেরা জবাব দিল। ওর গলার স্বরে কিছু একটা ছিল। ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালো লমবার্ড। দু'তিনগজ দূরে সরে গেছে ভেরা। পকেটে হাত দিতে দিতে থমকে গেল লমবার্ড। ভেরার হাতে লমবার্ডের রিভলভার, সোজা ওর বুকের দিকে তাক করা।

'ও! এজন্যই বুঝি দয়া উথলে উঠেছিল?' স্বভাবসুলভ ব্যঙ্গের সুরে বললো লমবার্ড। 'পকেট মারার মতলব ছিল মনে মনে?'

মাথা ঝুঁকিয়ে হ্যাঁ জানালো ভেরা। অকম্পিত হাতে ও রিভলভারটা ধরে আছে। মৃত্যু একেবারে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, টের পেল লমবার্ড। বিচলিত হলেও সে বাইরে সেটা প্রকাশ করলো না। স্বাভাবিকভাবে হাত বাড়িয়ে বললো, 'রিভলভারটা আমাকে দাও।'

হেসে উঠলো ভেরা। লমবার্ড আবার বললো, 'দাও, রিভলভারটা দাও।'

দ্রুত চিন্তা চলছে লমবার্ডের মাথায়। কিভাবে, কোন্ কৌশলে...? কথা বলে বলে সময় নেওয়া, নাকি ক্ষিপ্র আক্রমণ? অথবা দুটোই? 'শোনো ভেরা, প্লিজ আমার কথাটা শোনো...।'

অকস্মাৎ লাফ দিল লমবার্ড। চিতার মতো ক্ষিপ্র। ট্রিগারে চাপ দিয়েছে ভেরা। বুলেটের আঘাতে কয়েক সেকেন্ড শূন্যেই ঝুলে থাকলো লমবার্ডের উদ্ভ্রান্ত দেহ। তারপর ধপাস ক'রে পড়লো মাটিতে।

খুব সাবধানে এগোলো ভেরা। কিন্তু সাবধানতার আর দরকার নাই। নিথর হয়ে পড়ে আছে লমবার্ড। তার হৃৎপিন্ড ভেদ ক'রে চলে গেছে বুলেট।

৩

স্বস্তি! প্রবল স্বস্তি নেমে এলো ভেরার দেহ-মন জুড়ে। ভয় নেই, আর ভয় নেই। ভয়ের সঙ্গে আর যুঝতে হবে না। সারাক্ষণ উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে বাস করতে হবে না। কি স্বস্তি, আহ্! দ্বীপে এখন আর কেউ নেই। সে একা। নয়টা মৃতদেহ আছে অবশ্য, থাকুক। সে নিজে জীবিত, এটাই বড় কথা। বালুর উপরে বসে পড়লো ভেরা। জীবিত থাকার আনন্দই অন্যরকম। সেই আনন্দে আপন মনে সে হাসতে শুরু করলো...।

৪

অনেকক্ষণ পর উঠলো ভেরা। সূর্য ডুবছে। একটু পরেই অন্ধকার হবে। হোক, অন্ধকারকে আর ভয় নেই। সে এখন নিরাপদ, সম্পূর্ণ নিরাপদ। খিদে পাচ্ছে, ঘুমও পাচ্ছে তার। ঘুমই দরকার আগে। ইচ্ছে করছে এখনি বিছানায় শুয়ে ঘুম, ঘুম আর ঘু...ম। কাল হয়তো এসে যাবে উদ্ধারকারীরা। না এলেও ক্ষতি নেই। এই দ্বীপ এখন নিরাপদ। দু'একটা দিন এখানে থাকতেও এখন আর কোনো আপত্তি নেই ভেরার।

উঠে দাঁড়িয়ে বাড়িটার দিকে তাকালো সে। ওটা এখন আর ভয়ংকর নয়। দিনের বেলায় ঐ বাড়িটাকেই কি ভীষণ ভয় পাচ্ছিল ভেরা। মনে হচ্ছিল খুনিটা ওখানে লুকিয়ে আছে। এখন আর ভয় নেই। ওটা এখন ভেরার কাছে আধুনিক স্থাপত্যের সুন্দর একটা বাড়ি।

ভয়! কি আশ্চর্য্য এই ভয়। যাক, ওসব এখন অতীত। ভয়কে সে জয় করেছে। উপস্থিত বুদ্ধি আর সাহস দিয়ে। তাকে মারতে চেয়েছিল লমবার্ড। ভেরার উপস্থিত বুদ্ধি আর সাহসের কাছে হেরে গেছে সে।

বাড়ির দিকে হাঁটা দিল ভেরা। সূর্য ডুবে গেছে। কি শান্ত চারপাশ! লাল নীল কমলায় আকাশে গোধুলি রঙের খেলা। সাঁঝবেলায় ধীরে ধীরে চারপাশে শান্তি নেমে আসছে...অপরূপ শান্তি। ভেরার মনে হলো অপূর্ব সুন্দর এক স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে সে হেঁটে যাচ্ছে।

কিন্তু ক্লান্ত, ভীষণ ক্লান্ত সে। সারা শরীরে ব্যথা। চোখের পাতা ক্লান্তিতে বুঁজে আসছে। এখন শুধু ঘুম। নির্ভয়ে শান্তিতে ঘুম আর ঘুম...। এখন সে একা। অজানা দ্বীপের একমাত্র বাসিন্দা। হারাধনের একটি মাত্র ছেলে। আপনমনে হাসলো ভেরা।

দরজা দিয়ে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকলো। বাড়িটা চুপচাপ শান্ত নিঝুম। এই বাড়ির প্রতিটি ঘরে একটা ক'রে মৃতদেহ আছে। থাক, ঘুমাক ওরা। শান্তিতে ঘুমাক।

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়ালো ভেরা। একবার ভাবলো কিছু একটা খেয়ে নেবে। আবার ভাবলো থাক, খুব ঘুম পেয়েছে। ভীষণ ক্লান্ত সে। দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে টেবিলের উপর তিনটা পুতুল। তিনটা! হাসলো ভেরা। বললো, 'তোমরা তিনজন কেন?'

দুটো পুতুল তুলে নিয়ে জানলা দিয়ে দূরে ছুঁড়ে দিল সে। পুতুল দুটো বাইরে সিমেন্টের উপর আছড়ে পড়লো। তৃতীয় পুতুলটাকে তুলে নিল ভেরা। বললো, 'তুমি আমার সঙ্গে চলো। জিতে গেছি আমরা, বেঁচে গেছি।'

আবছা অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে ভেরা। ওর হাতে ছোট্ট পুতুল। পা আর চলতে চায় না। কি যেন ছড়াটা? *'হারাধনের একটি ছেলে কাঁদে ভেউ ভেউ / সেই ছেলেটা বিয়ে করলো রইলো না আর কেউ।'*

বিয়ে! বাহ্ কি মজা। হুগো...হুগো কোথায়? মনে মনে ভাবলো ভেরা...ও তো সবসময় আমার সঙ্গেই থাকে...ছায়ার মতো। এখনো হয়তো সঙ্গেই আছে...হ্যাঁ, এই বাড়িতেই কোথাও আছে...হয়তো ঘরে অপেক্ষা করছে...আমার জন্য। বিয়ে...?

ঘোর লাগা একটা ভাব ক্রমশ আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে ভেরার মন। ক্লান্তি আর ঘোরের মধ্যে দিয়ে কোনোমতে সিঁড়ি ভেঙে সে দোতলায় উঠে এলো। তার হাত ফস্কে রিভলভারটা পড়লো কার্পেটের ওপর, টেরও পেল না ভেরা। এত ক্লান্ত সে। অন্য হাতে তখনো আঁকড়ে আছে পুতুলটা। নির্জন নিস্তব্ধ বাড়ি। তবু মনে হয় কে যেন আছে...বোধহয় হুগো...হয়তো ঘরে...।

'হারাধনের একটি ছেলে কাঁদে ভেউ ভেউ...শেষ লাইনটা কি যেন? বিয়ে না অন্য কিছু? ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে ভেরা। হুগো আছে ভেতরে, তাই না...?

দরজা খুললো ভেরা। ঘোরের মধ্যেই একটু চমকে উঠলো সে। ওটা কি? ছাদের হুক থেকে ঝুলছে কি ওটা? একটা দড়ি, দড়ির আগায় ফাঁস লাগানো, সব রেডি। নিচে একটা চেয়ারও আছে...হুগো তাহলে এই চায়? তাইতো, মিলেও যাচ্ছে সব। ছড়ার শেষ লাইনটা মনে পড়েছে। *'সেই ছেলেটার গলায় দড়ি, রইলো না আর কেউ...।'*

পুতুলটা ভেরার হাত থেকে খসে পড়ে গেল। ঘুমের মধ্যে যেভাবে হাঁটে মানুষ, সেভাবে সে এগিয়ে গেল।

'হ্যাঁ, তুমি পাথর পর্যন্ত সাঁতরে যেতে পার, সিরিল...।' এ সবই হুগোর জন্য করেছিল ভেরা। অথচ হুগো চায়...।

চেয়ারের উপর উঠে দাঁড়ালো ভেরা। ফাঁসটা গলায় পরে নিল। ঘোর লাগা চোখে তাকিয়ে আছে ভেরা। তার মনে হলো দরজায় দাঁড়িয়ে আছে হুগো...দেখছে। হুগো চায়...তবে তাই হোক...দেখছে হুগো...দেখুক।

লাথি মেরে চেয়ারটা সরিয়ে দিল ভেরা।

শেষ পরিচ্ছদ

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। পুলিশ সুপার টমাস লেগি বিরক্তির সুরে বললেন, 'কিন্তু এটা তো অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার।'

ইন্সপেক্টর মেইন বসের প্রতি সম্মান জানিয়ে মৃদু স্বরে বললো, 'জানি স্যার।'

এস. পি লেগি আবার বললেন, 'দ্বীপে দশটা মৃতদেহ। আর কেউ সেখানে নেই, এটা কিভাবে সম্ভব?'

'খুবই অদ্ভুত স্যার,' ইন্সপেক্টর বললো। 'কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছে।'

'ঘটেছে জানি, ইন্সপেক্টর।' ক্লান্ত স্বরে বললেন এস. পি, 'কিন্তু কেউ তো এদের হত্যা করেছে। সে গেল কোথায়?'

'ঠিক এটাই আমরা খুঁজছি, স্যার।'

'ডাক্তারের রিপোর্ট থেকে কোনো ক্লু পাওয়া গেল?'

'না, স্যার। ওয়ারগ্রেভ আর লমবার্ডকে গুলি করা হয়েছে। প্রথম জনকে মাথায়, দ্বিতীয় জনকে বুকে। মিস ব্রেন্ট আর মার্সটনকে মারা হয়েছে বিষ দিয়ে। সায়ানাইড। মিসেস রজার্স মারা গেছেন অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেয়ে। রজার্স মরেছে কুড়ালের কোপে। পাথর চাপায় ব্লোরের মাথা থেঁতলে গেছে। আর্মস্ট্রং ডুবে মরেছেন। জেনারেলের মাথায় পেছন থেকে আঘাত করা হয়েছে। ভেরা ক্লেথর্নের গলায় ছিল দড়ির ফাঁস।'

'জঘন্য কারবার।' চোখ-মুখ কুঁচকে বললেন এস. পি। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করলেন তিনি। তারপর আবার বিরক্তভাবে বললেন, 'স্টিকলহেভেনের লোকজনের কাছ থেকেও কিছু জানা গেল না?'

'না স্যার।' অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকালো ইন্সপেক্টর, 'ওখানকার বেশিরভাগ লোকই নাবিক অথবা জেলে কিংবা খালাসি। দ্বীপটা ওয়েন নামে এক লোক কিনে নিয়েছে। এর বেশি তারা কিছুই জানে না।'

'দ্বীপে খাবার-দাবার সাপ্লাই দিত কে?'

'আইজ্যাক মরিস নামে এক লোক।'

'সে কি বলে?'

'কিছুই বলে না স্যার। বলার অবস্থায় সে নাই। সে মৃত।'

'এই মরিস সম্পর্কে কিছু জানা গেছে?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন সুপার।

'জানা গেছে স্যার।' ইন্সপেক্টর উত্তর দিল, 'লোকটা দুই নম্বর। শেয়ার কেলেঙ্কারীর সঙ্গে জড়িত ছিল। কিন্তু প্রমাণের অভাবে তাকে ধরা যায়নি। লোকটা ধুরন্ধর।'

'এই দ্বীপ কেনাবেচার সঙ্গে সে জড়িত ছিল?'

'জ্বী স্যার। দ্বীপ কেনাবেচা তার মাধ্যমেই হয়েছে। তৃতীয় পক্ষের হয়ে সে কাজটা করেছে। তৃতীয় পক্ষের পরিচয় জানা যায়নি। অজ্ঞাতনামা।'

'কোনো সূত্র থেকেই তার ক্লায়েন্টের সম্পর্কে কিছু জানা গেল না?'

'না স্যার। মরিস তার ক্লায়েন্টের নাম ধাম পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রেখেছে।'

এস. পি সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ইন্সপেক্টর মেইন বলতেই থাকলো, 'শুধু এটুকু জানা গেছে যে সে মিস্টার ওয়েন নামের একজনের প্রতিনিধিত্ব করেছে। অতিথিদের ভ্রমণের ব্যবস্থাও সে-ই করেছে। এমনকি স্টিকলহেভেনের লোকদের সে বুঝিয়েছে দ্বীপে একটা এক্সপেরিমেন্ট চলছে। 'রবিনসন ক্রুসো' টাইপের এক্সপেরিমেন্ট। মানে লোকালয় থেকে দূরে জনমানবহীন দ্বীপে বাইরের সাহায্য ছাড়া কতদিন থাকা যায়- এরকম একটা এক্সপেরিমেন্ট। কাজেই দ্বীপে যারা আছে তাদের কোনোরকম সাহায্য করা নিষেধ।'

'এরকম অদ্ভুত কথা শুনেও লোকেরা কিছু সন্দেহ করেনি?'

'কিভাবে করবে স্যার।' ইন্সপেক্টর ব্যাখ্যা করলো, 'আগেও ওরা এই দ্বীপে এরকম অদ্ভুত ব্যাপার-স্যাপার দেখেছে। কোটিপতিদের অদ্ভুত খেয়াল দেখে ওরা অভ্যস্ত। তাই অদ্ভুত এক্সপেরিমেন্টের কথা শুনেও অবাক হয়নি। মনে মনে হয়তো হেসেছে।'

পুলিশ সুপার চিন্তিত মুখে মাথা নাড়লেন। মেইন আবার বললো, 'ফ্রেড ন্যারাকট নামে এক লোক পুরো দলটাকে দ্বীপে নিয়ে গিয়েছিল তার স্পীডবোটে ক'রে। সে যা বলেছে তা থেকে সামান্য কিছু ক্লু পাওয়া যায়। দলটাকে দেখে তার মোটেও হুল্লোড়বাজ লোকজন মনে হয়নি। তাদের মধ্যে বেশ বয়স্করাও ছিলেন। এটা দেখেই ওর মনে একটু খটকা লাগে। যে কারণে পরে ও যখন শুনলো দ্বীপ থেকে আয়নার সাহায্যে এস.ও.এস পাঠানো হয়েছে, তখন আর দেরি করেনি। কয়েকজন লোক নিয়ে সে দ্বীপে যায়।

'এটা কবেকার ঘটনা?' এস.পি প্রশ্ন করলেন।

'এগারো তারিখ সকালে একটা ছেলে প্রথম সিগন্যালটা দেখে,' ইন্সপেক্টর বললো। 'ছেলেটা বয় স্কাউট। সঙ্গে সঙ্গে সে সবাইকে খবর দেয়। কিন্তু সমুদ্র খুব উত্তাল ছিল। বারো তারিখ বিকেলের আগে তারা দ্বীপে নামতে পারেনি। তবে তারা নিশ্চিত দ্বীপ ছেড়ে কেউ পালাতে পারেনি। নৌকা বা স্পীডবোট কিছুই ছিল না।'

'সাঁতরেও তো কেউ যেতে পারে?'

'না, স্যার।' ইন্সপেক্টর দৃঢ় ভাবে বললো, 'সমুদ্রের ঐ উত্তাল অবস্থায় সেটা সম্ভব ছিল না। এক মাইলেরও বেশি সাঁতরাতে হতো। তাছাড়া এস.ও.এস দেখার পর থেকে বয় স্কাউটের দল আর স্থানীয় লোকেরা পালা ক'রে দিনরাত পাহারা দিয়েছে।'

'গ্রামোফোন রেকর্ড যেটা পাওয়া গেছে, তা থেকে কোনো তথ্য পাওয়া গেল?' প্রশ্ন করলেন সুপার।

'বহু খোঁজখবর করেছি স্যার,' ইন্সপেক্টর উত্তর দিল। 'বেশ কিছু তথ্য পাওয়া গেছে। যেমন: যে কোম্পানি রেকর্ডটা বানিয়েছে তারা সিনেমা আর থিয়েটারের অর্ডার সাপ্লাই দেয়। রেকর্ডটা পাঠানো হয়েছে মিস্টার ইউ.এন.ওয়েনের কাছে, প্রযত্নে মিস্টার আইজ্যাক মরিস। কোম্পানি জানাচ্ছে মঞ্চস্থ হবে এমন একটা নাটকের জন্য রেকর্ডটা অর্ডার দেওয়া হয়েছিল। রেকর্ডের সঙ্গে স্ক্রিপ্টটাও ওয়েনের কাছে পাঠানো হয়।'

'অভিযোগগুলোর তদন্তে কি পাওয়া গেল?' জানতে চাইলেন এস.পি লেগি।

'সে প্রসঙ্গেই আসছি স্যার,' ইন্সপেক্টর জবাব দিল। 'অভিযোগগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজখবর নেওয়া হয়েছে। প্রথমেই ধরা যাক রজার্স দম্পতির কথা। তারা দুজনে মিস ব্র্যাডি নামে এক বুড়ির দেখাশোনা করতো। হঠাৎ করেই মারা যায় বুড়ি। তার ডাক্তার মৃত্যুর কারণ সঠিক ভাবে বলতে পারলেন না। তবে বললেন বিষ দেওয়া হয়নি, এটা নিশ্চিত। ডাক্তারের ধারণা কর্তব্যে অবহেলা করেছে রজার্স দম্পতি। কিন্তু এসব ব্যাপার প্রমাণ করা খুব কঠিন।

এরপর বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ। সবাই জানে তিনি সেটনের বিচার করেছিলেন। এ নিয়ে অনেক হৈ-চৈ হয়েছে তখন। লোকে বিশ্বাস করতো সেটন নির্দোষ। ওয়ারগ্রেভ তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিলেন। সবার ধারণা সেটনের প্রতি তার ব্যাক্তিগত আক্রোশ ছিল। কিন্তু বহুদিন পর পুলিশ অকাট্য প্রমাণ পেয়েছিল যে সেটন সত্যিই দোষী ছিল। কাজেই ওয়ারগ্রেভ ন্যায়বিচারই করেছিলেন।

ক্লেথর্ন মেয়েটা ধনী এক পরিবারে গভর্নেস ছিল। ঐ বাড়ির ছেলেটা সমুদ্রে সাঁতার কাটতে গিয়ে ডুবে মারা যায়। ক্লেথর্নের কোনো দোষ ছিল না। ছেলেটাকে সে বাঁচাতে চেষ্টা করেছে। বাঁচাতে গিয়ে সে নিজেই স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছিল। উদ্ধারকারী দল এসে তাকে বাঁচায়।'

'বলে যাও।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন এস.পি লেগি।

লম্বা একটা দম নিয়ে ইন্সপেক্টর আবার শুরু করলো। 'এবার ডক্টর আর্মস্ট্রং। নাম করা ডাক্তার। হার্লি স্ট্রীটে তার চেম্বার। রোগির সেবায় নিবেদিত প্রাণ ডাক্তার। গোপন বেআইনি অপারেশন বা এই ধরণের কোনো অভিযোগ নেই তার বিরুদ্ধে। বহু আগে ১৯২৫ সালে লেইথমোর নামে এক ছোট্ট মফস্বল শহরে প্র্যাকটিস করতেন। সেই সময় ক্লিস নামে এক মহিলার অপারেশন করেছিলেন। মহিলা অপারেটিং টেবিলেই মারা যান। ডাক্তারের বয়স তখন কম ছিল, অভিজ্ঞতাও কম ছিল। মৃত্যুটাকে অনভিজ্ঞতার কারণ মনে করা হয়। অনভিজ্ঞতা তো অপরাধ নয়। কোনো মোটিভও ছিল না মৃত্যুর পিছে।

'এরপর মিস এমিলি ব্রেন্ট। বিয়াত্রিসে নামে এক মেয়ে তার বাসায় কাজ করতো। মেয়েটা প্রেগনেন্ট হয়ে পড়ে। মিস ব্রেন্ট ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। মেয়েটা নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করে। অপ্রীতিকর ঘটনা নিঃসন্দেহে। কিন্তু আইনের চোখে অপরাধ নয়।'

'এটাই বোধহয় আসল কথা।' এস.পি সাহেব হঠাৎ বলে উঠলেন। 'মনে হচ্ছে ইউ.এন.ওয়েন যেসব কেস বেছে নিয়েছে সেগুলোকে প্রচলিত আইনে অপরাধ বলা যায় না।'

ইন্সপেক্টর মনোযোগ দিয়ে বসের কথা শুনলো। কিন্তু কোনো মন্তব্য না ক'রে তার আগের কথার রেশ ধরে বলে যেতে লাগলো, 'টনি মার্সটন কমবয়সী যুবক। বখে যাওয়া ধনীর দুলাল, স্বভাবে রাফ ড্রাইভার। দুবার তার লাইসেন্স জব্দ হয়েছে। কেমব্রিজের কাছে জন আর লুসি নামে দুই ভাই-বোনকে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরেছে সে। দুর্ঘটনা, সন্দেহ নেই। টাকা-পয়সা ছড়িয়ে মার্সটন বেঁচে গেছে। জরিমানা হয়েছিল।

'জেনারেল ম্যাকআর্থার সজ্জন ব্যক্তি। দেশের হয়ে লড়াই করেছেন। সার্ভিস রেকর্ড ভালো। ফ্রান্সে আর্থার রিচমন্ড তার অধীনে যুদ্ধ করছিল। ভালো সম্পর্ক ছিল দুজনের মধ্যে। যুদ্ধে আর্থার মারা যায়, কমান্ডারের ভুলে। সেই সময় এরকম ভুল অনেক হয়েছে। হতে পারে এরকমই একটা ভুল এই মৃত্যুটা।'

'হতে পারে,' চিন্তিত মুখে বললেন এস.পি। 'আবার না-ও হতে পারে।'

'এবার ফিলিপ লমবার্ড। বিদেশে ছিল বহুদিন। তার সম্পর্কে সুনামের চেয়ে দুর্নামই বেশি শোনা যায়। আইন না মানার একটা ঝোঁক আছে লোকটার। জেলের ভাত খেতে খেতে বেঁচে গেছে বার দু'য়েক। এরকম লোকের পক্ষে দু'একটা খুন করা অসম্ভব নয়।

'এরপর ইন্সপেক্টর ব্লোর।' ইন্সপেক্টর একটু ইতস্তত করলো। 'আমাদের সার্ভিসের লোক।'

'খারাপ লোক। চিনি তাকে।' সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেন পুলিশ সুপার।

'তাই নাকি, স্যার?'

'হ্যাঁ। ল্যান্ডর নামে এক লোককে ফাঁসিয়েছিল। গোপন লেন-দেন হয়েছিল আমার বিশ্বাস। প্রমাণ খুঁজে পাইনি। হ্যরিসকে দিয়ে তদন্ত করিয়েছিলাম। লাভ হয়নি। তবে, আমি শিওর লোকটা সুবিধার নয়।' একটু থেমে অন্য প্রসঙ্গে গেলেন সুপার, 'মরিস মারা গেছে বলছিলে। কবে মারা গেছে?'

'অগাস্টের আট তারিখে। ঘুমের ওষুধের ওভারডোজ...বারবিচুরেট। আত্মহত্যা না হত্যা বোঝা যাচ্ছে না।'

'হত্যা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে, ইন্সপেক্টর।' সুপার বললেন।

'আমারও তাই ধারণা, স্যার।' ইন্সপেক্টর সায় দিল।

টেবিলে জোরে একটা ঘুসি বসালেন পুলিশ সুপার। 'পুরো ব্যাপারটাই উদ্ভট!' বললেন তিনি। 'দশজন লোককে একটা দ্বীপে নিয়ে গিয়ে হত্যা করলো। অথচ...কে মারলো, কেন মারলো কিভাবে মারলো- কিছুই আমরা জানি না!'

'একেবারে কিছুই জানি না বলা বোধহয় ঠিক হবে না, স্যার।' মৃদু কণ্ঠে বললো ইন্সপেক্টর, 'মোটিভ মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে। কোনো ফ্যানাটিক তার নিজস্ব ন্যায়বিচারের ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজটা করেছে। আইনের আওতায়

যেসব কেস আসে না, সেরকম দশটা কেস সে বেছে নিয়েছে। তারপর লোকগুলোকে শাস্তি দিয়ে পালিয়ে গেছে।'

'পালিয়ে গেছে!' যেন অবাক হলেন পুলিশ সুপার। 'পালিয়ে যায়নি, বলো গায়েব হয়ে গেছে।'

'জ্বী স্যার। গায়েব হয়ে গেছে।'

'কিন্তু...ব্যাখ্যা একটা আছে, ইন্সপেক্টর।'

'জানি স্যার আপনি কি ভাবছেন,' ইন্সপেক্টর বললো, 'দশজনের মধ্যে একজন কাজটা করেছে, তাই তো?'

'ঠিক তাই।'

'এভাবেও আমরা কেসটা সাজাতে চেষ্টা করেছি। তাতেও ঠিক মিলছে না।'

'কিরকম?' জানতে চাইলেন এস.পি।

'বলছি।' ইন্সপেক্টর শুরু করলো, 'কিভাবে কখন ঘটনাগুলো ঘটেছে, তা আমরা মোটামুটি জানতে পেরেছি। ভেরা ক্লেথর্ন এবং মিস ব্রেন্ট ডায়েরী লিখতেন। তা থেকে অনেক কিছু জানা গেছে। ওয়ারগ্রেভও নোট রাখতেন। সেগুলো থেকেও প্রচুর তথ্য পাওয়া গেছে। কাজেই ঘটনা সাজাতে আমাদের খুব একটা অসুবিধা হয়নি। মৃত্যুগুলো পরপর এভাবে ঘটেছে: টনি মার্সটন, মিসেস রজার্স, জেনারেল ম্যাকআর্থার, রজার্স, মিস ব্রেন্ট, বিচারপতি ওয়ারগ্রেভ...এই পর্যায়ে ভেরা ক্লেথর্নের ডায়েরী থেকে জানা যায় আর্মস্ট্রং রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। এবং ব্লোর আর লমবার্ড গেছে তাকে ধরতে। এরপর ব্লোরের নোটবইতে লেখা আছে: 'আর্মস্ট্রং গায়েব হয়ে গেছে।'

'এবার স্যার আমরা একের পর এক কয়েকটা চিত্র সাজাবো। সাজিয়ে দেখবো সমাধান পাওয়া যায় কিনা। এক নম্বর চিত্র: ধরা যাক আর্মস্ট্রং সেই উন্মাদ ব্যক্তি যে হত্যাকান্ডগুলো ঘটিয়েছে। তাহলে এমন হতে পারে যে সে সবাইকে হত্যা করার পর সাঁতরে মূল ভূখন্ডের দিকে যাচ্ছিল, কিন্তু উত্তাল সমুদ্রে ডুবে মরেছে। অথবা সবাইকে হত্যা করার পর সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে নিজে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু এই চিত্রটা একটা কারণে মিলছে না। কেন মিলছে না, ব্যাখ্যা করছি।

'বিভিন্ন তথ্য প্রমাণ থেকে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে আর্মস্ট্রং দশ অগাস্টের রাতে হারিয়ে যান। অথবা সমুদ্রে ডুবে মরেন। পরদিন অর্থাৎ এগারো অগাস্ট সকাল এগারোটায় জোয়ার ছিল। জোয়ারের টানে তার মৃতদেহ দ্বীপে ভেসে আসে। যে দুটো পাথরের মাঝখানে তার মৃতদেহটা আটকে যায়, সেই পাথর দুটোকে আমরা শনাক্ত করেছি। পাথরের গায়ে তার পোশাকের ছেঁড়া অংশ আর মাথার চুল লেগে ছিল। কিন্তু তার মৃতদেহটা পাওয়া যায় সৈকতের অনেক উঁচুতে, যেখানে জোয়ারের পানি পৌঁছায় না। এ থেকে বোঝা যায় তার দেহটাকে কেউ টেনে ওখানে নিয়ে গেছে। তার মানে আর্মস্ট্রংয়ের মৃত্যুর পরেও দ্বীপে জীবিত কেউ ছিল। কাজেই প্রথম চিত্রটাকে আমরা বাতিল করে দিতে পারি। অর্থাৎ আর্মস্ট্রং নির্দোষ।

'এগারো অগাস্ট সকাল এগারোটায় আবার ফিরে যাই। এই সময় আর্মস্ট্রং মৃত। বাকি থাকলো লমবার্ড, ব্লোর আর ভেরা। লমবার্ড গুলি খেল। সে পড়ে আছে সৈকতে, আর্মস্ট্রংয়ের পাশেই। ভেরা ঝুলছে দড়িতে তার ঘরে। আর ব্লোর বাড়ির প্রবেশ পথে। তার মাথা পাথরে থেঁতলানো।

'এবার দুই তিন এবং চার নম্বর দৃশ্য সাজাবো আমরা। দুই নম্বর দৃশ্য: ফিলিপ লমবার্ড দোষী। সে জানালা দিয়ে পাথর ফেলে ব্লোরকে মারলো। ভেরাকে দড়িতে ঝুলালো। এবং সবশেষে সমুদ্রের তীরে আর্মস্ট্রংয়ের কাছাকাছি গিয়ে নিজেকে নিজে গুলি করে মারলো। দৃশ্যটা মিলছে না। কারণ রিভলভারটা লমবার্ডের দেহের কাছাকাছি কোথাও পাওয়া যায়নি। ওটা পাওয়া গেছে বাড়ির ভিতরে ওয়ারগ্রেভের দরজার কাছে।'

'রিভলভারে ফিংগারপ্রিন্ট পাওয়া গেছে?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন পুলিশ সুপার।

'হ্যাঁ স্যার। ভেরা ক্লেথর্নের।'

'মাই গড! তাহলে তো...!'

'ভেরা ক্লেথর্ন ভাবছেন তো স্যার?' মৃদু হেসে বললো ইন্সপেক্টর। 'ঠিক আছে তিন নম্বর দৃশ্যটা দেখুন: ভেরা দোষী। সে লমবার্ডকে গুলি করলো। বাড়িতে ঢুকে জানালা দিয়ে পাথর ফেলে ব্লোরকে মারলো। সবশেষে নিজের ঘরে ঢুকে চেয়ারে উঠে গলায় দড়ি দিল। তাহলে চেয়ারটা তার পায়ের কাছে পড়ে থাকার কথা না, স্যার?'

'নিশ্চয়ই।' সায় দিলেন এস.পি।

'কিন্তু তা ছিল না, স্যার।'

'কোথায় ছিল চেয়ার?' প্রশ্ন করলেন সুপার।

'দেয়ালের গায়ে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে রাখা,' উত্তর দিল ইন্সপেক্টর। 'তার মানে ভেরার মৃত্যুর পরেও ওখানে কেউ ছিল। জীবিত। কাজেই তিন নম্বর দৃশ্যটাও বাদ দিতে হচ্ছে। অর্থাৎ ভেরা নির্দোষ। বাদ থাকলো চার নম্বর দৃশ্য: ব্লোর। এই দৃশ্যটা আরও বেশি অসম্ভব। লমবার্ডকে গুলি করলো ব্লোর। ভেরাকে ফাঁসি দিল। তারপর...? নিজের মাথায় পাথর ফেলে কিভাবে সে আত্মহত্যা করবে? এভাবে কেউ আত্মহত্যা করে, এরকম অন্তত আমি কখনো শুনিনি, স্যার।'

'আমিও শুনিনি ইন্সপেক্টর,' বিড়বিড় করলেন লেগি।

'কাজেই এই চারজন ছাড়াও কেউ নিশ্চয়ই ছিল,' জোর দিয়ে বললেন ইন্সপেক্টর। 'এখন প্রশ্ন হলো– '

'কে সে?' চিন্তিত মুখে বাক্যটা শেষ করলেন পুলিশ সুপার। 'কে এদের হত্যা করলো?'

স্বীকারোক্তি

পরদিন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে একটা চিঠি এলো। প্রেরক মাছধরা ট্রলার 'এমা জেন'-এর ক্যাপ্টেন। সমুদ্রে মাছ ধরার সময় তার জালে একটা বোতল আটকে যায়। বোতলের মধ্যে একটা চিঠি ছিল। সেই চিঠিটাই ট্রলারের ক্যাপ্টেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে পাঠিয়ে দিয়েছেন। চিঠির বিষয়বস্তু এরকম:

ছোটবেলা থেকেই অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি আমার দারুণ ঝোঁক ছিল। প্রচুর রহস্য-রোমাঞ্চের গল্প পড়তাম আমি। বইয়ে যা পড়তাম, অনেক সময় নিজেও তা করতে চেষ্টা করতাম। বইয়ে পড়েছিলাম বন্দী মানুষ চিঠি লিখে বোতলে ভরে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিচ্ছে। যদি কারো হাতে পৌঁছায়, এই আশায়। ছোট থাকতে আমি নিজেও এটা করেছি বহুবার। দারুণ মজা পেয়েছি কল্পনা করে যে চিঠিটা কেউ একসময় পড়বে এবং অবাক হবে। আজকে এই বৃদ্ধ বয়সে আবার আনন্দের সঙ্গে সেই কাজটা করছি। আমার জবানবন্দী বোতলে ভরে সাগরে ভাসিয়ে দিচ্ছি। যদিও এমন সম্ভাবনা খুবই কম যে এটা কারো হাতে পৌঁছাবে। তবু আশা করতে দোষ কি ? আর যদি ভাগ্যক্রমে সত্যিই এটা কারো হাতে পড়ে, তাহলে সবাই জানতে পারবে এক অমীমাংসিত রহস্যের সমাধান।

অ্যাডভেঞ্চারের নেশা ছাড়াও নানারকম বৈপরীত্য ছিল আমার স্বভাবে। যেমন: মৃত্যু দেখতে ভালো লাগতো আমার। বাগানের পোকামাকড় ধরে নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করতাম আমি। আবার নীরিহ একটা প্রাণী মারা পড়বে আমার হাতে, এটাও খুব পীড়া দিত আমাকে। মনে হতো এটা ঠিক হচ্ছে না, এটা অন্যায়। এভাবে ন্যায়-অন্যায়ের বোধটা ছোটবেলা থেকেই তীব্রভাবে আমার মনে জায়গা করে নিয়েছিল। আগেই বলেছি প্রচুর ডিটেকটিভ গল্প উপন্যাস এবং থ্রিলার পড়তাম আমি। পড়তে পড়তে অপরাধ এবং শাস্তি এ দুটো বিষয়ে প্রবল আগ্রহ জন্মেছিল আমার মনে।

আইন পড়ার মধ্যে দিয়ে এবং পরবর্তীকালে বিচারক হওয়ার ফলে আমার মনের স্বাভাবিক প্রবনতাগুলো পুরোপুরি বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। ভয়ংকর কোনো অপরাধী যখন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতো অথবা ভয়ে কাঁপতো, আমি দারুণ আনন্দ পেতাম। আবার এর উল্টোটাও সত্যি। আমি

যদি বুঝতে পারতাম কাঠগড়ায় যে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে, সে নিরীহ এবং নিরপরাধ, তাহলে প্রচন্ড দুঃখ পেতাম আমি। অন্তত দুবার এরকম হয়েছে। দুবারই আমি নিজ উদ্যোগে নিরীহ মানুষ দুজনকে রক্ষা করেছি। তবে এরকম কমই ঘটে। আমাদের পুলিশ বিভাগ অত্যন্ত দক্ষ এবং সৎ। তারা যাদের আসামীর কাঠগড়ায় হাজির করে তাদের প্রায় সবাই শেষ পর্যন্ত দোষী প্রমানিত হয়।

সেটোনের কেসটাও এরকমই একটা কেস। লোকটাকে সবাই নিরপরাধ মনে করেছিল। কিন্তু তথ্য-প্রমাণ ছাড়াও আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝতে পেরেছিলাম লোকটা দোষী। বয়স্ক এক মহিলা, যিনি তাকে বিশ্বাস করেছিলেন, সেটোন তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

ফাঁসুড়ে বিচারক হিসেবে আমার বদনাম আছে। কিন্তু এটা ভুল। আমি সবসময়ই অপরাধীদের যথাযথ সাজা দিয়েছি। এ ব্যাপারে আমি কখনোই আবেগকে প্রশ্রয় দিইনি।

কিছুদিন ধরে আমি নিজের মধ্যে অন্যরকম একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলাম। বিচার করতে আমার আর ভালো লাগছিল না। এই সময় মাঝে মাঝে নিজেকে আমি অপরাধীর আসনে কল্পনা করতাম। সত্যি বলতে কি কখনো কখনো খুন করার তীব্র একটা ইচ্ছাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতো আমার মধ্যে। তবে এই ইচ্ছাটাকে আমি একটু অন্যভাবে দেখতাম। এটা আমার কাছে ছিল অনেকটা শিল্পীর আত্মপ্রকাশের ইচ্ছার মতো। ভাবতাম খুন যদি করিই তবে সেটা হবে সাধারণ কোনো খুনের মতো না, অসাধারণ একটা কিছু। যাতে থাকবে শিল্পের ছোঁয়া। থাকবে নাটকীয়তা। এরকম একটা খুন করার ইচ্ছা আমার মধ্যে ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর হলো। তবে আমার বিচারক সত্ত্বা আমাকে বারবার সাবধান করে দিল, যাতে আমার এই পরিকল্পনায় কোনো নিরপরাধ লোকের কোনো ক্ষতি না হয়।

এরকম সময় এক ডাক্তারের সঙ্গে আমার পরিচয় হলো। খুব নাম করা কেউ না, সাধারণ একজন এম.বি.বি.এস ডাক্তার। তিনি আমাকে একটা ঘটনা বললেন। ঘটনাটা এক বয়স্ক মহিলাকে নিয়ে। মহিলাটির চিকিৎসা করতেন এই ডাক্তার । মহিলা খুবই অসুস্থ ছিলেন। তার দেখাশোনা করতো এক দম্পতি। কিছুদিন পর মহিলার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ডাক্তার বুঝতে পারলেন জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে যে ওষুধ দিয়ে মহিলাকে বাঁচানো যেত, সেই ওষুধটা ঐ দম্পতি রোগিনীকে দেয়নি। মহিলা তার সম্পত্তির বিরাট একটা অংশ ঐ দম্পতির নামে লিখে দিয়েছিলেন। ডাক্তারের ধারণা সম্পত্তির লোভেই ঐ দম্পতি এ কাজটা করেছে। কিন্তু আইনত দম্পতিকে শাস্তি দেওয়ার কোনো উপায় নেই। কেননা কিছুই প্রমাণ করা যাবে না। গল্পের শেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডাক্তার বলেছিল প্রমাণ করা যাক বা না যাক এটা স্রেফ খুন। এরকম খুন গন্ডায় গন্ডায় হচ্ছে চতুর অপরাধীদের হাতে। যাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর কোনো ক্ষমতা নেই আইন পুলিশ কিংবা বিচারকদের।

তখনি আইডিয়াটা আসে আমার মাথায়। আমি আমার কর্তব্য ঠিক করে ফেলি। একটা না, দরকার হলে একাধিক খুন করবো আমি। ছোটবেলায় পড়া 'হারাধনের দশটি ছেলে' ছড়াটা আমার মুখস্থ ছিল। যে ছড়ায় একের পর এক ছেলেগুলো মারা যেতে থাকে। আমি গোপনে আমার শিকার খুঁজতে শুরু করে দিলাম।

কিভাবে শিকারগুলোকে খুঁজে পেলাম সংক্ষেপে বলি। অসুস্থ হয়ে আমাকে কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল, একটা অপারেশন করানোর জন্য। সেখানে আমার সেবা করতো এক নার্স। মেয়েটা ছিল একটু বাতিকগ্রস্ত টাইপ। সে অ্যালকোহল পান করা তো দূরের কথা, চা-ও পান করতো না। এসব ব্যাপারে তার ছিল বেজায় খুঁতখুঁতানি। অ্যালকোহল পান করা যে কতো ক্ষতিকর প্রায়ই সেই বিষয়ে সে আমাকে লেকচার দিত। একদিন সে তার ট্রেনিং জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছিল। যে হাসপাতালে সে ট্রেনিং করেছে সেখানে একজন ডাক্তার ছিলেন, ভদ্রলোক প্রচুর মদ খেতেন। একদিন মদ খেয়ে সম্পূর্ণ মাতাল অবস্থায় তিনি অপারেশন শুরু করেন। খুব সহজ অপারেশন ছিল সেটা। কিন্তু ডাক্তারের হাত কাঁপছিল। তার ভুলে অপারেটিং টেবিলেই রোগিনী মারা যায়। নার্সের চোখের সামনেই ঘটেছে এই ঘটনা। ছোট্ট দু'একটা প্রশ্ন করে আমি জেনে নিলাম কোথায় সে ট্রেনিং করেছে। তারপর ঘটনার সূত্র ধরে ডক্টর আর্মস্ট্রংয়ের খোঁজ পেতে আমার খুব একটা অসুবিধা হয়নি।

আমি মাঝে মাঝে একটা ক্লাবে যেতাম। সেখানে দুজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তার গল্পের সূত্র ধরে আমি জেনারেল ম্যাকআর্থারের সন্ধান পাই। ফিলিপ লমবার্ডের খবর পাই বিদেশ ফেরত এক লোকের কাছ থেকে। ভারত ফেরত এক মেমসাহেব আমাকে নাক উঁচু এমিলি ব্রেন্টের গল্প বলেন। অ্যান্থনি মার্সটনকে বেছে নিয়েছি একদল যুবকের মধ্যে থেকে, যারা সবাই রোড অ্যাকসিডেন্টে মানুষ মেরেছে। আমার চোখে অ্যাকসিডেন্টটা এদের অপরাধ নয়। অপরাধ এদের মানসিকতা। এরা সমাজের জন্য বিপজ্জনক। আমার বিচারক বন্ধুরা একদিন ল্যান্ডরের বিচারের রায় নিয়ে আলাপ করছিলেন। ইন্সপেক্টর ব্লোরের নাম এবং কীর্তিকলাপ সেখানেই শুনতে পাই। পুলিশ হচ্ছে আইনের রক্ষক। রক্ষকই যদি ভক্ষক হয়ে যায়, তাহলে আমার মতে তার বাঁচার অধিকার থাকে না।

এরপর ভেরা ক্লেথর্ন। জাহাজে আটলান্টিক পাড়ি দিচ্ছিলাম তখন। গভীর রাত। ঘুম আসছিল না। সিগারেট খাবো বলে স্মোকিং রুমে গেলাম। রুমটা ফাঁকা। এক কোনায় বসে সুদর্শন এক যুবক সিগারেট খাচ্ছিল। যেচে এসে সে আলাপ করলো। যুবকের নাম হুগো হ্যামিলটন। প্রচুর মদ খেয়েছে সে বোঝা যাচ্ছিল। আমি বিচারক শুনে অপরাধ, বিচার এইসব নিয়ে আলাপ জুড়ে দিল। কথায় কথায় হঠাৎ বললো, 'শুধু যে বিষ দিয়ে কিংবা গুলি করে মানুষ মারা যায়, তা কিন্তু না...খুন অনেক রকম হয়...বুঝলেন?' সামনে ঝুঁকে মুখটা সে একেবারে আমার মুখের কাছে নিয়ে এলো। বললো, 'আমি একজনকে জানতাম...জানতাম

মানে খুব ঘনিষ্ঠভাবেই জানতাম...তার প্রেমে পড়েছিলাম, বুঝলেন? প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম...এখনো তাকে ভুলতে পারিনি। কিন্তু সে যে এমন একটা কাজ করবে ভাবতে পারিনি...তার মতো সহজ সরল হাসিখুশি একটা মেয়ে! বাচ্চা ছেলেটাকে ডুবে যেতে দিল? আসলে মেয়েরা হচ্ছে...ইয়ে, মানে ছলনার ডিপো, বুঝলেন?'

'তুমি শিওর যে সে একাজ করেছে?' হুগোকে একটু উস্কে দিলাম।

হিঁক করে একটা হেঁচকি তুলে হুগো বললো, 'শিওর মানে? একশোবার শিওর! আলবৎ শিওর!! আর কেউ একথা জানে না, শুধু আমি জানি। সে-ও জানে যে আমি জানি। একটা কথাই সে জানতো না...ছেলেটাকে আমি ভীষণ ভালোবাসতাম...। আর বেশি কিছু বলেনি হুগো, চুপ করে গিয়েছিল। কিন্তু গল্পের সূত্র ধরে ভেরা ক্লেথর্নকে আমি খুঁজে নিয়েছিলাম। ভেরা ছিল আমার লিস্টে নয় নম্বর।

হারাধনের দশটি ছেলে পূরণ করার জন্য দশ নম্বর ভিকটিম দরকার ছিল আমার। মরিসকে পেয়ে গেলাম। অনেক রকম অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল সে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ড্রাগ ব্যবসা। আমার এক বন্ধুর মেয়েকে সে ড্রাগে অভ্যস্ত করে তুলেছিল। মেয়েটা মাত্র একুশ বছর বয়সে আত্মহত্যা করে।

যতদিন ধরে ভিকটিমদের আমি খুঁজে বের করেছি, ততদিন ধরে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে আমার পরিকল্পনা। আগেই বলেছি একটা অপারেশন হয়েছিল আমার। দ্বিতীয়বার আবার ঐ একই সমস্যা নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে হলো। ডাক্তার জবাব দিয়ে দিলেন। বললেন অপারেশন করে আর কোনো লাভ হবে না। আমার জীবনের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। অবশ্য এরকম সরাসরি বলেননি। নানারকম ভনিতা করে বলেছিলেন। কিন্তু মানুষের বিচার করে আমার অভ্যেস। মানুষের কথার সারটুকু বুঝে নিতে আমার দেরি হয় না। ডাক্তারের কথায় আমি বুঝে নিলাম– আর সময় নাই। এবার আমাকে কাজে নেমে পড়তে হবে। যা করার দ্রুত করতে হবে। ডাক্তারের চেম্বারে বসেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। না, ডাক্তারকে সিদ্ধান্তটা জানাইনি। তাকে জানাইনি যে ধুঁকে ধুঁকে মরতে আমি রাজি না। মৃত্যুর আগে আমার জীবন হবে রোমাঞ্চে ভরা।

এবার আসি অজানা দ্বীপের কথায়। দ্বীপটা কেনার জন্য মরিসকে ব্যবহার করলাম। এসব কাজে ও খুব পাকা। আমার নাম গোপন রেখে নিপুনভাবে সে সবকিছু করলো। লমবার্ডকে ওর মাধ্যমেই নিয়োগ দিয়েছিলাম। বাকি সবার নাড়িনক্ষত্র আমার জানা ছিল, তাই সুবিধামতো টোপ দিয়ে সব কটাকে বঁড়সিতে গেঁথে ফেললাম। তারা এসে হাজির হলো অজানা দ্বীপে। অগাস্টের আট তারিখে। আমিও তাদের একজন হয়ে দ্বীপে এলাম।

দ্বীপে যাওয়ার আগেই মরিসের ব্যবস্থা করে গেলাম। ওর হজমের গোলমাল ছিল। সারাক্ষণ সে শরীর নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতো। রওনা দেওয়ার আগে ওকে আমি একটা ট্যাবলেট দিলাম। বললাম ওষুধটা আমার পেটের পীড়ায় দারুণ কাজে

দিয়েছে। বিনা দ্বিধায় সে ট্যাবলেটটা নিল। ব্যস্ এক ট্যাবলেটেই খেল খতম, সব রোগ বালাই থেকে চিরদিনের জন্য পরিত্রাণ পেয়ে গেল মরিস।

আমার অতিথিরা দ্বীপে এলো। ভেবে দেখলাম সবার অপরাধের মাত্রা এক নয়। কারো অপরাধ বেশি, কারো কম। যাদের কম, তারা যেন দীর্ঘদিন কষ্ট না পায়, তাই তাদের রাখলাম সিরিয়ালের প্রথম দিকে। যাদের বেশি, তাদের রাখলাম শেষের দিকে। যাতে তারা মৃত্যুর আগে তিলে তিলে আতংক আর উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে যায়। টনি মার্সটন আর মিসেস রজার্স ছিল প্রথম দুই ভাগ্যবান। কেননা, এদের দায়িত্বহীনতার কারণে কারো ক্ষতি হলে যে অপরাধবোধ থাকার কথা, সেই অপরাধবোধ অথবা দুঃখবোধ এদের মধ্যে ছিল না। আসলে কিছু কিছু মানুষ আছে, যাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ কিংবা সংবেদনশীলতা– এসব একেবারেই থাকে না। মার্সটন এরকমই একজন মানুষ, তাই ওকেই প্রথমে বেছে নিয়েছিলাম। ওর মৃত্যু হয়েছে প্রায় সাথে সাথে, খুব কম কষ্টে। আর মিসেস রজার্স– আমি নিশ্চিত যে ভদ্রমহিলা স্বামীর প্রভাবে আর প্ররোচনায় তার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। তাই ঘুমের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে তাকে পরপারে পাঠালাম।

পটাসিয়াম সায়ানাইড আমি দ্বীপে আসার আগেই জোগাড় করে রেখেছিলাম। গ্রামোফোন রেকর্ডের ঘোষণার পর সবাই যখন অস্থির আর উদভ্রান্ত, সেই সুযোগে মার্সটনের গ্লাসে আমি সায়ানাইড মিশিয়ে দিয়েছিলাম।

আর ওদের অপরাধগুলো সম্পর্কে একটা কথা বলতে পারি। গ্রামোফোন রেকর্ডে যখন ঘোষণাগুলো হচ্ছিল, তখন আমি প্রত্যেকের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছি। বিচারকের আসনে বসার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি ওরা সবাই অপরাধী।

আমি নিজে ঘুমের ওষুধ ব্যবহার করছি দীর্ঘদিন ধরে। দ্বীপে আসার সময় সেগুলিও নিয়ে এসেছিলাম বেশি করে। রজার্স যখন তার স্ত্রীর জন্য ব্র্যান্ডি নিয়ে এসেছিল, তাতে ঘুমের ওষুধ মেশাতে আমার কোনো অসুবিধাই হয়নি। কারণ, তখনো একে ওকে সন্দেহ করা শুরু হয়নি।

জেনারেল ম্যাকআর্থারের মৃত্যুটাও প্রায় বেদনাহীন ছিল। নিঃশব্দে আমি তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। বেচারা টেরও পায়নি। সাবধানে আমাকে কাজটা করতে হয়েছে। প্রকাশ্য দিবালোকে। খুব সাবধান ছিলাম যাতে কেউ দেখে না ফেলে।

এরপর যা ভেবেছিলাম তাই ঘটলো। ওরা দ্বীপটা খুঁজে দেখলো। আমরা ছাড়া দ্বীপে আর কেউ আছে কিনা তা জানার জন্য। কাউকেই পাওয়া গেল না। তখন শুরু হলো আসল খেলা। একে অন্যকে সন্দেহ করা শুরু হলো।

আমার যা প্ল্যান ছিল, তাতে এক পর্যায়ে গিয়ে আমার একজন সহকারীর প্রয়োজন হবে জানতাম। এই কাজের জন্য আমি মনে মনে আর্মস্ট্রংকে বেছে নিয়েছিলাম। আর্মস্ট্রং একবার আমার কোর্টে সাক্ষ্য দিয়েছিল। আমার অবস্থান

এবং সুনাম সম্পর্কে ও জানতো। আমি জানতাম আমার মতো একজন বিশিষ্ট বিচারক এবং স্বনামধন্য মানুষ যে হত্যাকারী হতে পারে এটা ওর কল্পনাতেও আসবে না। এই সুযোগটাকেই আমি কাজে লাগালাম। নানারকম মন্তব্য ক'রে লমবার্ডের প্রতি ওকে সন্দিহান ক'রে তুললাম।

দশ তারিখ ভোরে মারলাম রজার্সকে। ও কাঠ কাটছিল। পিছন থেকে চুপিসারে গিয়ে কুড়ালের কোপ বসালাম। ওর পকেটে ডাইনিং রুমের চাবি ছিল। তালা খুলে একটা রাশান পুতুল সরাতেও কোনো অসুবিধা হয়নি।

রজার্সের মৃতদেহ নিয়ে সবাই যখন ব্যস্ত, সেই সুযোগে লমবার্ডের ঘরে গিয়ে ওর রিভলভারটা আমি সরিয়ে ফেললাম। ওর কাছে যে রিভলভার থাকবে সেটা মরিস আগেই আমাকে জানিয়েছিল। আসলে নিয়োগ দেওয়ার সময় মরিসই লমবার্ডকে বলেছিল অজানা দ্বীপে যাওয়ার সময় সে যেন সঙ্গে একটা অস্ত্র নিয়ে যায়।

যে দু'একটা ঘুমের ওষুধ অবশিষ্ট ছিল, সেগুলো আমি ব্রেকফাস্টের সময় মিস ব্রেন্টের কাপে মিশিয়ে দিলাম। ব্রেকফাস্টের পর সবাই টেবিল ছেড়ে চলে গেল। আমিও গেলাম। মিস ব্রেন্ট ঝিম মেরে একা সেখানে বসে থাকলো। একটু পরে আমি আবার ঢুকলাম। ততক্ষণে ওষুধের ক্রিয়ায় মিস ব্রেন্ট প্রায় ঝিমিয়ে পড়েছে। ধীরে-সুস্থে ওর দেহে সায়ানাইড ইনজেক্ট ক'রে দিলাম। মৌমাছি ধরে আগেই একটা শিশিতে ভরে রেখেছিলাম। জানালার কাঁচে ওটাকে ছেড়ে দিলাম। ব্যাপারটা খুব ছেলেমানুষি হয়ে গেল। কিন্তু কি করবো ছড়ায় যে মৌমাছির কথা আছে! *'হারধনের ছয়টি ছেলে দেখে মাছির নাচ / একটি ম'লো হুলের বিষে রইলো বাকি পাঁচ।'*

এরপর যা ঘটলো সেটাও আমি আগেই আঁচ করেছিলাম। একে অন্যের প্রতি সন্দেহ এতো বেড়ে গেল যে সবার ঘর এবং শরীর সার্চ করার ব্যাপারটাও সবাই সহজেই মেনে নিল। প্রস্তাবটা আমিই করেছিলাম। ততদিনে আমার সায়ানাইড এবং ঘুমের ওষুধের স্টক দুটোই ফুরিয়ে গেছে। রিভলভারটাও আমি লুকিয়ে রাখলাম। কাজেই সার্চের সময় আমার নিজের কোনো অসুবিধা হবে না। এটা আমি আগেই জানতাম।

ঠিক এই পর্যায়ে আর্মস্ট্রংকে আমি আমার প্ল্যানটা বললাম। প্ল্যানটা খুব সহজ। ওকে বুঝালাম এবার আমাকে মরতে হবে। অর্থাৎ মরার ভান করতে হবে। সবাই যদি জানে আমি মৃত, তাহলে হত্যাকারী বিভ্রান্ত হবে এবং রাতের বেলা সবার অলক্ষ্যে আমি চলাফেরা করতে পারবো। তাহলে আমার পক্ষে হত্যাকারীর গতিবিধির উপর নজর রাখা সম্ভব হবে। আইডিয়াটা আর্মস্ট্রংয়ের পছন্দ হলো। সে আমাকে সাহায্য করতে রাজি হলো। বাথরুমের লাল পর্দা দিয়ে গাউন, মিস ব্রেন্টের হারানো উল দিয়ে পরচুলা বানিয়ে নাটকের দৃশ্য সাজানো হলো। লাল রঙ আগে থেকেই জোগাড় করা ছিল। আশা করছিলাম মোমবাতির আধো আলো আধো অন্ধকারে আমার মৃত্যু দৃশ্যের অভিনয়টুকু কেউ ধরতে পারবে না। হলোও তাই।

...ভেরা ক্রেথর্নের রুমে জলজ লতা ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম। অন্ধকারে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলো ভেরা। সবাই ছুটলো দোতলায়। ভেরার ঘরের দিকে। এই ফাঁকে আমি হাতলওয়ালা চেয়ারে মৃতের পোজ নিয়ে বসে পড়লাম।

একটু পরেই ওরা ফিরে এলো। আমি তখন বিচারকের পোজ নিয়ে বিচারকের আসনে বসে আছি। কিন্তু মৃত। এরকম অদ্ভুত নাটকীয় দৃশ্য দেখে সবাই ভয়ে বিস্ময়ে পাথরের মতো জমে গিয়েছিল। একমাত্র আর্মস্ট্রংই আমার খুব কাছে এলো। ডাক্তারের যা যা করা উচিত, সবই সে করলো নিপুন অভিনেতার মতো। এরপর আমার মৃতদেহটাকে দোতলার ঘরে নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হলো।

কথা ছিল রাত দুটোর দিকে আমরা বাড়ির বাইরে দেখা করবো। সেখানে পরবর্তী প্ল্যান ঠিক করা হবে। আর্মস্ট্রংকে আমি বাড়ির পিছনে উঁচু পাড়ের দিকে নিয়ে গেলাম। তাকে বুঝিয়েছিলাম এদিকটায় কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। বেচারা! ছড়াটা বোধহয় ওর ভালো মুখস্থ ছিল না। নইলে রাত দুটোর সময় জলের ধারে কেউ যায়? ছড়াতেই তো সাবধান বাণী আছেঃ *'হারাধনের চারটি ছেলে নাচে তা ধিন ধিন / একটি ম'লো জলে ডুবে রইলো বাকি তিন।'*

কাজটা কঠিন হয়নি। কাল্পনিক একটা প্ল্যান নিয়ে আলাপ জুড়ে দিলাম আর্মস্ট্রংয়ের সঙ্গে। তারপর হঠাৎ ঝুঁকে নিচের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলাম, 'আরে! ওটা কি খাড়া পাহাড়ের গায়? গুহা-টুহা নয়তো? আর্মস্ট্রং দেখার জন্য ঝুঁকলো। জোরে একটা ধাক্কা দিলাম। একটু পরে বহু নিচ থেকে জলের শব্দ এলো ঝপাং। রইলো বাকি তিন...। ব্লোর লমবার্ড আর ভেরা।

আমি চাচ্ছিলাম ওরা রাতের বেলাই আর্মস্ট্রংকে খোঁজাখুঁজি করুক। কারণ, আমার ধারণা বাড়ির মধ্যে ওরা যখন আর্মস্ট্রংকে খুঁজবে, তখন চাদর তুলে মৃতদেহগুলোকেও একবার দেখে নেবে। হয়তো খুব ভালোভাবে চেক করবে না, কিন্তু চাদরের কোণা তুলে মৃতদেহের মুখটা নিশ্চয়ই দেখবে। যদি তা করে, তাহলে অন্ধকারেই ওদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ হবে।

বাড়িতে ফিরে সোজা আমি আর্মস্ট্রংয়ের ঘরে গেলাম। দু'এক মিনিট পরেই আবার বেরিয়ে এসে সিঁড়ির দিকে গেলাম। ব্লোরের দরজার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ইচ্ছে করেই আমি খানিকটা শব্দ করলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই পেছনে দরজা খোলার মৃদু শব্দ শোনা গেল। বুঝলাম ব্লোর বেরিয়েছে। দু'এক মিনিট পরেই ওরা আমাকে অনুসরণ করলো। বাড়ির পেছন দিক দিয়ে ঘুরে ডাইনিং রুমের জানালা ভেঙে আমি আবার ভেতরে ঢুকে গেলাম। তারপর আমার ঘরে গিয়ে চাদরের নিচে সটান শুয়ে পড়লাম। যা ভেবেছি তাই। মোমবাতি হাতে রাতের বেলাই ওরা সারা বাড়ি খুঁজলো। খুঁজতে খুঁজতে আমার ঘরেও এলো। মুহূর্তের জন্যে আমার মুখের ওপর থেকে চাদরটা সরলো। টের পেলাম বন্ধ চোখের পাতায় আলো এসে পড়েছে। মুহূর্তের জন্য। তারপর আবার অন্ধকার। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি।

ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি। লমবার্ডের রিভলভারটা আমি পরে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। সার্চের সময় ওটাকে স্টোররুমে লুকিয়ে রেখেছিলাম। টিন ফুডের

একেবারে নিচের সারিতে ছিল বড় বড় বিস্কিটের টিন। ওরই একটায় বিস্কিটের নিচে রেখেছিলাম রিভলভারটা। ধরেই নিয়েছিলাম উপরের সিল করা টিনগুলো সরিয়ে সবচেয়ে নিচের সারিতে কেউই চেক করবে না। বাথরুমের লাল পর্দাটা ভাঁজ ক'রে ড্রইংরুমের সীটের নিচে রেখেছিলাম। একটা চেয়ারের গদির নিচে গর্ত ক'রে লুকিয়ে রেখেছিলাম উলের বল দুটো।

...যাই হোক, বাকি থাকলো তিনজন আতংকিত লোক। প্রত্যেকে প্রত্যেককে সন্দেহ করছে। এদের একজনের হাতে আছে রিভলভার; যে কোনো সময় অঘটন ঘটতে পারে। কি ঘটবে কেউ বলতে পারে না। ঘরের জানালা দিয়ে লুকিয়ে আমি ওদের ওপর নজর রাখছিলাম। একসময় দেখি ব্লোর একা বাড়ির দিকে আসছে। আমি ভেরার ঘরে চলে গেলাম। ব্লোর যখন গেটের ঠিক সামনে, তখন আস্তে ক'রে ভারি পাথরের সৌখিন ঘড়িটা ফেললাম ওর মাথায়। ব্লোরের প্রস্থান, মহাপ্রস্থানের পথে...।

কিছুক্ষণ পরে জানালা দিয়ে আবার দেখলাম ভেরা গুলি করলো লমবার্ডকে। মনে মনে তারিফ করলাম মেয়েটার উপস্থিত বুদ্ধির। কেমন কৌশলে লমবার্ডকে বোকা বানালো! সাধে কি বলে নারী ছলনাময়ী?

দ্রুত ভেবে নিলাম আমি ছড়ার শেষ লাইনটা : *'হারাধনের একটি ছেলে কাঁদে ভেউ ভেউ / সেই ছেলেটার গলায় দড়ি রইলো না আর কেউ।'* গলায় দড়ির দৃশ্যটা এবার সাজাতে হবে। এটা হবে একটা সাইকোলজিকাল এক্সপেরিমেন্টের মতো। এইমাত্র একজনকে গুলি ক'রে মেরেছে মেয়েটা। ওর মনের মধ্যে ভীষণ একরকম টেনশন আছে এখন। আর সিরিলের মৃত্যুর কারণে অপরাধবোধ তো আগে থেকেই ছিল। এখন ঘরের মধ্যে অন্ধকারে ঠিক মতো যদি পরিবেশ তৈরি করা যায়, তাহলে হয়তো এক্সপেরিমেন্টটা সফল হতেও পারে। ছুটলাম ভেরার ঘরের দিকে।

হ্যাঁ, কাজ করেছে। এক্সপেরিমেন্টটা ঠিক ঠিক কাজ করেছে। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে পুরো দৃশ্যটা দেখলাম আমি। আমার চোখের সামনেই গলায় দড়ি পরে চেয়ারটা লাথি মেরে ফেলে দিল ভেরা। দু'এক মুহূর্ত ছটফট ক'রে ওর ঝুলন্ত দেহটা স্থির হয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে পড়ে থাকা চেয়ারটা তুলে নিলাম আমি। ওটাকে দেয়ালের পাশে অন্য দুটো চেয়ারের সঙ্গে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখলাম। ঘর থেকে বেরিয়ে একটু খোঁজাখুঁজি করতেই সিঁড়ির মাথায় রিভলভারটা পেয়ে গেলাম। এবার শেষ দৃশ্য...।

তার আগে চিঠিটা আমাকে শেষ করতে হবে। শেষ হলে চিঠিটা একটা বোতলে ভরবো আমি। তারপর বোতলের মুখ ভালোভাবে বন্ধ ক'রে বোতলটা সাগরে ভাসিয়ে দেব। ভাসিয়ে দেব আমার স্বীকারোক্তি। কিন্তু কেন? কারণ বহুবছর ধরে এই হত্যাকান্ডের পরিকল্পনা করেছি আমি। এটা আমার কাছে একটা শিল্পের মতো। ল্যান্ডস্কেপ অথবা পোর্ট্রেট আঁকার সময় শিল্পী যেমন এর খুঁটিনাটি সব কিছু নিয়ে ভাবে, চিন্তা করে, আমিও তেমনি আমার পরিকল্পনা নিয়ে ভেবেছি।

বহুদিন ধরে ভেবে ভেবে নানারকম অদল-বদল ক'রে আমি এর চূড়ান্ত রূপ দিয়েছি। আমার পরিকল্পনা ছিল এমন একটা হত্যাকান্ড ঘটাবো, যার সমাধান কেউ বের করতে পারবে না। কেউ না।

তবে হ্যাঁ, সব শিল্পীর মনেই গোপন একটা ইচ্ছা থাকে। মূল্যায়িত হওয়ার ইচ্ছা। স্বীকৃতি পাওয়ার ইচ্ছা। স্বীকার করছি আমারও আছে এই ইচ্ছা। আমিও চাই আমার নিখুঁত শিল্পকর্মটি দেখে লোকে প্রশংসা করুক। অথবা যদি শিউরে ওঠে, তবু শিউরে উঠেও মনে মনে বলুক : 'লোকটা সত্যিই জিনিয়াস।'

বেশি কিছু আর বলার নেই আমার। বোতলটা সমুদ্রে ফেলে আমি আমার ঘরে ফিরে যাবো। তারপর শেষ দৃশ্যটা সাজাবো। আমার চশমার ফ্রেমের সঙ্গে একটা জিনিস লাগানো আছে। দেখে মনে হবে কালো সরু একটা সুতো। আসলে এটা একটা ইলাস্টিক। বিছানায় শোওয়ার সময় আমি এমনভাবে শোবো, যাতে চশমার ফ্রেমটা আমার গায়ের নিচে চাপা পড়ে থাকে। ইলাস্টিকের খোলা মাথাটাকে আমি আগেই দরজার হাতলের মধ্যে দিয়ে ঘুরিয়ে আনবো। তারপর খোলা মাথায় রিভলভারটা বাঁধবো হালকা একটা গিঁট দিয়ে। রুমাল দিয়ে সাবধানে রিভলভার ধরে যদি আমি নিজের মাথায় গুলি করি, তাহলে কি ঘটবে? আপনা থেকেই আমার হাতটা শিথিলভাবে পড়ে যাবে। ইলাস্টিকের টানে রিভলভারটা গিয়ে বাড়ি খাবে দরজার হাতলে এবং ছিটকে দরজার কাছেই কোথাও পড়ে থাকবে। ইলাস্টিকটা ফিরে এসে চশমার ফ্রেমের সঙ্গে ছোট্ট কালো একটা সুতোর মতো ঝুলবে। রুমালটা বিছানায় অথবা বিছানার কিনারে মাটিতে পড়ে থাকবে। এসব থেকে কে কি বুঝবে? বিছানার উপরে আমার মৃতদেহটা শুয়ে থাকবে। মাথায় গুলি খাওয়া। ঠিক এমনটাই লেখা থাকবে তাদের ডায়েরীতে যারা ডায়েরী লিখছেন।

সমুদ্র শান্ত হলে দ্বীপে স্পীডবোট আসবে। মানুষ আসবে। তারা দেখবে জনহীন বাড়ির মধ্যে দশটা মৃতদেহ। আর...তাদের সামনে দুর্ভেদ্য এক রহস্য...।

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan এর সৌজন্যে।

এটি তৈরি করেছেন - মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

Group:www.facebook.com/groups/boiloverspolapan